কিরণ মালা।

উপন্যাস।

"ত্যজন্তি স্থূর্পবৎ দোষান্ গুণান্ গৃহ্ণন্তি সাধবঃ।
দোষগ্রাহী গুণত্যাগী চালনীবৎ দুরাশয়ঃ।"

"কাব্যশাস্ত্র বিনোদেন কালো গচ্ছতিধীমতাম্।
ব্যসনেন চ মূর্খানাং নিদ্রয়া কলহেন বা।"

শ্রীমতী নবীন কালী দেবী।

প্রণীত।

CALCUTTA:

PUBLISHED BY WOOMESH CHUNDRA BURRAT,

rinted by B. D. Bhuttachargya, at the New National Press,

9, Serpentine Lane.

বিজ্ঞাপন।

আজ কাল বঙ্গ সাহিত্য সমাজে গ্রন্থের অ-ভাব নাই। বঙ্গ মহিলা সমাজেও পুস্তকের ছড়াছড়ি; তাহাতে যে, এই প্রলাপ-পূর্ণ গ্রন্থখানি বিশিষ্ট সমাজে সমাদৃত হইবে সে আশা দুরাশা মাত্র।—এই ভাবিয়া রচয়িত্রী এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন।

একদিন পুস্তকখানি আমাকে দেখান, আমার মতে (আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া) গ্রন্থখানি নিতান্ত মন্দ বিরেচনা না হওয়ায় প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি। পরে, তাঁহাকে এই বিষয়ে উৎসাহ দিবার জন্য গ্রন্থখানি প্রকাশ করিলাম। রচয়িত্রীর এই প্রথম উদ্যম। গ্রন্থখানি আমার যেরূপ ভাল লাগিয়াছে,—লোক সমাজে সেইরূপ সমাদৃত হইলে, আমার এবং রচয়িত্রীর সমস্ত পরি-শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

কলিকাতা
সন ১২৮৫ সাল
১লা বৈশাখ

আপনাদিগের বশম্বদ
প্রকাশক

উৎসর্গ পত্র।

——**——

গঙ্গা যমুনা-সরস্বতী-সঙ্গম-রূপিনী ভক্তি দয়া ও শ্রদ্ধা এত-ত্রিবেণী-তীর্থ-গৌরবশালিনী বঙ্গবাসিনী শ্রীমতী কামিনী কমল কর-পল্লবেষু।

ধর আজি সখি! এই প্রিয় উপহার,
হৃদয় ভূষণ সম,
যতনের ধন মম
সযতনে অর্পিলাম করেতে তোমার,
নাহিক ইহাতে কিছু বিচিত্র বাহার,
কেবল বিলাপ-পূর্ণ এ কিরণ হার,
প্রিয় সখি! ধর;

আমার এই যতনের ধন কিরণমালাকে ধর, কিরণমালা আমার এক ভালবাসার নিদর্শন, তোমাব্যতিত আর কাহাকে দিব। ভগিনি! যদি ও কিরণমালা নিতান্ত গুণবিহীনা; তথাপি যে তোমার গুণে সমধিক আদরিনী হইবে, তাহার প্রধান উদাহরণ তোমার সহিত আমার বন্ধুত্ব; আমি যেমন সকল বিষয়ে গুণবর্জ্জিতা হইয়া ও তোমার নিকটে সমাদৃত আছি, তেমনি কিরণমালা যে তোমার প্রিয়বাদিনী হইবেন ইহা অসম্ভব নহে। কিন্তু সখি! এই ভাবিয়া আবার

লজ্জা করে, যে কণ্ঠ রত্ন-হারে ভূষিত হইয়া অতুল শোভা ধারণ করিত; সে হৃদয়ে কি আমার বিলাপ পূর্ণ গীতিমালা শোভা পাইবে? 'না,' কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম, স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি যে বক্ষে কৌস্তুভমণি ধারণ করিয়াছেন সেই হৃদয়ে ভক্ত দত্ত বনমালা ও ধারণ করিয়া ভক্ত বাঞ্ছা পূরণ করিয়াছেন। অতএব সেই করুণার ভরসা করিয়া হৃদয়ে এই আশালতা রোপণ করিলাম। সকল পাঠক পাঠিকা, ভ্রাতা, ভগিনী এবং তুমি ও যেন সেই মত কৃপা করিয়া আমার এই ভক্তির প্রীতি উপহার গ্রহণ করিয়া আমার বাসনা পূর্ণ কর। ভগিনি! যদি ও জানি "ভিন্নরুচির্হিলোকঃ" সকলেরই ভিন্ন২ রুচি। ইহাতে ঘৃণা এবং উপহাসেরই সম্ভাবনা; তবে এখন কেবল সে লজ্জানীরে, ...ীগণের করুণা তরী ভরসা।

জামালপুর।
২২শে বৈশাখ ১২৮৫ সাল। } ভবদীয়া নবীন ভগ্নী।
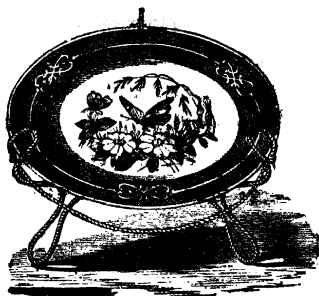
কিরণ মালা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নিশীথে একাকিনী।

"সতাং মানে ম্লানে মরণমথবারণ্য শরণম্"

আষাঢ় মাস, শুক্ল চতুর্দ্দশীর রাত্রি,—বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, গগণে অল্প অল্প মেঘে নয়ন তর্পণ নক্ষত্রমালা বিরাজ করিতেছে;—চন্দ্র ছুটিতেছে, কুমুদ হাসিতেছে, নলিনী লজ্জায় অবগুণ্ঠনবতী—বনশোভা তরু-গণ, নবীন পল্লবে নবীন মুকুলে যেন নবযৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়া মনস্তোষিনী শোভা সম্পাদন করিতেছে; শীতল সমীর গন্ধভার বহন করিয়া পৃথিবীর দিগদিগন্তে বিচরণ করিতেছে; ছোট ছোট মহীরুহগণের নব কিশলয় খদ্যোৎকুল বেষ্টনে হীরক মাল্যের ন্যায় দোদুল্যমান;—ক্ষুদ্র তটিনী কাঁপিতেছে হিমকর তাহার সঙ্গে সঙ্গে কাঁপিতেছে—ভেকের আনন্দ ধ্বনি, নীড়ে লুকায়িত পক্ষিগণের সিক্ত পক্ষ চালন শব্দ, শ্রুতি গোচর

হইতেছে; বসুমতী সিক্ত কলেবরা—বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া পথ সকল পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। পথে মনুষ্যের গমনাগমন নাই, কেবল একজন একাকিনী নারী আলুলায়িতকেশা,—আর্দ্র বসনা—দুই হস্তে দুই গাছি ক্ষুদ্র রুদ্রাক্ষের মালা, দক্ষিণ হস্তে একগাছি ক্ষুদ্র যষ্টি—হৃদয়ে দুঃখের স্রোতে চিন্তা-লহরী খেলিতেছে; যদি কখন স্থিরতার তৃণগাছি পড়িতেছে চিন্তার তরঙ্গে তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে। এক মনে চলিতেছেন, ভাবিতেছেন,—"সেই আমি! অন্ধকার রাত্রিতে কখন গবাক্ষ দ্বার খুলিতাম না; আজ এই ঘোর রজনীতে, লজ্জা, ভয়, পরিত্যাগ করিয়া একাকিনী চলিতেছি। এখন কেবল দুঃখই আমার সহগামী আর কেহই নাই।"—এই ভাবিতেছেন আর চলিতেছেন। পথের কোন কোন স্থানে জল বদ্ধ হইয়াছে, পাদ ডুবিয়া যাইতেছে। এক একবার এক এক খণ্ড কাল মেঘ আসিয়া চন্দ্র কিরণ ঢাকিতেছে, শশী যেন সভয়ে দৌড়িতেছে, আবার নীলাম্বর শশী কিরণ ঢাকিয়া নিজ গরিমায় জগৎ অন্ধকার করিতেছে। একাকিনী নৈশগমনা যাইতে যাইতে পথিমধ্যে দাড়াইলেন, ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন;—কাল মেঘে চন্দ্রমা আবরিত,—ভাবিলেন—"এ মেঘ কাটিলে আবার আলোক হইবে।" পুনশ্চলিলেন, আবার ভাবিলেন, "আমারও হৃদয় এইরূপ দুঃখ মেঘে আচ্ছন্ন,—এ চন্দ্রমা পুনরুদিত হইবে, কিন্তু

আমার সে সুখ শশাঙ্ক চিরদিনের মত অস্তমিত হইয়াছে! সে সুখ আর উদয় হইবে না। হ'বে না? কৈ আর হ'বে! বোধ হয় না। আচ্ছা আর কি হবে না? যদি হয়? তাহা হলে কি করি? আহ্লাদে ডুবিয়া মরি। এখন যদি মরি? না। মরিবই বা কেন? আর এখন যদি তাঁহার দেখা পাই? তা হলে দেখা করি; দেখাই বা কেমন করে করি? এইত সে দিন দেখিলাম, কৈ দেখাত করিতে পারিলাম না? আবার এই কল্য দেখিলাম, দেখাও করি নাই, দেখাও দিই নাই। সে দিন কত কাঁদিলেন, আমার জন্য কত বিলাপ করিলেন, আমার নাম করে পর্য্যন্ত কাঁদিলেন, আমি অন্তরালে থাকিয়া সকল শুনিলাম, সকল দেখিলাম তিনি যে এ পাপিষ্ঠার নাম করে রোদন করিতে করিতে ধরাশায়ী হইলেন; (দীর্ঘ নিশ্বাস) তখন কেবল চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসিয়া গেল। কৈ, সাক্ষাৎ করিতে পারিলাম না! ছি! আমি কি কঠিনা, নির্দয়া—নির্দয়াই বা কিসে? তাঁহার অপেক্ষা কি আমি? না। কেন না, এত বিনয় করিয়া কাঁদিলাম; তিনি তখন শুনিলেন না। আবার সেই কথা বলিলেন—সেই কথা! উঃ!! মনে হলে অন্তর জ্বলিয়া উঠে, মর্ম্ম ভেদ হয়, জগত শূন্য দেখি। সেই কথা! "দূর হ, তোর মুখ দেখিব না, তোর মুখ দেখিলে অন্তর্দাহ হয়।" এই কথা!! উঃ!! (দীর্ঘনিশ্বাস

ত্যাগ করিয়া) হৃদয় বি—দী—র্ণ—হয় যে ! !—এইরূপ বলিতে বলিতে দুঃখাশ্রু স্রোতে হৃদয় প্লাবিত হইতে লাগিল। কিঞ্চিৎ পরে আবার মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন ;—"তিনি কিন্তু বড় নিষ্ঠুর, আমাকে এত কষ্ট দিলেন, তবু ক্ষমা করিলেন না। (জিহ্বা কাটিয়া) "ও কি স্বামী নিন্দা করিতেছি ? ছি !! আমি কি মহাপাতকিনী !! তাঁহার দোষ কি ? আমারই অদৃষ্টের দোষ। তিনি ক্রোধের সময় বলিয়াছেন, বলিয়া কি এখন বলিবেন ? কখনই না। হায় ! সে সময় কেনই বা এমন প্রতিজ্ঞা করিলাম ! "স্বেচ্ছায় এমুখ দেখাইব না। তিনি দেখিতে বিশেষ যত্ন করিলে দেখাইব।" এখন ত কত কাঁদিতেছেন, তবে কেন দেখা দিই না। পতি অপেক্ষা কি প্রতিজ্ঞা বড় ? না ! তবে দেখা করিব না কেন ? যদি আমায় দেখিলে, তাঁহার অন্তর্দাহ হয়। দেখা দিয়া কি তাঁহাকে দাহ করিব ? (জিহ্বা কাটিয়া) ওমা !! ওকি কথা ! ! কি পাপের কথা—আমি কি পাপিষ্ঠা !—এইবার সাক্ষাৎ করিবই বলিয়া যখন যাই, তখন প্রতিজ্ঞা আমার সাক্ষাতের প্রতিবাদী হয়। তবে প্রতিজ্ঞা বড় নয় ত কি ? এজন্য অদ্যাপি সাক্ষাৎ করিতে পারিলাম না। কিন্তু এই বারে দেখা করিবই করিব। তাঁহার চরণে ধরিয়া বিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিব। পুনরায় যদি সেই রূপ তিরস্কার করেন ? তখন আমি কি——, এই বলিতে বলিতে আবার

ভাবিলেন, তখন এজীবন পরিত্যাগ—(ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) তাহাও কি পারি ? সে দিন ত প্রাণত্যাগ প্রতিজ্ঞা পর্য্যন্ত করিলাম, পারিলাম না। আমার এত কষ্টে বাঁচিয়া ফল কি ? কিছুই না। তবে পারি না কেন ? একের জন্য, যাহার জন্য এই নিশীথে একাকিনী। আমার সুখ সূর্য্য জীবনের মত অস্তমিত হইয়াছে—সে সুখোদয় আর হবে না। এখন কেবল একটি তারা উদিত আছে, আমি সেই নক্ষত্রটির জন্য মনের বেগে চলিতেছি লজ্জা, ভয় পরিত্যাগ করিয়াছি এ ঘোর রজনীতে পথে পথে ভ্রমণ করিতেছি—সেইটিকে দেখিবার আশায়—সেটি কি ? সে আমার নয়নের মণি, হৃদয়ের আত্মা, বদনের রসনা, নাসিকার শ্বাস, অন্ধের যষ্টি, দুঃখানল প্রজ্জলিত শোক সন্তপ্ত হৃদয়ের শীতল বারি, জীবনেব জীবন, মানসের আশা, আশা লতার অঙ্কুর, ফলের বীজ, অন্ধকারের আলো,—যে তারাটির জন্য মরিতে পারি নাই, মরিতে যাই আবার ফিরিয়া আসি।”—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অনেক দূর অতিক্রম করিলেন, ক্রমে উদ্দিষ্ট বাটির নিকটবর্ত্তিনী হইলেন, দেখিলেন ;—বাটির দ্বার মুক্ত, নিঃশব্দে প্রবেশ করিলেন। বহির্ব্বাটির সম্মুখে দক্ষিণ সীমায় দালান ও বৈঠক খানা ; বাটির কর্ত্তার ভাগিনেয় শরচ্চন্দ্র একাকী সেই ঘরে শয়ন করেন। আগতা রমণী বৈঠকখানার গবাক্ষের নিকটে গিয়া দেখিলেন, গবাক্ষের দ্বার মুক্ত, ঘর অন্ধকার, নিজ গুপ্ত

নাম উল্লেখ করত ডাকিতে লাগিলেন; "বৎস মণিভূষণ!" উত্তর নাই, দ্বিতীয়বার উত্তর নাই, পুনরায় ডাকিলেন; "বৎস মণিভূষণ!" নিরুত্তর—ভাবিলেন, নিদ্রিত আছে। না, এ ঘরে নাই, আবার ডাকিলেন, উত্তর পাইলেন না। এমত সময়ে উত্তরের প্রাচীরের উপর একটী কৃষ্ণ মার্জ্জার ক্রন্দন ধ্বনি করিয়া উঠিল। তচ্ছ্রবণে নিশাবিহারিণীর মনে বৈলক্ষণ্যের আবির্ভাব হইল; সেই স্থানেই উপবেশন করিলেন, মনে কতই অশুভ সূচনার তরঙ্গ উঠিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—**—

তিনিই কি ইনি ?

"কা ত্বং শুভে কস্য পরিগ্রহো বা কিংবা মদভ্যাগম-
কারণং তে———"

এক্ষণে মণিভূষণ নিদ্রাবশে স্বপ্ন দেখিতেছেন,—তিনি যেন একাকী এক মহা সমুদ্র তটে দাঁড়াইয়া আছেন, চতুর্দ্দিকে নিবিড় বন—সেই বন হইতে নানা বিধ হিংস্র জন্তুর ভীম নাদ শুনা যাইতেছে; এক একবার সিংহ, শার্দ্দূল, মহিষ, ভল্লূক একত্রে জল পান করিয়া যাইতেছে, কাহার

প্রতাপ নাই। তটস্থ এক সিংহ শাবক মাতার নিকট নিজ পরাক্রম দেখাইবার জন্য মাতার স্তন খণ্ড খণ্ড করিয়া সেই মাতৃরক্ত পান করিতেছে। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ মেঘ ঝটিকায় পৃথিবী অন্ধকারময় হইল, ভীষণ মেঘ গর্জ্জন হইতে লাগিল, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতালোক প্রকাশ পাইতে লাগিল; তদ্দর্শনে শরচ্চন্দ্র কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন। পরক্ষণে প্রবল ঝটিকা বেগে মেঘ সকল বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সহসা এক অদ্ভুতালোক প্রকাশ হইল। সেই আলোক মধ্যে এক জ্যোতির্ম্ময়ী আয়তলোচনা হাস্যবদনা দেবীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। পাঠিকা ভগিনি! তখন শরচ্চন্দ্রের মনোভাব কিরূপ হইয়াছিল, বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ; তিনি যুগল নয়নে দেখিয়াও প্রীতি লাভ করিতে পারেন নাই। কারণ অধিক ক্ষণ দেখিতে পাইলেন না; কিঞ্চিৎ পরেই দেবী মূর্ত্তি অদৃষ্ট হইল। শরচ্চন্দ্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে একজন অতি কৃশা, মলিনা, বিষণ্ণবদনা নারী সম্মুখে আসিয়া কহিতে লাগিলেন; "বৎস, শরচ্চন্দ্র! তুমি এ কপট সমুদ্র তটে দাঁড়াইয়া কেন? এখনি প্রলোভন বায়ুর অত্যাচার তরঙ্গ তোমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া, মনুষ্যত্ব নষ্ট করিবে, অতএব তুমি স্থানান্তরে যাও।" ইহা শুনিয়া শরচ্চন্দ্র, তাঁহাকে বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেবি! আপনি কে? অনুগ্রহ করিয়া বলুন।"

রমণী স্নেহময় বাক্যে কহিলেন ;—“আমি ভারত জননী।’ বলিয়াই সেই জলধি নীরে অবতীর্ণ হইলেন। শরচ্চন্দ্রও তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, পশ্চিম দিক হইতে একখানি রত্নময়ী তরণী ভাসিয়া আসিতেছে, তাহার নাবিক একজন তাম্র বর্ণ কদাকার পুরুষ, এক গাছি যষ্টি দ্বারা স্বর্ণ নৌকায় বারম্বার আঘাত করিতেছে ; ক্রমে তরী তটবর্ত্তিনী। ভারত জননী অমনি ত্বরিত গতিতে সেই জল রাশিতে ঝাঁপ দিয়া বামহস্তে তরণী স্পর্শ করিয়া, কাতর স্বরে কহিতে লাগিলেন :—“রমণি রত্ন তরণি ! এইবার তুমি মগ্ন হও, কলিতে তোমার যোগ্য নাবিক নাই। অতএব তোমার আর এদুঃখ দেখিতে পারি না। এখন দেখিতেছি সকলেই তোমা জাতিকে অপদস্থ করে ধিক্কার দিয়া তিরস্কার করে, ঘৃণায় কর্দ্দম সদৃশ চরণে দলিত করে, লেখনী ধারণ করিতে শিখিয়াই তোমা জাতির কুৎসা করিতে প্রবৃত্ত হয়। এমন পবিত্র পুণ্যবতী ভারত ভূমি হীনবলে ম্লেচ্ছের অধীন রহিল। এখন সকলে বিধর্ম্মী, সকলেই স্ত্রৈণ—অলস। পুরুষের আর পুরুষত্ব নাই ; আপন গৃহেই মহা প্রতাপশালী, বাহিরে যদি এরূপ প্রতাপ থাকিত, তাহা হইলে আমাকে এরূপ দুর্দ্দশা-গ্রস্তা হইতে হইত না।

দেখ, কিয়ৎ দিবস কতগুলি দস্যু আসিয়া আমার প্রধান প্রধান রক্ষক সন্তানদিগকে বলপূর্ব্বক উৎপীড়নে বিনষ্ট

করিয়া সুনীতি অলঙ্কার হরণে আমাকে শ্রীভ্রষ্ট করিয়াছে। তৎপরে ইদানীং কোথা হইতে, সমুদ্র তীরবর্ত্তী লবণাক্ত জলজাত জলৌকা আসিয়া, আমার শ্রীভ্রষ্ট ব্যাধি আরোগ্য করিবার ক্ষণ ভঙ্গুর আশা দানে হৃদয়ে বসিয়া অনবরত শোনিত শোষণ করিতেছে। এইজন্য আমি এত কৃশা, স্তনে এমন ক্ষীর নাই, যে, সুসন্তানগণকে পালন করি, আর এতাদৃশ কেহই বীর্য্যবান পুত্র নাই যে, বল দ্বারা অত্যাচারীদিগকে দূরীভূত করে, হায়! আমি ভূষণ হীনা হইয়াছি বলিয়া এখন আমার তনয় তনয়াগণও অলঙ্কার শূন্য, পুরুষগণ পুরুষত্ব হীন, নারীগণ শান্তভাব, লজ্জাভূষণ—হীনা;—এখন কাপুরুষত্ব, দুর্ব্বলতা, নির্লজ্জতা, চঞ্চলতাই ইহাদিগের অলঙ্কার হইয়াছে। পূর্ব্বকালের রমণীগণ—সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, গান্ধারী পতিসহ সৎ কার্য্যানুষ্ঠানে সহধর্ম্মিণী ছিলেন, এক্ষণে সহধর্ম্মিণী ধর্ম্মে নহে। (কেবল এক পাত্রে ভোজনে, আর স্বামীসহ পাদুকা পাদ গমনে।)

পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনীর ন্যায়, অবলা স্ত্রীজাতি, শিক্ষা প্রভাবে সুশিক্ষিতা হয়েন, যেমন বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিজ নিজ পক্ষীকে কালীকৃষ্ণ কলুষ হরণ নাম শিক্ষা দিয়া শ্রবণে আনন্দ ভোগ করেন, তদ্রূপ যাহারা বুদ্ধি কৌশলে স্ত্রীদিগকে সুনীতি শিক্ষা দেন, তাহারই সুফল ভোগে পরিতৃপ্ত হয়েন; এখন সে যোগ্য পুরুষ নাই।' রমণী আরও সেই নৌকারোহী পুরুষকে

লক্ষ্য করিয়া কহিলেন ;—“হায়! ঐ কি আর্য্যকুল গৌরব ভারত সন্তান! ঐ কি স্বদেশ, স্বজাতি, স্বকুল, স্বভাষা, স্বধর্ম্ম, স্বজন ত্যাগ করিয়া সিন্ধু পার ম্লেচ্ছরাজ্য গিয়াছিল? ঐ অধম? উনিই বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ধনী, মানী বলিয়া জন সমাজে পরিচয় দিয়া গৌরব করিয়া থাকেন। উহারাই (সস্ত্রীক) বিজাতীয় অসদনুকরণে প্রবৃত্ত। যাহাদিগের অনৈক্য প্রযুক্ত ভারতের বিশৃঙ্খলা, তাহাদিগেরই অসদ্ব্যবহারে, অত্যাচারে, পশুত্ব ব্যবহারে ভারত ভূমি অরণ্যময়। তাঁহারই “উদ্যোগিনং পুরুষ সিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ” বলেন। কিন্তু এক্ষণে এ কবিতাটির বিপরীত অর্থ ;—প্রাণীবধে অনাথিনীর সর্ব্বস্ব হরণে, উদ্যোগী হইয়া নরপতি পশুরাজ রাজা নামে খ্যাত হইয়া, বীর বলিয়া গৌরব করিতেছে ; মন্ত্রী শার্দ্দূল গোমাংস ভক্ষণে, বলবান বলিয়া ভীমনাদ করিতেছে, বন্ধু ভল্লুক মদ্যমধু পানে মত্ত হইয়া পরস্ত্রী হরণে বন্ধুর প্রিয় পাত্র হইতেছে, মোহান্ধ মহিষ প্রজাবর্গ শৃঙ্গ নাড়িয়া কলহ পটুতা প্রযুক্ত পরস্পরের সর্ব্বনাশ করিয়া কর দানে নিযুক্ত, বিদূষক কুক্কুরগণ পরনিন্দা করিয়া প্রভুর প্রিয়বাদী বলিয়া উদর পোষণ করিতেছে ; শৃগাল ভৃত্য শঠতা, প্রতারণা দ্বারা বুদ্ধি জীবী বলিয়া প্রভুর প্রিয়কার্য্যে নিযুক্ত আছে। দৌবারিক শূকর প্রভু বঞ্চনায় তিলার্দ্ধও পরাঙ্মুখ নহে—নিত্য রাত্রিতে অপবিত্র ঘৃণিত বেশ্যা বিষ্ঠা উপভোগ করিয়া

রসিক বলিয়া পরিচয় দেয়। গৃহে পবিত্র সতী কামিনী যামিনীতে একাকিনী মনোদুঃখে মৃতবৎ ধরাশায়িনী, বর্ষা-কালের পদ্মের ন্যায় নেত্র জলে অভিষিক্ত হইতেছে। আহা! নিষ্ঠুর পামরেরা তাহা দেখিয়াও দেখে না। এইরূপ সকলেই পরস্ত্রী হরণে, পরধন হরণে, পরকার্য্য করণে, পরভাষা কথনে বিধর্ম্মানুসরণে রত।—এই দুঃখেই ভারত জননী সন্ন্যাসিনী। পিতা মাতাকে অশ্রদ্ধা ও অবমাননা করা, আর নিজ অনিষ্ট কামনা করা সমান। সন্তান সন্ততি অবাধ্য হইলে পিতা মাতার যে কত কষ্ট হয় তাহা বুদ্ধিমান মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। অতএব এই সকল পাপে পৃথিবী পরিপ্লুত; এখন সকলে যত্ন করিয়া পাপকার্য্যে রত পাপ ফল ভোগে অনিচ্ছুক,—আর ধর্ম্ম সঞ্চয়ে লক্ষ্য নাই, ধর্ম্ম ফলভোগ বাসনা করে। হায়! আমি পূর্ব্ব সন্তানদিগের সদাচারে কত সৌভাগ্যশালিনী ছিলাম! এখন আমি কি হীনাব-স্থাতেই কালযাপন করিতেছি!"—এই বলিয়া ভারত জননী বিলাপ করিতে লাগিলেন; "হায়! কোথা সে সকল কুলরত্ন পুত্রগণ! হা! ধার্ম্মিক প্রবর যুধিষ্ঠির, সত্যপরায়ণ নল! রণজয়ী পার্থ, মহাবীর কর্ণ! তোমরা কোথা! তোমাদের অবর্ত্তমানে আমি এই দুর্দ্দশাপন্না হইয়াছি!!" পরক্ষণে "রত্ন তরী মগ্ন হও" বলিয়াই জ্যোতির্ম্ময়ী রূপ ধারণ করিয়া গগণ-মণ্ডলে পুনর্ম্মিলিত হইলেন। তরী মগ্ন হইল।——

শরচ্চন্দ্রের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখি-লেন গবাক্ষের দ্বার মুক্ত, অল্প অল্প আলোক দেখা যাইতেছে, গবাক্ষ নিকটে স্বপ্ন দৃষ্ট ভারত জননীর ন্যায় একজন সন্ন্যাসিনী দাঁড়াইয়া আছেন, শরচ্চন্দ্র নিদ্রাবশে ভাবিলেন, "ইনিই কি তিনি ?" এবং বিস্ময়াপন্ন হইয়া, কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় শয়ান রহিলেন। দণ্ডায়মানা রমণী অনেক ক্ষণ শরচ্চন্দ্রের প্রতি-ক্ষায় ছিলেন, কিন্তু এদিকে রজনী প্রভাত হওয়ায়, সে দিবস তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না, চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

——**——

একটী কথা।

"যথা রক্ষং তথা ভয়ং'

পাঠিকা ভগিনীদিগের স্মরণ থাকিবে বোধ হয় ? প্রথম পরিচ্ছেদে যে নিশাবিহারিণীর কথা বর্ণনা করা গিয়াছে। তাহাতে অনেকের মনে অনেক ভাবোদয় হইতে পারে। কারণ কেহ তাহার বিশেষ বিবরণ অবগত নহেন। সেই জন্য আমি এস্থলে তাঁহার পরিচয় দিতে বাধ্য হইলাম। পাঠক পাঠিকা কত বার মনে করিয়াছেন, যে তিনি নারী হইয়া,

একাকিনী নিশী-যোগে ভ্রমণ করিতেন কেন? তাঁহার কি কোন দুরভিসন্ধি ছিল? না, তাহা হইলে এত খেদ কেন? তবে কি জীবনের জীবন স্বামী পুত্রাদি বিয়োগ হইয়াছে? সেই শোকে বিবাগিনী? না, বিলাপে তাহার কিছুই প্রকাশ পাইতেছে না; তবে কি কাহার প্রলোভনে এ দুর্দ্দশাগ্রস্তা? না, তাহারও স্পষ্ট প্রমাণ পাইতেছি না। তবে বুঝি পাগলিনী হইবেন? না, তাহাও বোধ হয় না। তবে কি! "একটি কথা!" সে কথাটির মূল্য নাই, কিন্তু যে ব্যবহার করিতে-জানে তাহার একটি কথা একটী অমূল্য রত্ন স্বরূপ। কথার আকার নাই, অন্ত নাই, সীমা নাই, গন্ধ নাই, স্পর্শীয় ও নহে—কেবল শব্দ মাত্র, যে শব্দ বীণার ন্যায় সুমধুর স্বরে অহরহ শ্রবণের লালসা বৃদ্ধি করে, মানস মুগ্ধ করে; আবার সেই শব্দটি এত কটু, এত পরুষ, যে বজ্রের ন্যায় হৃদয়ে আঘাত করে, শ্রবণের গতিরোধ করে, অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করে, বিষের ন্যায় জীর্ণ করে, বাণ সম বিদ্ধ করে; যে শব্দ প্রভাবে মনুষ্য-মন বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। এমন কোন ব্যক্তি নাই, যে সে শব্দটির বশবর্ত্তী হন না, এমন বীর নাই, যে সে বাক্য বাণে জর্জ্জরিত হয় না; এমন হৃদয় নাই, যে সে শব্দে ব্যথিত হয় না, এমন কাহার কঠিন মর্ম্ম নাই, যে সে শব্দে ভেদ হয় না। যে শব্দের বশতাপন্ন হইয়া লোকে কত কত গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, যে শব্দে বিরাগ, অনুরাগ, বিবেক, বৈরাগ্য, ঘৃণা,

লজ্জা, মান, অভিমান, আশা, নৈরাশ্য, ভালবাসা, ঔদার্য্য, হর্ষ, জড়তা, মধুরতা, গরলতা, শাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য, দাক্ষিণ্য, প্রণয়, বিনয়, দাস্যভাব,—যাহা অসীম সুখ দুঃখের কারণ, যে শব্দটির জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, আদালত, দরবার, কারাগার, দ্বীপান্তর, বনবাস, আত্মহত্যা, সেই শব্দ, একটি। তাহার নাম কি? কথা। কথার সংখ্যা কত? দুইটি, তিনটি, পাঁচটি, দশটি, কুড়িটি, লক্ষ কোটি, অসংখ্য কোটী; কিন্তু একটি কথা, যে কথাটির বশবর্ত্তিনী হইয়া রমণী নিশাবিহারিণী গৃহত্যাগিনী, সন্ন্যাসিনী। সে কথাটী কি? তাহা প্রথম পরিচ্ছেদে প্রকাশিত আছে,—"দূর হও, তোমার মুখ দেখিব না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—**—

অটবী তলে।

"কি মোর করমে লেখি"

দিনমণি অস্তাচলে গমন করিলেন; দিঙ্‌মণ্ডল আনন্দ নীরে আপ্লুত হইল, সন্ধ্যার সময়, মন্দমারুতহিল্লোলে বৃক্ষ-শাখা পল্লব ঈষৎ বিকম্পিত, কুসুম কলিকা সকল অর্দ্ধ বিকসিত; গগণে শারদীয় বালচন্দ্র অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিস্তার পূর্ব্বক পৃথিবীকে শুক্ল বস্ত্রে সুশোভিতা করিলেন। পাঠিকা

ভগিনি! বল দেখি, এ সময় কত মধুময়। যেন প্রকৃতি সুন্দরী মনোহর বেশ বিন্যাস করিয়া মানবগণকে মুগ্ধ করিবার জন্য ধরণী তলে অবতীর্ণা হইয়াছেন। এ সময়ে নিরানন্দ মনেও কিঞ্চিৎ আনন্দোদয় হয়। চল, পাঠিকা, ঐ উপবনে প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করি; ঐ উপবনস্থ সরসীর নির্ম্মল স্বচ্ছ সলিলে কেমন, চন্দ্রকলা ক্রীড়া করিতেছে। আহা! এ স্থানটী কেমন মনোহর! আবার চতুষ্পার্শ্বে তরুরাজী কেমন শোভা পাইতেছে। পাঠিকা, ঐ দেখ, ঐ অটবী তলে একটি সন্ন্যাসী মূর্ত্তি। একাকী উপবন মাঝে নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া, সন্ধ্যা কালীন বিভু চিন্তায় মগ্ন আছেন। কিন্তু মলিনতা উঁহার বদনমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া মনোদুঃখ-চিহ্ন প্রকাশ করিতেছে, যুগল নেত্রে অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে; সে অশ্রু আনন্দের কি দুঃখের? কে জানে! ওষ্ঠদ্বয় অল্প অল্প কাঁপিতেছে, যেন দীন বৎসল জগদীশ্বরের নিকট মনোগত ভাব প্রকাশ করিতেছেন, ক্রমে রাত্রি গভীর—অধিকতর গভীর হইল, বিশ্ব সংসার নিস্তব্ধ, রজনী নাথের বিমল কিরণাবলীতে নিশা দেবী হাস্য করিতেছেন। মৃদু মন্দ সমীর সঞ্চলনে গাত্র শীতল হইতেছে। এ যামিনী প্রেমিকের সুখদায়িনী, ভাবুকের মনোহারিণী, কিন্তু বিরহি-হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। এ সময় সমস্ত জগত সুষুপ্ত, কেবল শোকাতুর, রুগ্ন, ও বিচ্ছেদির নিদ্রা নাই।——

ইতিমধ্যে কোন দিকে হঠাৎ কোলাহল হইয়া উঠিল; সন্ন্যাসী সচকিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আবার উপবেশন করিলেন, করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। পুনর্ব্বার একটী ভয়ানক কোলাহল শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল; ক্রমে নিকটস্থ বোধ হইতে লাগিল; রমণী-কণ্ঠের আর্ত্তনাদ শুনা যাইতে লাগিল। সন্ন্যাসী চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে লাগিলেন।—কে যেন দৌড়িয়া আসিতেছে বোধ হইল; তদ্দৃষ্টে সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন;—দেখিলেন, একটি বালিকা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া ভূপতিত হইল, সন্ন্যাসী দ্রুত পদে তাহার নিকট গমন করিলেন; বালিকা ভূতলে মূর্চ্ছিতা,—অল্প অল্প শ্বাস বহিতেছে;—সন্ন্যাসী ব্যগ্র হইয়া তাহার শুশ্রূষায় নিরত হইলেন, সরোবর হইতে জল আনয়ন করিয়া মূর্চ্ছিতার মুখে সেচন করিতে লাগিলেন;—উত্তরীয়দ্বারা বীজন করিতে লাগিলেন;—কিছুক্ষণ পরে বালিকা চক্ষু উন্মীলন করিল; সম্মুখে সন্ন্যাসী মূর্ত্তি দেখিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বাসিতা হইয়া সভয়ে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল;—সন্ন্যাসী সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন,—"তোমার ভয় নাই, আমি দস্যু নহি।" বালিকা মৃদুস্বরে কহিল—"আমাকে রক্ষা করুন"। সন্ন্যাসী বালিকাকে আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

আগতার এরূপ অবস্থা দেখিয়া সন্ন্যাসী উৎসুক চিত্তে এরূপ

অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—বালিকা উত্তর করিল; "দস্যুদিগের উৎপীড়নে।"

সন্ন্যাসী। "কি প্রকারে।"

বালিকা।—(সরোদনে) "আমরা, মাতুলালয় হইতে শিবিকারোহণে আসিতে ছিলাম, এই বনের সন্নিকটে, দশ, বার জন দস্যু আমাদের শিবিকা আক্রমণ করিল, বাহকগণ ভয়ে শিবিকা ফেলিয়া পলায়ন করিল; আমি প্রাণ ভয়ে এইদিকে পলাইয়া আসিয়াছি; কিন্তু জানি না জননীর কি দশা হইল, হয়ত দস্যুরা তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে।"

এই বলিয়া বালিকা অবিরল ধারায় কাঁদিতে লাগিল।

বালিকা। "আমার ভয় হইতেছে, পাছে দস্যুরা এখানে আসিয়া অত্যাচার করে।"

সন্ন্যাসী। "আমার নিকটে তোমার ভয় নাই, কাহার সাধ্য এখানে অত্যাচার করে।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী বালিকাকে নিজ পর্ণ কুটিরে লইয়া গেলেন। বালিকা সন্ন্যাসীর আদেশে সেই কুটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিবিষ্ট মনে স্বীয় অদৃষ্ট ভাবিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

উন্মাদিনী।

"অবস্থা পূজ্যতে রাজন্ ন শরীরং শরীরিণাং।"

অয়ি! উষে! তুমিই ধন্য। তোমার আগমনে বিশ্ব সংসার চৈতন্য পাইল! বিভাবরী এতক্ষণ মোহ নিদ্রায় আচ্ছন্ন করিয়া স্বপ্ন সখীর পরামর্শে দুঃস্বপ্ন, সুস্বপ্ন দেখাইয়া, মানবগণকে কতবার হাসাইয়া, কাঁদাইয়া রঙ্গ দেখিতেছিল কাহাকেও বা অট্টালিকা, স্বর্ণ ছত্র, দিয়া সুখ রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ছিল, কাহাকেও বা অকুল দুঃখ সাগরে ভাসাইতেছিল। উষে! তোমার আগমনে নিশার সে রঙ্গ ভঙ্গ হইল; ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির যাতনার হ্রাস হইল; নিশীথিনী বিরহিহৃদয় যেরূপ বিচ্ছেদানলে দহন করিতেছিল, তোমার দর্শনে সে অগ্নির নির্ব্বাণ হইল; শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে যে সন্তাপ বৃদ্ধি হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা শমতা প্রাপ্ত হইল, তস্করদিগের দুষ্টাভিসন্ধি ভাঙ্গিল, আর ভয় নাই;—সকলেই ঈশ্বরের কলুষহরণ নাম স্মরণে প্রবৃত্ত হইল, যামিনীর অন্তিম অবস্থা দর্শনে পক্ষিগণ রোদনচ্ছলে নিজ নিজ মধুর স্বরে গান আরম্ভ করিল। মন্দমারুতহিল্লোলে শরীর শীতল হইতেছে, মহীরুহগণ শাখা পল্লব দ্বারা যেন হস্ত সঞ্চালন করিয়া স্ববান্ধবগণকে

আহ্বান করিতেছে, তাহা তটিনী নীরে প্রতিবিম্বিত হইতেছে, নিশাকর মলিন হইয়া কুমুদ প্রিয়সীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিয়া অস্তাচল গমনোন্মুখ, তরুগণ মনোদুঃখে নয়নাশ্রুরূপে দুর্ব্বাদলে বিন্দু বিন্দু শিশির বর্ষণ করিতেছে। আহা! কি হরিষে বিষাদ!! এ সময় পাঠিকা ভগিনি! প্রাতঃকালীন মুখ প্রক্ষালনে যদি সরোবরে যাও, তাহা হইলে সরোবর-নীর-নির্ম্মল দর্পণে রজনী নাথের সেই মলিন মুখ দেখিতে পাইবে। কিন্তু অধিক মস্তকাবনত করিও না, কি জানি শশাঙ্কের সহিত চষাচুষী হইলেও হইতে পারে। আর দেখ পূর্ব্বদিক কেমন ঈষৎ রক্তিম রাগে রঞ্জিত হইতেছে, যেন বিমানসুন্দরী হাসিতে হাসিতে সিন্দুর পরিতেছেন, ঐ তাঁহার ললাটদেশে সিন্দুর ছড়াইয়া পড়িল। আরো যেন অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে। ঐ যে বিমানপতি দিনমণি উদয় হইয়া পত্নী সঙ্গে ব্যঙ্গচ্ছলে নিজায়ু বৃদ্ধির জন্য কিরণরূপ সিন্দুরে আবৃত করিলেন। আহা! কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিল। মন! এখন কি তোমার ঔদাস্য তমঃ দূরীভূত হয় নাই? যদি হইয়া থাকে তবে আলোক পাইয়া পুলকে সেই লোকরঞ্জন-শোভা সন্দর্শনে নয়ন সফল কর, বিশ্ব বিধায়কের অদ্ভুত মহিমা কৌশলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, এ সময় একবার পরম পিতার করুণাময় নাম কীর্ত্তনে তাপিত প্রাণ শীতলকর।

যামিনী প্রভাতা দেখিয়া সন্ন্যাসী গঙ্গা স্নানার্থে গমন করিলেন; স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথিমধ্যে দেখিলেন,—বড়গোল, কতকগুলি লোক দলবদ্ধ হইয়াছে, কেহ হাসিতেছে, কেহ করতালী দিতেছে, কাহার সাধ্য তাহার ভিতর প্রবেশ করে? একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিসের গোল" সে শুনিতে পাইল না; সেস্থলে সকলেই বধির, পরের রঙ্গ দেখিতে সকলেই মত্ত,—কে তাঁহার কথার উত্তর দিবে! সন্ন্যাসী প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কতক গুলিন বালক—কেহ যষ্টিদ্বারা তাড়না করিতে করিতে "ধর্‌ত রে পাগলিকে, পাগলি পালায় যে" বলিতে বলিতে একটি স্ত্রীলোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতেছে। পাগলিনী রাগত ভাবে মুখ ফিরাইয়া এক এক বার দেখিতেছে,—কেহ ধূলি লইয়া পাগলিনীর গাত্রে নিক্ষেপ করিতেছে, উন্মাদিনী আবার সক্রোধে বালকদিগকে তাড়াইয়া যাইতেছে, বালকেরা সভয়ে অন্তরে গিয়া করতালি দিয়া উচ্চ হাসি হাসিতেছে, পাগলিনী আপন্ মনে জাহ্নবী পথে যাইতে লাগিল। তাহাই দেখিবার জন্য এতলোক—কত লোকের কর্ম্ম ক্ষতি হইতেছে; বাজার বেলা হইল, মুটিয়া মোট মস্তকে দাঁড়াইয়া আছে,—ধীবর জাল স্কন্ধে করিয়া এক দৃষ্টে দেখিতেছে;—গোয়ালার ভার হইতে লোকের ঠেলা-ঠেলিতে দুগ্ধ চল্‌কিয়া পড়িতেছে,—ভারী জলের ভার বহনে

অশক্ত, তথাপি দাঁড়াইয়া আছে, কত গৃহস্থের দাস দাসী বাজার করিয়া লইয়া যাইলে রন্ধনাদি হইবে,—(হয়ত বাটীতে কত রাগ করিতেছে)—কেহ জল আনিতে যাইতেছে, কলসী কক্ষে দাঁড়াইয়া আছে; অপর দাসীর গা ঠেলিয়া বলিতেছে, "ও ধনির মা! দেখ, যেন আমার চাঁপার মুখের মত একটু একটু আদল্ আসে-না? এমন রূপ ত কখন দেখিনে গা! যেন জগদ্ধাত্রী পির্তিমে, আহা! কা'র বাছা রে! অভাগীর এমন করেও কপাল পুড়েছে! কা'র বৌ ছিল, কা'র মেয়ে ছিল! কে জানে?"

অপর কহিতেছে,—"দিদি গো! ছুঁড়ির রং ও গড়ন দেখ, দেখ্‌লে মনটা কৎ কৎ করে; বড় মা দেখ্‌লে কত তারিপ কর্ত্তো গো! সে দিন তোর চাঁপাকে দেখে কত বল্লে।"

রাস্তার নব্য বাবুরা. কেহ বিস্মিত লোচনে, কেহ চঞ্চল নয়নে ঈষদ্দৃষ্টি করিতেছেন,—যে যেরূপ ভাবের লোক, সে সেই ভাব নিজ বন্ধুর নিকট ব্যক্ত করিতেছেন, কেহ মনের ভাব মনেই রাখিতেছে,—ভাবিবার স্থান নাই, সময় নাই, ক্ষণ নাই, ভয় নাই, লজ্জা নাই; যাহার যেমন মন তিনি তেমনি ভাবিতেছেন।

এ সময় সন্ন্যাসী কি ভাবিতেছেন, বলিতে পারিনা বোধ হয়, পাগলিনীর অবস্থা দর্শনে দুঃখিত হইয়াই ভাবিতেছেন; মনে আবার একটি নব ভাবের উদয় হইল; সে কি ভাব? কালের কি মাহাত্ম্য! সময়ে মহামূল্য রত্নও চরণে দলিত হয়,

কখন বা সামান্য বস্তুও যত্নে রক্ষিত হয়। ধন্য সময়! তোমার প্রভাবে সুধা রাশীও বিষ জ্ঞান হয়, বন্ধুজনও শক্রতাচরণ করে, তাহার দৃষ্টান্ত নারী ও পুষ্প।—

(স্বকরস্থিত সূর্য্যোত্তাপ সন্তপ্ত মলিন পদ্মের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) "হায়! রমণী পরাধীনা বলিয়া যেমন দুঃখ ভাগিনী পুষ্পোত্তমা পঙ্কজিনি! তুমিও একদিন সুখসরোবরে প্রস্ফুটিতা হইয়া সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া, প্রেম ভরে টল টল করিয়া ভাসিতে, এখন চরণে দলিত হইতেছ, শিশু করে খণ্ড খণ্ড হইতেছ, দিনমণি,—(যিনি তোমার পতি বলিয়া জগতে পরিচিত)—সময় পাইয়া প্রখর করেদগ্ধ করিয়া নির্দ্দয় হৃদয়ের পরিচয় দিতেছেন, পূর্ব্বে তুমি সেই কিরণে প্রফুল্লিতা হইতে, এখন সেই কিরণে তোমাকে শুষ্ক করিতেছে, হায়! এখন বুঝিলাম! সময়ে সকলেই স্বকার্য্য সাধনের জন্য বন্ধুত্বভাব প্রকাশ করে, অসময়ে নিজ স্বামী পুত্রাদি পরমাত্মীয়গণেও অনাদর করে।

এখন সরোজ! তুমিও স্থান ভ্রষ্ট, তোমার আদর নাই; যেমন মূর্খের নিকট পণ্ডিতের মান্য নাই, তেমতি তুমিও ধূলায় পড়িলে, তোমার শোভা নাই, তোমার প্রফুল্লতা: সৌন্দর্য্য নাই, তেমন সৌরভ নাই, মধু নাই,—এসকল যখন ছিল, তখন কত অলি চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া প্রাণের প্রা হইয়া প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিত, মন খুলিয়া কথা কহি

মধু পান করিবার সময় কত মধুকর জীবন দান করিত, এখন তোমার জীবন যায়, তবু কেহ ফিরিয়া দেখে না। সে সময় কত ভাবুক, কত প্রেমিক কবিগণ তোমার শোভা দর্শনে, সৌরভ ও সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়া গৌরব বাড়াইতেন, কত দেব দেবী, সুন্দরী নারীর রূপ বর্ণনার স্থল ছিলে, কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ দেবানুষ্ঠানার্থে, প্রাতঃস্নান করিয়া স্তব পাঠ করিতে করিতে, তোমার উদ্দেশে সরোবরে গমন করিতেন। সরোজিনি! তখন তুমি সকলের আদরিনী ছিলে, এখন সে সুখ সূর্য্য সমুদিত হইয়া তোমাকে আর বিকশিত করিবে না। ভ্রমরও আসিবে না, সুখের কথাও কহিবেনা। বলিতে কি? ছি! কমলিনী! তুমি বুঝিতে পার নাই, তাই শঠ ষঠপদের ক্ষণ ভঙ্গুর প্রেমে ভুলিয়া ছিলে, সে বঞ্চকেরা তোমার মর্ম্ম কি জানিবে, তুমি সরল স্বভাবা, কোমলতায় পূর্ণা, তোমার গুণ গুণী গণেই বুঝিতে পারিবে। অতএব আর প্রতারক ভ্রমর কটাক্ষে ভুলিও না; যদি না ভুলিতে, তাহা হইলে তোমাকে এ দুঃখ ভোগ করিতে হইত না; তাই বলি পঙ্কজ! এখন পূর্ব্ব সুখ শত্রু জ্ঞান কর, দেব দেবীর চরণে আশ্রয় লও পূজা শেষে জাহ্নবীর সলিলে ভাসিও, তাহা হইলে অন্তে অনন্ত সুখিনী হইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—— ** ——

পাপের প্রতিফল।

" পরোক্ষে কার্য্য হন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্।
বর্জ্জয়েৎ তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্।"

যখন সন্ন্যাসী স্বাশ্রমাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন হইতে ছিলে
তখন তাঁহার অন্তরে নানা ভাবের তর্ক বিতর্কর তরঙ্গ উচ্ছলিত
হইতে ছিল; হঠাৎ তাহা স্থির কেন? একটি শব্দ শ্রব
বিবরে প্রবেশ করিল, শব্দটি—" আহা! হা! হা! জল
আন। এ ব্যক্তি কে? কোথা হইতে আসিল?" সন্ন্যাসী
পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন—এক ব্যক্তি বাতাহত কদলি বৃক্ষে
ন্যায় পড়িয়া আছে, এক জন তাহার মুখে জল সিঞ্চনে ব্য
একজন স্বীয় উত্তরীয় দ্বারা ব্যজন করিতেছে। সন্ন্যাসী
বৃত্তান্ত জানিবার জন্য নিকটে আসিলেন, দেখিলেন, পতি
ব্যক্তি অতিশয় রুগ্ন, শরীর শুষ্ক, কাষ্ঠের ন্যায়, মূর্চ্ছিত, তি
বিস্মিত নয়নে নিকটে বসিয়া, আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করি
লাগিলেন, এক জন জিজ্ঞাসা করিল,—" মহাশয়, এ ব্যা
কি আপনার পরিচিত!" তিনি উত্তর করিলেন 'না।' অনে
ক্ষণ পরে অচৈতন্যের চেতন হইল, ঘন ঘন শ্বাস বহি

লাগিল, বাহুদ্বয় উত্তোলন করিয়া কহিলেন "আমাকে উঠাও" এক জন হস্ত ধরিয়া উঠাইল। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর সন্ন্যাসী গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?"

প।—"আপাততঃ স্বদেশ হইতে।"

স।—"নিবাস কোথা?"

প।—"রাম নগর।"

স।—"যাবে কোথা?"

প।—"তারক নাথে।"

স।—"কারণ?"

প।—"অনেক কারণ।'

স।—"শুনিতে পাই কি?"

প।—"দেব! আপনি আমার পিতৃস্থানীয়, আপনার নিকট বলিতে কোন আপত্তি নাই, তবে—তবে কি—যদি কোন উপকার হয়।"

স।—"হইলেও হইতে পারে।"

প।—"মহাশয়! এ অধমের দুঃখ কাহিনী কেবল কষ্টদায়িকা, তবে যদি নিতান্ত শুনিতে ইচ্ছা করেন, বলিতেছি—"আমার বড় দুঃখ, বোধ হয় সে দুঃখ মোচনের আর সম্ভাবনা নাই; সেই জন্য তারক নাথে "হত্যা" দিব, দেখি, যদি ঈশ্বর পাপীকে কিঞ্চিৎ দয়া করেন। (সাশ্রু নয়নে, মৃদুস্বরে) আমি বড় পাপিষ্ঠ, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।"

সন্ন্যাসী অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"বুঝিলাম তুমি কাহার মর্ম্মে ব্যথা দিয়াছ; সেই কারণে তোমার হৃদয় এত ব্যথিত, পাপের যে প্রতিফল তাহা ফলিয়াছে, এখন উপায়, তাহার অন্বেষণ।"

এই শুনিয়া পথিক ব্যগ্রভাবে সন্ন্যাসীর পাদমূলে পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "আপনি কি কোন দৈব বিদ্যা জানেন?"

"না।"

"তবে আপনি কে, পরিচয় দিয়া বাধ্য করুন।"

সন্ন্যাসী বিরক্ত ভাবে কহিলেন—"সে কথা পশ্চাৎ হইবে, এখন যাহা বলি শুন, যদি সুখী হইতে চাহ তবে আমার মতানুযায়ী কার্য্য কর।"

"আজ্ঞা তাহা করিব, কিন্তু যদি সন্ধান না পাই।"

"অবশ্য পাইবে।"

"পাইলে তার পর?"

"আমাকে জানাইবে।"

"আপনার সাক্ষাৎ পাইব কোথা?"

"কাশীশ্বর স্বামীর নিকট।"

"আচ্ছা, মহাশয়! আপনি যোগী পুরুষ, আপনার অজানিত কিছুই নাই, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সন্ধান কি প্রকারে পাইব বলিতে পারেন?"

"অগ্রে সেই সাধ্বীর অনুসন্ধান কর।"

"আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।"

এই বলিয়া পথিক গললগ্নবাসে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন, কহিলেন,—"তবে আর বিলম্ব করিব না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন;—"আবশ্যক নাই।"

পাঠিকা! এখন এব্যক্তি কে জানিতে ইচ্ছা করেন ত বলিতেছি, ইনি সন্ন্যাসীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, নাম বসন্তকুমার, অল্প বয়সে পিতৃমাতৃবিয়োগ হওয়াতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার (সন্ন্যাসীর) অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন, পূর্ব্বে লেখা পড়ায় যত্ন ছিল বলিয়া সকলেই প্রশংসা করিত, এই জন্য উঁহার কিছু আত্মাভিমান হইয়াছিল, আর উঁহার এক জন দুশ্চরিত্র সমবয়স্য ছিল, সে বসন্তকুমারের প্রশংসায় ঈর্ষান্বিত হইয়া, যাহাতে শীঘ্র উৎসন্ন যায় এরূপ পরামর্শ দিয়া নিজের দক্ষিণ হস্ত করিয়া তুলিল, ক্রমে বসন্তকুমার বাবু হইয়া উঠিলেন, মাদক সেবনে সম্পূর্ণ পটুতার পরিচয় দিতে লাগিলেন, নিজাংশের সমস্ত অর্থ কুকার্য্যে ব্যয় করিয়া, শেষে ভ্রাতার অর্থও নষ্ট করিতে লাগিলেন, পরিশেষে মাতৃতুল্যা ভ্রাতৃজায়া সাবিত্রীর নামে মিথ্যা দোষারোপ করিয়া, তাঁহাকে গৃহত্যাগিনী করাইলেন। নির্ব্বোধেরা যখন প্রথম সুখাস্বাদন করে, তখন ভবিষ্যৎ স্মরণ করে না—সুখের অন্ত নাই ভাবিয়া অনায়াসে মহৎ মহৎ কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, যৌবনাবস্থায় ইন্দ্রিয় সুখে মত্ত হইয়া অন্ধের ন্যায়, কুপথে গমন করত নিজ অমঙ্গল আহ্বান করে। সেই বসন্ত এখন সর্ব্বদা সন্তাপিত, না হইবে কেন?

এখন আর সে দিন নাই, সে বাবুগিরি নাই, মনে বারম্বা
দুঃখানল প্রজ্বলিত হইতেছে, সর্ব্বদাই এই ভাবিতেছেন,—
"হায়! কেনই বা সে পামরের কুহকজালে বদ্ধ হইয়
ছিলাম! কেনই বা সরলা পতিপ্রাণার হৃদয়ে, নিরপরাধে
বাক্যবাণ বিদ্ধ করিয়াছিলাম! আমার সেই পাপের এই
ফলভোগ, আমি পাপী; এযাতনা আমার হইবে না ত
কাহার হইবে? ঈশ্বর পাপীরই দণ্ড বিধান করেন।"

এখন বসন্ত কুমারের মন পাপী বলিয়া স্বীকৃত, একবার
ঊর্দ্ধমুখে সাশ্রু নয়নে উচ্চৈঃস্বরে,—"হে ঈশ্বর! আমি পাপাত্মা,
আমাকে উচিত মত শাস্তিদাও;—" বলিয়া রোদন করিতে
লাগিলেন—একবার লজ্জায়, ঘৃণায় মনের ধিক্কারে মৃদুস্বরে,—
"ছি! আমি কি নির্ব্বোধ, কি শঠের সহিত মিত্রতা
করিয়া ছিলাম! সে পরোক্ষে আমার সর্ব্বনাশকারী
ইহা আমি বুঝিতে পারি নাই!—উঃ! অসৎ কর্ম্ম কি ঘৃণা
কর! যেন আর কেহ করেনা।" মিত্র যে শত্রুতাচরণ
করিয়াছে, জগৎ যে প্রবঞ্চনাময়, দুঃখ তাহা মিত্র ভাবে
বলিয়া দিল।—নিজ কর্ম্মদোষে হৃদয় গুরুতর বেদনা
ভারাক্রান্ত; পাপের প্রতিফল ফলিতেছে, বসন্তকুমারের
মনে ইহা বিলক্ষণ প্রতীত,—ক্ষুদায় উদর জ্বলিতেছে, হাতে
একটী পয়সা নাই;—এই অবস্থায় বসন্তকুমার রামনগরের
একটি বট বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া সাবিত্রীর অনুসন্ধান কোথায়
পাইবেন তাহাই ভাবিতেছেন। ক্রমে বেলা দ্বিতীয় প্রহর, ক্ষুধা

শরীর অবসন্ন, কি উপায়ে ক্ষুধা শান্তি করিবেন, কোন্ গৃহস্থের বাটীতে অতিথী হইবেন, এবং কি উপায়ে সাবিত্রীর সন্ধান পাইবেন এই চিন্তা করিতে করিতে উঠিলেন, দক্ষিণ দিকের রাস্তা ধরিয়া চলিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—**—

প্রান্তরে পথিক।

" ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্রিপুঃ।
ব্যবহারেণ মিত্রাণি জায়ন্তে রিপবস্তথা॥"

বেলা এক প্রহর, গগণে প্রভাকর খরতর কিরণজালে পৃথিবীকে উত্তাপিত করিতেছে, এসময় আদিত্য বসুমতীর বিপক্ষ হইয়া, নিজ প্রতাপ দেখাইতে মত্ত, প্রান্তর মধ্যে এই সময়ে এক জন পথিক চলিতেছেন—গ্রীষ্মের দাপ,—বৈশাখের প্রবল তৃষ্ণা, চাতকের ঘন কাতর রব, পান্থহৃদয় ব্যাকুল করিতেছে। তপনতাপে জলাশয় সকল বিশুষ্ক প্রায়, পথ বালুকা পূর্ণ—অতিশয় উত্তপ্ত, পান্থ-চরণ চলনে অচল। রবির প্রখর করে এক একবার পথিকের দৃষ্টি গতি রোধ

হইতেছে, কখন বা মরিচিকা পান্থনয়নে ধরণী ধূমল ব
ধূসর বর্ণ, দেখাইয়া পথিকের চিত্তবৈকল্য অধিক পরিমা
বৃদ্ধি করিতেছে,—কোথায়ও শ্রমহারিণী বৃক্ষচ্ছায়া দৃষ্টিগো
হইতেছে না; পথিক নিরাশমাঠে চতুর্দ্দিক শূ
দেখিতেছেন, পদ আর চলে না, পিপাসায় কণ্ঠতা
শুষ্ক, হৃদয় জীবনের ভার বহনে অসমর্থ। হায়
কত ক্ষণে মানসকল্পিত স্থানে গমন করিবেন, তাহ
স্থিরতা নাই। কিছুদূর যাইতে যাইতে বেলা প্রায় দুই প্র
হইল। ক্রমেই চলিতেছেন,—কিয়দ্দূর গমন করিয়া অদূ
ভাগীরথী তীর দেখিতে পাইলেন। তদ্দর্শনে মনে কিঞ্চি
আনন্দোদয় হইল, আশার সঞ্চার হইল, ক্রমে যত নিক
বর্ত্তী হইতে লাগিলেন, গঙ্গা তীরের শীতল বায়ু গাত্র শীত
করিতে লাগিল, অনেক পরিমাণে পথ শ্রান্তি লাঘব হই
তীরস্থ হইয়া দেখিলেন,—ঘাটে অধিক লোক জন না
কেবল তিনটী স্ত্রীলোক মাত্র।

এক খানি নৌকা বাঁধা আছে, তাহাতে নাবিক নাই
সেই তরীর অন্তরালে একটী স্ত্রীলোক, তটে বসিয়া অবগুণ্ঠনে
করে গণ্ড স্থাপিত ও মস্তকাবনত করিয়া যেন রোদন করিতে
বোধ হইল। দ্বিতীয়া কলসী কক্ষে তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা
তৃতীয়া গঙ্গা জলে আকণ্ঠমগ্না হইয়া, তাহার মুখ প্রতি
দৃষ্টি রাখিয়া যেন উত্তর প্রতিক্ষা করিতেছে। আগন্তুক
তদ্দর্শনে কিঞ্চিৎ উৎসুক হইয়া সেই নৌকার বাম পার্শ্বে

যাইলেন। তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক, অঞ্জলী পুটে জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছেন, এমত সময়ে প্রথমার মুখে কাতর স্বরে এই কয়টী কথা শুনিতে পাইলেন ;—

"আর সে সর্ব্বনাশের কথা বলিব কি ?"

আকণ্ঠ মগ্না জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তখন তোমার স্বামী কোথায় ছিলেন ?"

প্রথমা।—"তিনি দুই দিবসের জন্য তাঁহার মাতুলালয়ে নন্দবাটীতে গিয়াছেন।"

দ্বিতীয়া।—"হায় কি দুর্দ্দৈব !"

পথিক শুনিয়া চমকিত হইলেন। প্রথমার মস্তকাবনত ছিল বলিয়া ভাল রূপ দেখিতে পান নাই। এখন তাহার নিকট গিয়া দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। প্রথমা পদধ্বনি শ্রবণে উদ্ধদৃষ্টি করিয়া,—

"সর্ব্বনাশ হইয়াছে গো" বলিয়া ভূতলে পতিতা হইলেন। পথিকের মন তখন কিরূপ হইয়াছিল তাহা তিনিই বলিতে পারেন ; না জানি কি দুর্ঘটনাই ঘটিয়াছে, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। জগৎ শূন্যময় বোধ হইল। রমণীর হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন, কহিলেন—"ধৈর্য্য ধর, কি হইয়াছে শীঘ্র বল।"

রমণী সরোদনে—"দস্যুরা সর্ব্বনাশ করিয়াছে।"

পথিক সবিস্ময়ে—"সে কি ?" কিরণমালা কোথা ?"
রমণী—"হয়ত দস্যুরা মারিয়া ফেলিয়াছে।"

পথিক বসিয়া পড়িলেন। রমণী কহিতে লাগিলেন- "হায়! আমি কেন গিয়াছিলাম!"

পথিক রাগত ভাবে কহিলেন—"কোথা গিয়াছিলে

রমণী—"পিতার পীড়া শুনিয়া, তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম আসিবার কালীন পথিমধ্যে ১০।১২ জন দস্যু আসিয়া শিবিব আক্রমণ করিল। বাহকেরা ভয়ে শিবিকা ফেলিয়া পলায় করিল, আমিও এই দিকে পলাইয়া আসিয়াছি, কিরণমার কোথা বলিতে পারি না"—বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন পথিক শিরে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে তথায় এক খানি শিবিকা আসিয়া নামিল দেখিয়া বোধ হইল আরোহী এক জন ধনাঢ্য ব্যক্তি বাহকেরা জল পান করিতে যাইতেছিল, পথিক তাহাদিগে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ?"

"কলিকাতা হইতে।"

"পাল্‌কী কাহার?"

"নরেশ বাবুর।"

"যাইবে কোথায়?"

"নন্দ বাটী।"

পথিকের নাম হরনাথ। হরনাথ ইহা শুনিয়া কিঞ্চিৎ আনন্দের সহিত ব্যগ্রভাবে শিবিকার নিকটে গিয়া দেখিলেন, আরহী মুখ বাহির করিয়া আছে। তিনি, তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া কহিলেন—"কি হে নরেশ! ভাল আছ ত?

নরেশ একবার মস্তক নাড়িয়া বলিলেন,—"হাঁ"।

পুনরায় হরনাথ আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন, বলিলেন,—“নরেশ! আমিও নন্দবাটী হইতে আসিতেছি, তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, সাক্ষাৎ হইল ভাল হইল।” নরেশ হরনাথের মাতুল পুত্র। অহঙ্কারী নরেশ আবার “হুঁ” বলিয়া নিরব হইলেন। হরনাথ এইভাব দর্শন করিয়া দুঃখিত হইলেন; কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলেন, মন বুঝিল না আবার কহিলেন,—“তুমি কি কলিকাতা হইতে আসিতেছ?” নরেশ অন্যমনে কি ভাবিতে লাগিলেন, উত্তর দিলেন না। হরনাথ বলিলেন, “ভাই! আমি মহা বিপদে পড়িয়াছি, এসময় তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল, ইহা ঈশ্বরের করুণা বলিতে হইবে। ভাই! তুমি যদি কিঞ্চিৎ সাহার্য্য কর।”

নরেশ অনেকক্ষণ পরে গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন—“কি সাহার্য্য করিব?”

হরনাথ বলিলেন,—“এমন কিছু নয়, যদি একবার তোমার পাল্কী থানি দাও।”

নরেশ ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন,—“তাই ত! আমি কি প্রকারে যাইব?”

হরনাথ, কথায় অসম্মত বুঝিয়া বলিলেন,—“তবে যদি তোমার কষ্ট হয়, প্রয়োজন নাই।”—এই বলিয়া ক্ষুণ্ণ মনে জাহ্নবীতটে পুনঃ গমন করিলেন। নরেশের আচরণে হরনাথ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বিভাবতীকে (ভার্য্যা) বলিলেন,—“উঠ, আর কাঁদিলে কি হইবে? যাহা অদৃষ্টে ছিল, ঘটিয়াছে, এখন চল।”

বিভাবতী বলিলেন,—“কোথায় যাইব? কিরণমালাকে হারাইয়া এমুখ আর দেখাইব না, এই গঙ্গায় ঝাঁপ দিব।”—এই বলিয়া বিভাবতী পূর্ব্ববৎ রোদন করিতে লাগিলেন। নিষ্ঠুর নরেশ চলিয়া গেল। বিপদের কথা একবার জিজ্ঞাসা ও করিল না। হরনাথ বিষণ্ণ বদনে বসিয়া নরেশের ব্যবহার ভাবিতে লাগিলেন,—হায়! সেই নরেশ; সম্পদ পাইয়া সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিল; হা ধন! তোমার আশ্চর্য্য মহিমা! তুমি লোককে কি না করিতে পার! অন্ধকর, বধির কর, হস্তপদ-হীন কর, সকলই করিতে পার; সেই নরেশ, এখন এত “বাবু”! যে, এক পদ চলিতে পারে না। কালের বিচিত্র গতি! এত দিনে বুঝিলাম, দুঃখের সময় শত্রু মিত্র পরীক্ষিত হয়। ঐ নরেশ আমার একান্ত অনুগত ছিল, এখন তাহার ব্যবহার দেখিয়া জ্ঞান শূন্য হইলাম।”

এদিকে বেলা অপরাহ্ন হইল—সন্ধ্যা তিমিরবসনে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইলেন। হরনাথ দেখিলেন, এস্থানে আর অবস্থান বিধেয় নহে। পূর্ব্বে স্থির করিয়াছিলেন, কিছু দিনের জন্য মাতুলালয়েই গমন করিবেন। এক্ষণে নরেশের আচরণে ক্ষুণ্ণ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে ও পামরের বাটী আর যাইব না। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলেন, এসময় সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলে আর উপায় নাই; কারণ সেস্থান হইতে তাঁহার বাটী বহুদূর। এবং এই বিপদ সময়ে তাঁহার ভার্য্যা ও পদব্রজে যাইতে অক্ষম; অগত্যা তথায়

যাওয়াই নির্দ্ধার্য্য করিলেন। তিনি ভাবিলেন, মাতুল মহাশয় জীবিত থাকিতে সে বাটী নরেশের নহে, এই ভাবিয়া যাওয়াই স্থির করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

——**——

বিশ্বাসের বশবর্ত্তিনী।

" সৎ সঙ্গতি গঙ্গয়া "

রজনী গভীর—মূর্ত্তি প্রশান্ত, পথ ঘাট তট জনবিহীন। বাসন্তী পূর্ণিমার চন্দ্র হাসিতেছে। কুসুম কানন প্রফুল্ল হৃদয়ে হাসিতেছে—পৃথিবী নবশোভায় হাস্যময়ী হইলেন। এমন সময় জাহ্নবী পথাভিমুখে দুই জন মাত্র নারী যাইতেছিল—. উভয়েই নীরব—কিয়ৎক্ষণ পরে অগ্রগামিনী পশ্চাৎগামিনীকে জিজ্ঞাসা করিল—"আর কত দূর যাইব ?"

পশ্চাৎগামিনী কহিল—"আর কিছু দূর চল।"

পূর্ব্ববৎ উভয়ে নীরবে চলিল—কিছু দূর গিয়া পশ্চাৎ-গামিনী " এই এই " বলিয়া দাঁড়াইল। অগ্রগামিনী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল " কি ?" পশ্চাৎগামিনী উত্তর দিল—"এই সেই তেমাতা রাস্তা।"

প্র।—"সে কি ?"

দ্বি।—" এত বড় হইলে ইহাও জান না।"

প্র।—" না। "

দ্বি।—"তবে বলি শোন, এক পথ হইতে যদি তিন দিকে যাইবার রাস্তা থাকে, তাহাকে তেমাতা রাস্তা বলে, বুঝিলে ত।

প্র।—"হঁ। বুঝিলাম।"

দ্বি।—"এখন তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি যাহা ভাবিয়া আসিয়াছি তাহা করি। "

প্র।—" কি করিবে ?"

দ্বি।—"কাহাকেও বলিবে না?"

প্র।—" না। "

দ্বি।—"সত্য বলিতেছ ? "

প্র।—" হাঁ সত্য বলিতেছি । "

দ্বি।—"ভাই ! তুমি আমার সহোদরা ভগিনীর ন্যায়, তোমাকে বলিতে আমার কিছু আপত্তি নাই। ভগনি! দুঃখের কথা বলিব কি ? তুমি আমার দুঃখ বুঝ্‌বে, তাই তোমাকে সঙ্গিনী করিয়াছি—প্রতি বৎসর আমার যে সন্তান হইয়া নষ্ট হয়, তাহা ভাল হইবার জন্য ধাই বৌ আমাকে এই ঔষধ বলিয়া দিয়াছে। আমি প্রাণের জ্বালায় এই দুষ্কর্ম্ম করিতে আসিয়াছি। ধাই বৌ আমাকে একলা আসিতে বলিয়াছিল ; কিন্তু আমি তাহা পারিলাম না, কারণ কুলনারী কখন বাটীর বাহির হই নাই, আসিবার কালে বড় ভয় হইল,

তাই তোমাকে ডাকিলাম, তোমা ব্যতীত বিশ্বাসিনী, পরো-পকারিনী আমার আর নাই। তুমি যে আমার এ গুপ্ত বিষয় অনায়াসে অপ্রকাশিত রাখিবে তাহা আমি নিশ্চয় জানি, এ জন্য তোমাকে সঙ্গে আনিয়াছি।"

প্র।—"ইহা করিলে তোমার কি উপকার দর্শিবে?"

দ্বি।—"যদি কোন পোয়াতী মাড়ায় কিম্বা ডিঙ্গায় তাহা হইলে তাহার সন্তান হইয়া নষ্ট হইবে।"

প্রথমা শুনিয়া চম্‌কিয়া উঠিলেন,—কহিলেন—উঃ! কি সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে তোমার কি হইবে?"

দ্বি।—"আমার সন্তান বাঁচিয়া থাকিবে।"

প্র।—"এমন কর্ম্ম করিও না। পরের মন্দ করিয়া কখন কাহার ভাল হয়? আমার কথা শোন, মন হইতে এ নিকৃষ্ট বৃত্তি দূর কর। শিব স্বস্ত্যয়ন কর, সন্তান বাঁচিয়া থাকিবে। এখন বাড়ি চল।"

দ্বিতীয়া তাহাতে অসম্মত হইলেন।

প্র।—"তবে আমি চলিলাম"—বলিয়া, বাটী যাইতে অগ্রসর হইলেন। দ্বিতীয়া সশঙ্কচিত্তে—"দাঁড়াও, দাঁড়াও মধুমতি! রাগ করিলে?" বলিতে বলিতে পশ্চাৎ আসিতে লাগিলেন। মধুমতী সে কথায় কর্ণ পাত ও করিলেন না। ক্রমে তিনি গৃহাভিমুখে চলিলেন। দ্বিতীয়ার অভীষ্ট সিদ্ধি হইল না, রাত্রিতে একাকিনী আর কতক্ষণ বসিয়া থাকিবেন, সুতরাং ক্ষুব্ধ মনে তাহাকে বাটী ফিরিয়া আসিতে হইল। মধুমতী ও

প্রায় নিকট বর্ত্তিনী—বাটীর কিঞ্চিৎ দূরে একটী আম্রবৃক্ষ আছে তাহার তল দিয়া যাইতে হয়। তথায় চন্দ্রালোক নাই। মধুমতী তদ্বৃক্ষের তল দিয়া যাইতে যাইতে অন্ধকারে একটী মনুষ্য মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। ক্রমে যেন নিকটবর্ত্তী বোধ হইল, ভীত স্বভাবা রমণীর হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল, তদ্দর্শনে তিনি সভয়ে দাঁড়াইলেন। ক্রমে মূর্ত্তি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মধুমতী সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে গা?",

মূর্ত্তি কিয়ৎক্ষণ স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিল। পরে কহিল—" আমি।"

মধু।—"তুমি কে?"

মূর্ত্তি।—" আমি বসন্ত।"

মধু।—(সক্রোধে) "পাপ! এখানে আবার কেন? কি জন্য আসিয়াছিস্?"

বসন্ত।—(কাতরে) "আজ যদি না বল তবে তোমার কাছে হত্যা হইব।"

মধুমতী।—(সক্রোধে) "আমি বিশ্বাসঘাতিনী নহি যে, বলিব। তুমি সে আশা পরিত্যাগ কর।" এই বলিয়া পূর্ব্ববৎ গৃহাভিমুখে চলিলেন। এমন সময়ে কে যেন তথা হইতে সরিয়া গেল। সে কে? সে রমাকান্তের বাটির দাসী মাতঙ্গিনী—দুষ্টা মাতঙ্গিনী। মধুমতী বাটিতে প্রবেশ করিবা মাত্র মাতঙ্গিনী কহিল—"তোমার গুপ্ত কথা সকল শুনিয়াছি, কাল বাবুকে বলিয়া দিব।"

মধুমতী নির্ভয়ে উত্তর করিলেন—"বলিও"।

পর দিন প্রত্যুষে মাতঙ্গিনী, গত রাত্রের ঘটনা সমস্ত কুভাবে প্রমাণ দেখাইয়া নানা মত অলঙ্কার দিয়া বাটির কর্ত্তা রমাকান্ত বাবুর নিকট বর্ণনা করিল। মধুমতী ভ্রাতার ও অন্যান্য সকলের নিকট তিরস্কৃতা হইলেন।—এ দিকে দুষ্টা মাতঙ্গিনীর মহা আনন্দ, মধুমতী তাহারই কথায় শাসিতা হইলেন ভাবিয়াই তাহার এত আনন্দ। বিশ্বাসের বশবর্ত্তিনী— কোন কথাই প্রকাশ করিতে পারিলেন না,—মধুমতী নির্দোষী হইয়াও দোষীর ন্যায় কত রূঢ় বাক্য সহ্য করিলেন। তাহা না করিবেন কেন? দুর্ভাগ্য যাহাকে আক্রমণ করে, তাহাকে সকল সহ্য করিতে হয়, সে সকলের নিকট তিরস্কৃত হয়। মধুমতী সকলের নিকট তিরস্কৃতা হইয়া সমস্তদিন মনোদুঃখে কাটাইলেন। দুঃখের দিন শীঘ্র যায় না। ক্রমে দিনমণি ধীরে ধীরে অস্তাচল দিকে ঝুলিয়া পড়িলেন। তাঁহার পশ্চাৎ সন্ধ্যাদেবী অন্ধকার বস্ত্রে আবৃত হইয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন। দুর্ভাগ্যের সাহায্যে ক্রমে যামিনীও গভীর মূর্ত্তি ধারণ করিল।—যামিনি! তাহা কর, ক্ষতি নাই, মৃতদেহ খড়্গাঘাতে ব্যথিত হয় না। নিশে! এখন তুমি যত গভীরা হও না কেন, দুর্ভাগিনীর জন্য এক মুহূর্ত্তও বৃদ্ধি হইবে তাহা তোমার ক্ষমতা নাই—যখন পর দিন প্রভাতে রঘুনন্দন বনগমন করিবেন জানিয়া এবং দশরথের রোদন শুনিয়াও এক পল বৃদ্ধি হইতে পার নাই—যখন মানিনীর জীবন বন্ধুকে কাঁদাইয়া তাহার

অভীষ্ট পূরণ নিমিত্ত এক পক্ষও বৃদ্ধি হইতে পার নাই, তখন তোমার ক্ষমতা আমি বিশেষ বিদিত আছি। যে দুই দিবসের জন্য সুখাস্বাদন করিয়া, চির দুঃখ ভার বহনে সক্ষম, সে কি তোমার গভীরতা যাতনা সহনে অক্ষম হইবে? কখনই না;— তাহার প্রত্যক্ষ দেখ ঐ ভূতলশায়িনী—চির দুঃখিনী মধুমতী আপন দুঃখই ভাবিতেছেন—আর নয়ন জলে ভাসিতেছেন—কত দিনের কত দুঃখ মনে করিতেছেন—কাঁদিতেছেন—ভাবিতেছেন—"সেবার মরিলে আর এত কষ্ট ভোগ করিতে হইত না;—হায়! কেন ফিরিয়া আসিলাম! পোড়া মায়ায়,—যখন পিতার নিকট বিদায় লইলাম, মনে ভাবিলাম পিতাকে আর দেখিতে পাইব না, তখন শোক সিন্ধু উথলিয়া উঠিল,—উঃ! কি কষ্ট!—মনে মনে পিতার চরণ বন্দনা করিলাম—কত কাঁদিলাম;—আমি পাপিনী পিতার চরণে কত অপরাধিনী, মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। হায়! সেদিন কেন মরিলাম না, কেন এ পাপজীবন গেল না!! আর এক দিন, সেই নৌকায় আরোহণ করিতে করিতে—উঃ মনে করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়—ভাবিলাম গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া এ প্রাণ ত্যাগ করিব; কিন্তু এক আশার জন্য পারিলাম না—ভাবিলাম কখন না কখন সাক্ষাৎ পাইব। সেই দিন! যে দিন আমার ঐহিক সুখ তরী ডুবিল,—আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে চির দিনের জন্য দুঃখ সাগরে ডুবিলাম,—কিন্তু ডুবিয়াও অদ্যাপি মরিতে পারিলাম না,—যাহাই হউক এবার আর না, নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা

জাহ্নবী সলিলে এ পাপ জীবন বিসর্জ্জন দিব,—।”

পাঠিকা ! পঞ্চম পরিচ্ছেদে যে পাগলিনী দেখিয়াছেন সেই এই মধুমতী পাগলিনী বেশে জাহ্নবী জলে জীবন বিসর্জ্জন দিতে যাইতেছিল, এখন সে উম্মাদিনী কোথায় ? পাঠিকা ভগিনি অন্বেষণ করিতে অগ্রসর হও।

নবম পরিচ্ছেদ।

——**——

কারারুদ্ধা।

“ চিরকালং বনে বাসশ্চলদ্বৃক্ষং নপশ্যতি :
অবিচার পুরী দোষাৎ যঃ পলাতি স জীবতি ॥ ”

পাঠিকা ! পঞ্চম পরিচ্ছেদে যে পাগলিনীকে পালাইতে দেখিয়াছ আবার দেখ সে কারাবাসে। এ পাগলিনীর পিত্রালয়ে পিতা মাতা নাই—বাটীর কর্ত্তা রমাকান্ত—ইহার জ্যেষ্ঠ সহোদর—স্ত্রীর আদেশে মধুমতীকে অবরুদ্ধ করিয়াছেন। রমাকান্তের বনিতার নাম প্রভাবতী—প্রভাবতীর প্রিয় দাসী মাতঙ্গিনী। মাতঙ্গিনী যাহা বলিত—প্রভাবতী তাহাই করিতেন, মাতঙ্গিনীর কৌশলেই মধুমতী পাগলিনী হইয়াছিলেন, মরিতে

গিয়াছিলেন,—আর তাহারই কৌশলে এক্ষণে কারাগারে বন্ধন যাতনা ভোগ করিতেছেন। জাহ্নবীতে জীবন বিসর্জ্জন করিতে গিয়াছিলেন, কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কারণ ধরিয়া আনিয়া বন্ধন করত ঘরে চাবী দিয়া রাখিয়াছে। ভাগ্যহীনা মধুমতীর স্বামী নাই, মধুমতী যখন পঞ্চদশ বর্ষিয়া, তখন তাহার স্বামী খ্রীষ্টিয়ান হইয়া যায়, যাইবার কালীন নৌকায় আরোহণ করিতে যাইবার সময় একবার দেখা হইয়াছিল,—সেই অবধি আর সাক্ষাৎ হয় নাই। মধুমতী জানিতেন তাহার পতি জীবিত আছেন, কখন না কখন দেখা হইবে। কিন্তু অদ্য সাত বৎসর হইল, তাহার মৃত্যু হইয়াছে; লোকে পথে ঘাটে কানাকানি করিত সাক্ষাতে কেহ বলিত না এজন্য এতদিন মধুমতী জানিতে পারেন নাই। এক্ষণে মধুমতী দ্বারা সেই মৃত বৎসা সুষমার অভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়ায়, অদ্য তাহার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ বাণে মধুমতীর হৃদয় যাবজ্জীবনের জন্য বিদ্ধ করিয়াছে। তবে তাহার বাঁচিয়া কি সুখ! এতদিন আশার প্রদীপ ক্ষীণালোকে জ্বলিতেছিল। এখন নিরাশ পবনে সে দীপ নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। জীবনে আর ফল কি? তিনি কুমারী অবস্থায় মাতৃহীন হন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে লইয়া কাশীবাসী হইয়াছিলেন, বিধাতার তাহা সহ্য হইল না, অচিরাৎ মধুমতীকে পিতৃবিয়োগ শোকে নিমগ্ন হইতে হইল। অদ্য নয় বৎসর হইল তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে—মৃত্যু-কালীন তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী সাবিত্রীকে আনয়ণ করত তাহার

করে মধুমতীকে সমর্পণ করিয়া যান। দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনিও নিজ দুঃখে সন্ন্যাসিনী;—দুঃখিনী মধুমতীকে এক দিনের জন্য স্নেহ করে, এমন লোক নাই। ভ্রাতা রমাকান্ত, স্ত্রীর মতানুসারে কার্য্য করেন, সত্য মিথ্যা প্রমাণ চাহেন না।

ধর্ম্ম যদি প্রত্যক্ষ হইত, তাহা হইলে বঙ্গবাসিনী ভাগ্য-হীনাদিগের এত কষ্ট হইত না,—এমন পীড়াও হইত না। জগত প্রবঞ্চনাময়;—সহৃদয়া মধুমতী তাহা জানিতেন না, তাহা জানিলে বঞ্চকের কুহকে ভুলিতেন না, কুজনের পরামর্শে সম্মত হইতেন না,—তোষামোদ প্রিয়কে তোষামোদ করিয়া তাহার প্রিয় হইতে চেষ্টা করিতেন না, কাহারও শত্রুনিন্দা শুনি-তেন না,—কোন রসিকার অশ্লীল রসিকতায় হাসিতেন না,—এ জন্য প্রায় অনেকের অপ্রিয় এবং অনেকের নিন্দাভাগিনী হইয়াছিলেন। তাই বলিয়া কি সজ্জনের কাছে নিন্দনীয় না অপ্রিয় ছিলেন? কখনই না। যদি ও ইদানীং কালের বিপরিত গতি তথাপি পৃথিবীতে সজ্জন লোক ও আছে। সজ্জনের সংখ্যা অল্প, শঠ ও বঞ্চকের সংখ্যাই অধিক, এজন্য শঠের সহিত শঠতা না করিলে লৌকিকতা রক্ষা হয় না,—কিন্তু সৎ তাহাতে অপারক।

ক্রমে বেলা অপরাহ্ন হইল, মধুমতী তখন ও কাঁদিতেছেন আর ভাবিতেছেন—"এ জীবনে কাজ কি?" ইতি মধ্যে ঘরের দ্বার খুলিয়া গেল, মধুমতী দেখিলেন সুভাষিণী আসি-তেছেন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুই এক জন প্রতিবাসিনী

মধুমতীর দশা দেখিতে আসিতেছেন,—ক্রমে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে একজন কহিল—"আহা! ছুঁড়ির কি কপাল মন্দ! অবশেষে আবার পাগল হলো।"—আর এক জন কহিল—"নিজ কর্ম্মদোষে।" অপর নারী কহিল—"ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়াও!" সে কে? সে পরসুখপীড়িতা সুষমা। মধুমতী তাহার সেই কুটিল-ভাবপূর্ণ-বাক্য শুনিয়া অন্তরে দুঃখ পাইলেন। আর একটি রমণী কাতর বচনে সাশ্রুনয়নে মধুমতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"এখন কেবল করুণাময়ের নিকট দুঃখ জানাও, সেই দীন বন্ধুই তোমার দুঃখনাশের কর্ত্তা, মানুষেই অবিচার করে, তিনি কখন অবিচার করেন না।"

এইরূপে সকলেই মধুমতীর অবস্থা দর্শনে নিজ নিজ স্বভাবের পরিচয় দিতে লাগিলেন। মধুমতীর দুঃখ দর্পণে সকলেরই স্বভাব প্রতিফলিত হইতে লাগিল। ক্রমে সকল ব্রাহ্মিকা সহৃদয়া সুবুদ্ধিমতীর হৃদয়ের ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল, এবং সকলেই স্ব স্ব স্বভাবগুণে বিষময় ও মধুময় বাক্য প্রয়োগে মহত্বের প্রমাণ দিতে আরম্ভ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

—**—

হৃদয় গ্রন্থি ছিঁড়িল—আশার প্রদীপ নিবিল।

" অহো চক্রস্য মাহাত্ম্যাৎ ভগবান্ ভূততাং গতঃ।"

মনুষ্যে কি না করিতে পারে, মত্ত মাতঙ্গ বশ করিতেছে, বিহঙ্গের মুখ হইতে বেদ পুরাণ নির্গত করাইতেছে, মনুষ্যের অসাধ্য কিছুই নাই। লৌকিক! তুমি জীবন্তকে ভূত করিতে পার,—মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিতে পার,—সত্যকে মিথ্যা প্রমাণ করিতে পার। চন্দ্রে কলঙ্ক রেখা তোমার কল্পনা—সাধ্বী জনকনন্দিনীর রাম-সহ-বাস-পবিত্র-প্রণয়ে বিচ্ছেদ ঘটাইবার তুমিই মূল। লোকাচার! তোর জন্যই পঞ্চমাস গর্ভবতী রাজনন্দিনী সীতা নির্ব্বাসিতা হইয়াছিলেন! নির্দয়! তুই তাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্রে রাম-অন্তরে সন্দেহ জন্মাইয়া তাঁহার কোমল হৃদয়ে দুঃখ হুতাশন প্রজ্বলিত করিয়াছিলি! তখন সামান্য একটা স্ত্রীলোক যে পাগল হইবে, তাহার বিচিত্র কি!! এখন জানিলাম, লোকচার! তুই কামিনী কুলের চিরবৈরী, তোর জন্য কতলোক জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছে।

এক্ষণে যামিনী ভীম তিমিরাবৃতা হইয়া, যেন বদন ব্যাদন করিয়া বিশ্ব গ্রাস করিতে আসিতেছে। মধুমতী একাকিনী

পড়িয়া আছেন, দিবা রাত্র জ্ঞান নাই, কেবল চক্ষু মুদিত
করিয়া নিজ অদৃষ্ট রচনা ভাবিতেছেন।—" লোকে বলে
আশাগত প্রাণ, সে কথা মিথ্যা নহে, নতুবা কেন—" এই
মনে করিয়া মধুমতী অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন, নয়ন বারিতে
হৃদয় ভাসিয়া গেল, শরীর অবসন্ন, কণ্ঠ রোধ হইল। নৈরাশ
যেন প্রাণে আঘাৎ করিতে লাগিল, মধুমতীর এত দিনের প:
আশার দীপ নির্ব্বাণ! হৃদয়ে একটি গ্রন্থি ছিল, তাহা
ছিঁড়িল!! তাই এত খেদ, এখেদে অন্তস্থল ভেদ করিতেছে
কক্ষে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, মধুমতী একদৃষ্টে দীপ প্রতি
চাহিয়া আছেন, আর দীপ লক্ষ করিয়া বলিতেছেন—"আচ্ছা
লোকে বলে প্রদীপ ভাল মন্দ দেখিয়া হাসে কাঁদে, তাই কি
প্রদীপ ঐরূপ হাসিতেছে! কিন্তু আমার ত কিছু ভাল নাই
তবে হাসিল কেন? আমার মন্দ দেখিয়া?"—এই বলিয়া
পাগলিনী মধুমতী অধিকতর রোদন করিতে লাগিলেন। এদিকে
প্রদীপ নির্ব্বানোন্মুখ,—পাগলিনী দেখিয়া হাসিল;—পাগল
কাহাকে বলে? যাহার চিত্তবৈকল্য জন্মিয়াছে—শোক দুঃখে
মধুমতীর তাহাই ঘটিয়াছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

——**——

ললাট লিখন।

" শুভাশুভ ঘটে যাহা বিধির বিধানে "

দৈব শক্তিকে ধন্য! অসম্ভাবিত ঘটনাও মূহুর্ত্তেকে ঘটিতে পারে; জগতপ্রাণীই দৈবাধীন; দৈব বলে কখন দীন দরিদ্র ও স্বর্ণরাজ ছত্র দণ্ড প্রাপ্ত হইতেছে কখন বা রাজাধিরাজ ভিখারি বেশে বনে বনে বিচরণ করিতেছে। হায়! মানবগণের সুখ দুঃখ প্রায় অধিকাংশই দৈব বশতাপন্ন। যে দৈব বশে আমাদের হরনাথ আপাততঃ আশ্রয় হীন হইয়া দুঃখ চিন্তায় সর্ব্বদা মগ্ন,—এত দিবস হইল কোন ক্রমেই কন্যা কিরণমালার সন্ধান পাইলেন না, সে যে কোথায় রহিল, জীবিতা আছে কি না, এই ভাবিয়াই হরনাথের শরীর অস্থি চর্ম্ম অবশেষ, রজনীতে নিদ্রা নাই, শরীর সতত অসুস্থ, মুখ ম্লান, উদরের অন্ন জীর্ণ হয় না, কোন খাদ্য সামগ্রীতে রুচি নাই। দেখিতে দেখিতে হটাৎ একদিন বিকার উপস্থিত। নরেশ নৃশংস পামর ভ্রাতার যে এমন পীড়া শুনিয়াও সে কথায় একবার ও কর্ণপাত করিল না। বিভাবতী স্বামীর পীড়া দেখিয়া দুঃখের সহিত চিন্তিত মনে দুই দিবস প্রায় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ

করিয়া, যথা বিহিত যত্নে পতিশুশ্রূষায় নিযুক্তা রহিলেন অদ্য রাত্রি আন্দাজ ১০ দশটা, হরনাথের গাত্র হীম হইল পিপাসা বৃদ্ধি, শরীর অবসন্ন, বিভাবতী গতিক মন্দ বুঝিয় রোদন করিতে লাগিলেন, হরনাথ নিজের অন্তিম সময় উপস্থিত বুঝিতে পারিলেন, ভার্য্যা বিভাবতীর ক্রোন্দনে দুঃখিত হইয় নিজ ললাট দেশে হস্তার্পণ করিয়া ‘‘সকলি ললাট লিখন’ এই মাত্র বলিয়া নীরব হইলেন, নয়ন যুগল হইতে অনর্গল বারিধারা বহিতে লাগিল, বাক্য রোধ হইল, চক্ষু ঘুরিতে লাগিল, এবং কিঞ্চিৎ পরেই হরনাথের প্রাণবয়ু বহির্গত হইল। বিভাবতী স্বামিকে জীবন শূন্য দেখিয়া আছাড়িয়া পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন ? নরেশ ম্লান বদনে আসিয়া হরনাথের মৃতদেহ বাহির করিয়া সৎকার করিতে লইয়া গেল। নরেশের স্ত্রী—সুভাষিণী আসিয়া বিভাবতীকে প্রবোধ বাক্যে শান্তনা করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

——✱✱——

ভবনোন্মুখী।

“আকুলা কপোতী হায়।”

বহু দিবস হইল সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, পাঠিকা চল ঐ গৃহদ্বারে, যদি দর্শন পাই। সন্ন্যাসী এক স্থানে

কখন এক সপ্তাহ স্থায়ী নহেন—বনে, কুটীরে, পর্ব্বতে, শ্মশানে, গঙ্গাতীরে, কখন'বা গৃহস্থ-দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে ভ্রমণ করেন। এক্ষণে গৃহস্থদ্বারে ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে দাঁড়াইয়া,—মুখ বিষন্ন, নয়ন চঞ্চল—কি যেন অন্বেষণ করিয়া কক্ষে কক্ষে সকল রমণীর মুখ মণ্ডলে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। পাঠিকা! বলিতে পার, সন্ন্যাসীর এমন চঞ্চল দৃষ্টি কেন? তাহার উত্তর—কেহ অনুরাগে সন্ন্যাসী, কেহ বা বিরাগে সন্ন্যাসী হয়েন। তাঁহার বাহিরে যেরূপ অন্তরে ও সেইরূপ, অথচ সন্ন্যাসী নহেন, ভিক্ষা করিতেন বটে কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য ছিল না, নারীদিগের প্রতি দৃষ্টি ছিল কিন্তু তাহাতে কটাক্ষ ছিল না, দৃষ্টি চঞ্চল—সে নিজ সামগ্রী অন্বেষণের জন্য—সে সামগ্রী কি? একটি মনোময়ী বিহঙ্গিনী, অযত্নে প্রণয় পিঞ্জরের দ্বার ভাঙ্গিয়া পলাইয়াছে এই কারণে তিনি ভিক্ষাচ্ছলে সকল গৃহস্থের বাটীতে বাটীতে ছদ্ম বেশে সন্ধান করিতেন, কিন্তু এতদিন তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, উপস্থিত গৃহস্থদ্বারে দাঁড়াইবার আরও একটু কারণ আছে। তিনি এখন সন্ন্যাসী হইয়াও গৃহীর ন্যায় নিরাশ্রয়া কুমারীর স্নেহ সূত্রে আবদ্ধ; তাহারই রক্ষণাবেক্ষণে, পিতৃমাতৃ-অনুসন্ধানের ভারগ্রস্ত। এক্ষণে সন্যাসী সেই গৃহস্থের বহির্দ্বারে এক ব্যক্তিকে রোদন পরায়ণ দেখিয়া উৎসুক মনে, কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে সন্ন্যাসীকে দেখিয়া ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক কহিল—"আমার দুর্ভাগ্যের কথা আর কি বলিব! আমি এত দিন যাঁহার নিকটে

নিশ্চিন্ত ভাবে কাল কাটাইতে ছিলাম, অদ্য দশ দিন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।"

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি তাঁর কে।"

"আমি তাঁর দাস।"

"তোমার নাম কি?"

"আজ্ঞে, আমার নাম দয়ারাম।"

সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ পরে বলিলেন—"তোমার প্রভুর মৃত্যু কি প্রকারে হইল?"

"সে কথা আর কি বলিব, তিনি এই (অঙ্গুলী প্রদর্শন) তাঁহার মামার বাড়িতে আসিয়াছিলেন, এই খানেই এক মাত্র কন্যা শোকে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন।"

"কন্যা শোক কি প্রকার?"

"তিনি এই মামার বাড়ি আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পরিবারও বাপের বাড়ি হইতে কন্যা সমভিব্যাহারে আসিতে ছিলেন, এমন সময় পথে দস্যু আসিয়া উপদ্রব করে, তাঁহার পরিবার সেখান হইতে পলাইয়া এসেছেন, কিন্তু তাঁহার একটি মাত্র বার বছরের মেয়ে, সে যে কোথায় গেল, এত দিন তাহার কোন সন্ধান পাইলেন না; সেই ভাবনা ভেবে ভেবেই আমার বাবুর প্রাণ বাহির হইয়াছে।"

দয়ারাম এই বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী বৃত্তান্ত শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, এবং দয়ারামকে সান্ত্বনা বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কন্যার মা এক্ষণে কোথায়?"

দয়ারাম।—“এই বাটীতেই।”

সন্ন্যাসী গমনোন্মুখ হইয়া দয়ারামকে কহিলেন “তুমি আমার সহিত আইস।” সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ দয়ারাম চলিল, কিছুদূর গিয়া কহিল—“প্রভো! আর কতদূর যাইব?” সন্ন্যাসী কহিলেন—“আর বেশি নাই, ঐ বন দেখা যাইতেছে।” দয়ারাম সভয়ে কহিল,—“ঐ বনে যাইতে হইবে নাকি?”

সন্ন্যাসী—“হাঁ, ঐ বনে তোমাদের কিরণমালা আছেন।”

দয়ারাম সাহ্লাদে বলিয়া উঠিল—“অ্যাঁ! সত্যি, সত্যি!! কৈ কোথা?”

সন্ন্যাসী কহিলেন—“ঐ স্থানে আছেন, কিন্তু এ স্থানে তাঁহার পিতার মৃত্যু সংবাদ বলিও না।”

দয়ারাম—“না।”

ক্রমে উভয়ে বনের ভিতর প্রবেশ করিলেন, সন্ন্যাসী কুটীরের নিকট গিয়া কহিলেন—“বৎসে! কিরণমালে! বাহিরে আইস।” কিরণমালা বাহিরে আসিয়া সম্মুখে দয়ারামকে দেখিতে পাইলেন, এত দিন স্বজন বিরহিতা বনবাসিনী ছিলেন, এক্ষণে পিতৃভৃত্যকে দেখিয়া, তাহার দুঃখ সিন্ধু উথলিয়া উঠিল,—সজল নয়নে গদ্ গদ্ বচনে কহিলেন—“এত দিন তোমরা আমার খোঁজ লও নাই—”বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—“দয়ারাম মা কোথা? তাঁর খবর ত পাইয়াছ? তিনি ভাল আছেন?”

দয়ারাম স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, কোন উত্তর দিতে

পারিল না। তাহার শোকসিন্ধু উথলিল, ভাবিল, এত দিন সন্ধান জানিলে প্রভু মরিতেন না।

কিরণমালা—উত্তর না পাইয়া ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দয়ারাম! মার সন্ধান কি পাও নাই? বল না, বাবা কি বাটী আসেন নাই!"

দয়ারাম কহিল—"তোমার মা ভাল আছেন, তোমার জন্য কাতর হইয়াছেন, চল তোমাকে লইয়া যাই, তাঁহারা নন্দ বাটীতে আছেন।"

কিরণমালা আর কোন কথা না কহিয়া ব্যগ্রভাবে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করত বিনয় নম্র বচনে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। সন্ন্যাসীও আনন্দে "মাতৃসদনে গমন করিয়া চির সুখী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কিরণমালা দয়ারামের সহিত যাত্রা করিলেন, যাত্রাকালীন তাঁহার দক্ষিণ নয়ন স্পন্দিত হইতে লাগিল, কিরণমালা 'কতক্ষণে পিতামাতাকে দেখিবেন ইহাই ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিষময় সুখ—বিষম অত্যাচার।

"গ্রাবা রোদিত্যাপি দলতি বজ্রস্য হৃদয়ম্॥"

কাল! তুমি কাহারও স্নেহ মমতার বশম্বদ নহ, কাহারও প্রণয়াধীন নহ, জগজ্জনের জীবন সম্বন্ধীয় যে কোন সুঘটনা বা কুঘটনা হউক না কেন, তুমি আপন মনে এক ভাবে চলিয়া যাও,—অভাগা—ভাগ্যবান্ কাহার অপেক্ষা কর না।

অদ্য কএক মাস হইল, বিভাবতীকে পতিশোকে বিসর্জন দিয়াছ। "কঃ কালস্য ভুজমান্তরং" কালের হাত কে এড়াইতে পারে? এক্ষণে কাল! কাহারে কবলিত করিবে? বুঝিয়াছি সেই শোক সন্তপ্ত হৃদয়া নিঃসহায়া স্বামীহীনা বিভাবতীকে, তাহা কর, ক্ষতি নাই শোকাতুরের মৃত্যুই মঙ্গল, সুখ ভিন্ন দুঃখ নহে।

পাঠিকা! আর কিরণমালার মাতৃবিয়োগ দেখিবে কি? যদি দেখ ত চল ঐ নরেশ বাবুর অন্তঃপুরে। আহা! ঐ যে কাল-শয্যাশায়িনী মহানিদ্রা যাইবার উপক্রম করিতেছেন, ঐ দেখ, কিরণমালা মাতৃপদমূলে বিলুণ্ঠিতা,—অবলা দ্বাদশ বর্ষীয়া হইয়াও অদ্যাপি সুখের মুখ দেখিতে পাইল না দুঃখই

একমাত্র তাহার সঙ্গী।—এতদিন পিতৃশোকে সকাতরা, আবার মাতৃহীনা হইল।

বেলা প্রায় দুই প্রহর অতীত, বিভাবতীর তখন ও জীবন বহির্গত হয় নাই কেবল মৃত্যু যন্ত্রণা হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। বিভাবতী নিজগুণে সকলের প্রিয়বাদিনী ছিলেন;—এজন্য তাঁহার মরণে সকলেই দুঃখিতা হইয়া অশ্রুজল মার্জ্জন করিতে করিতে স্ব স্ব ভবনে গমন করিল।

পথে দুইজন নারী অনুচ্চস্বরে এই কথা বলিতে বলিতে যাইতেছিল।

প্রথমা।—"আহা! এক দিনের মধ্যে এমন কি রোগ হলো ভাই?"

দ্বিতীয়া।—"হাঁ, তাহা বুঝি জাননা, তুমি জান রোগ কিন্তু রোগ নয়।"

প্রথমা।—"(সবিস্ময়ে) তবে সেকি? রোগ নয় তবে কি?"

দ্বিতীয়া—"কি আর, উপেন্দ্রবাবুর কল কাটি—নরেশ বিষ খাইয়েছে।"

প্র।—" সে কি! ওমা বলিস্ কি! সত্যি নাকি।"

দ্বি।—" সত্যি না ত কি মিথ্যা, দেখিস্ যেন কেউ শুনেনা।"

প্র।—"না তা ভয় নাই, তুমি ভাই বিশেষ করে বলনা।"

দ্বি।—"কি বল্‌ব উপেন্ বাবুর, কিরণমালাকে বিয়ে কর্ত্তে বড় ইচ্ছা, তা জানিনে ভাই, নরেশকে নাকি লোভ দেখিয়ে

বিষ দিতে টিপে দিয়েছে—নরেশ ত ঐ চায়—যেই দেখেচে একটু জ্বর হয়েছে অমনি অষুধ বলে বিষ দিয়েছে।"

প্র।—"ও বাবা! কি নিষ্ঠুর! অ্যাঁ! স্ত্রী হত্যা করিল! তা কিরণের মা বুঝি সম্মত ছিল না।"

দ্বি।—"না, সতিনের উপর মেয়ের বিয়ে দিতে কে সম্মত হয়?"

প্র।—"আহা! বিষের যন্ত্রণা, তাই অমন করে ছট্‌ফট্ কচ্ছিল গো, দেখলে বুক ফেটে যায়। আহা! সে যাতনা দেখ্‌লে বজ্রের ন্যায় হৃদয় ও গলিয়া যায়; কিন্তু এমনি ধনলোভে অন্ধ যে এক বার ফিরিয়া চাহিল না।"

হে ধন! ধন্য তুই!
ধন্য তুমি এজগতে ধন্য ওরে টাকা!
তোমাতে গুমান ভারি, ইতরেও ছত্র ধারী,
তোমা হ'তে বুদ্ধি মান, তোমাতেই ভেকা।
তুমি সর্ব্ব দোষ হর, নির্গুণেও গুণীকর
ভূলোক পালক, ধন! দোষ গুণে ঢাকা,
"হায় রে টাকা!!"

অতএব তুমিই ধন্য! তুমি কখন যে কোন ভাবে মানব গণকে নাচাও তাহার কিছুই স্থির নাই, কখন কত উৎকৃষ্ট কার্য্যে মন্ত্রণা দিয়া যশ মান্যে পরিচিত কর, আবার কোন২ সময়ে বিষম নিকৃষ্ট কর্ম্মে লওয়াইয়া পাপপঙ্কে প্রোথিত কর, তোমা হইতেই মানব চেতন—অচেতন হয়। যেমন কোন

সাধুহৃদয় নবনীত অপেক্ষা ও কোমল, সর্ব্বদা পর দুঃখে দ্রব হয়, আবার কোন২ ব্যক্তির হৃদয় শিলা অপেক্ষাও কঠিন, দয়ার লেশ মাত্র ও নাই। যে হৃদয় আজ বিভাবতীকে বিষ-দান করিতে মন্ত্রণা দিয়া বিষম অত্যাচারে প্রবৃত্ত করাইল, যে বজ্র হৃদয় সে কাতর রোদনে গলিল না, সেই পামর নরেশের হৃদয়কে ধিক্‌কার দিয়া পাঠক গণ কুসঙ্গ ত্যাগ করিতে যত্নবান হউন॥

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—**—

আশা অঙ্কুরিত।

"অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈ
রনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসং।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিবচ তদ্রূপমনঘম্
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ।"

আজ প্রায় ২ বৎসর হইল কিরণমালার পিতামাতার মৃত্যু হইয়াছে। এবং সেই অবধি কিরণমালা নরেশের গৃহে

সুভাষিনীর নিকট রাহিয়াছেন। সুভাষিনী ও পুত্র কন্যা না থাকায় কিরণমালাকে আপন কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন্। কিরণমালার যখন পিতা মাতার মৃত্যু হয়, তখন তাহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর, এখন চতুর্দ্দশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। যদি ও দুঃখে ক্লেশে মনের কষ্টে মলিনা হইয়াছেন তথাপি সৌন্দর্য্য যৌবনের প্রারম্ভে বাল্যাবস্থা অপেক্ষা অধিকতর বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহার আর আশ্চর্য্য কি। কিরণমালা সুন্দরী কিন্তু কটা সুন্দরী নহেন। আমরা যাহাকে উজ্জল শ্যামবর্ণ বলি, কিরণমালার সেই বর্ণ—সুকুমার গঠন—সহাস্য বদন—শান্ত প্রকৃতি—মুখোশোভা অতুল বলিব না, কিন্তু তুলনা অল্প মেলে। যে মুখের সৌন্দর্য্য নয়নকে আকর্ষণ করে—দেখিলেই প্রীতি জন্মায়, সহস্রবার দেখিলেও আবার দেখিবার জন্য মন ব্যাকুলিত হয়—এ সেই মুখ, যে মুখ দেখিলে বৃদ্ধের স্নেহ জন্মায়, যুবার অনুরাগ জন্মায়, বালকের ভক্তি জন্মায়, এ সেই মুখ। মেঘাচ্ছন্ন দিবসে শতদল সূর্য্যের উদয়ে যেমন ঈষৎ প্রস্ফুটিত ও মুদিত হয়। সেইরূপ যৌবনের প্রারম্ভে কিরণমালার মুখপদ্ম ঈশৎ বিকশিত;—দৃষ্টি মধুর, সলজ্জ ভাবে পূর্ণ—বাক্য অমৃতময় বিনয় পূর্ণ—হাস্য মৃদু—চলন ধীর—স্বভাব সরল। কিরণমালা যেমন সুন্দরী তেমনি গুণবতী ছিলেন। লেখা পড়ায়, শিল্প কার্য্যে তাঁহার একান্ত আসক্তি ছিল; এত দুঃখে পরের গৃহে থাকিয়াও তিনি শিল্প ও লেখাপড়া উত্তমরূপ শিখিয়া ছিলেন। সে বৎসর

মুখুয্যেদের কুমুদ ও প্রমদার বিবাহের সময় এমন এক খানি কারপেটের আসন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যে তাহা দেখিয়া সমস্ত লোকেই চমৎকৃত হইয়াছিল। সাংসারিক কার্য্যে ও বিশেষ নিপুণ ছিলেন। ফলতঃ বলিতে কি কিরণমালার ন্যায় রূপে গুণে সুন্দরী রমণী অতি বিরল।

পাঠিকা! মুখ অমন করিয়া ফিরাইলে কেন? ও আবার কি? হাস্‌লে যে? যাইও না বলিয়া যাও কেন হাসিলে আমি কি কিরণমালার রূপ গুণের মিথ্যা পরিচয় দিলাম। আবার ওকি? কানাকানি করিতেছ কেন? স্পষ্ট করিয়া বলনা। কি বলিলে? কিরণমালা এত সুন্দরী এত গুনবতী তবে চতুর্দ্দশ বৎসর অবধি অবিবাহিতা কেন? কি করে বলিব প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। তাহা বলিয়া মনে করিও না যে আমার কিরণমালা সুন্দরী নহেন।

এক দিন বেলা ৩টার সময় সুভাষিণী তাহার গৃহে বসিয়া কতিপয় প্রতিবাসিনী দিগের সহিত গল্প করিতেছেন এমন সময় তাঁহার দাসী আসিয়া বলিল—"মাঠাকুরাণি! আপনার ভাই শরৎবাবু আসিয়াছেন। নীচে দাঁড়াইয়া আছেন।"

সুভাষিনী তখনই নীচে যাইয়া শরৎচন্দ্রকে বিশেষ সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া উপরে লইয়া আসিলেন॥

শরৎ।—"দিদি, তোমাকে মাতুল মহাশয় অবশ্য অবশ্য যাইতে বলিয়াছেন।'

সুভাষিণী।—"কেন? বাড়ির সকলে ভাল আছেন ত? বাবা ভাল আছেন?"

শরৎ।—"হাঁ, সকলে ভাল আছেন। অনেকদিন তোমাকে দেখেন নাই বলিয়া তাই যাইতে বলিয়াছেন।"

সুভাষিণী।—"তবে কবে যাইবার দিন স্থির করা হইয়াছে?"

শরৎ।—"এই মাসের ২৫শে দিন ভাল আছে। সেইদিন পাল্‌কি বেহারা আসিবে।"

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় কিরণমালা এক হাতে একখানি গামছা এবং অপর হাতে একখানি সাবান্‌ লইয়া সেই ঘরে উপস্থিত হইলেন। সুভাষিণী কিরণমালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরণ! তুমি কি কাপড় কাচিতে যাইতেছ?"

কিরণ।—"হাঁ, তুমি কি যাইবে না, বেলা যে গিয়েছে।"

সুভাষিণী।—"হাঁ, যাব একটু বস।"

কিরণমালা গামছা খানি মুখে দিয়া সুভাষিনীর এক পার্শ্বে শরতের সম্মুখে অবনতমুখী হইয়া বসিলেন।

শরতচন্দ্র কিরণমালাকে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। কিরণমালাকে ইহার পূর্ব্বে একবার দেখিয়াছিলেন। তখন একরূপ দেখিয়াছিলেন এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিলেন। তখন কিরণমালা বালিকা মাত্র ছিলেন। এখন যৌবনের প্রারম্ভে মুখপদ্ম সরস প্রস্ফুটিত—নয়নদ্বয় শোকে, দুঃখে

মলিন ছিল। এখন তাহা বিস্ফারিত—দৃষ্টি যাহা পৃথিবীকে শূণ্যময় বোধ করিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতে ছিল এখন তাহা সরলতা মধুরতা ব্যঞ্জক! শরৎচন্দ্র কিরণমাল্যর মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া সুভাষিণীর নিকট হইতে বিদায়-লইলেন।

একটী রমণী মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া শরৎচন্দ্র গৃহে আসিলেন, তাঁহার প্রথম ভাবনা কিরণমালাকে দেখিয়া তাঁহার মন এত অস্থির হইল কেন? নয়ন কিরণমালাকে দেখিবার জন্য এত উৎসুক কেন? হৃদয় কিরণমালাকে আনিয়া হৃদয় মধ্যে প্রিয়তম আসনে বসাইবার জন্য এত লালায়িত কেন? পরিশেষে চির ঘৃণিত বিবাহ করিবার ইচ্ছা এত বলবতী হইল কেন?—"একটী রমণী দেখিয়া পাগল হইলাম—" বলিয়া শরচ্চন্দ্র নিজের পড়িবার ঘরে একখানি কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিলেন, সম্মুখে নানাবিধ পুস্তক ছড়ান রহিয়াছে, একবার এখানি, একবার ওখানি করিয়া সমস্ত পুস্তক গুলি দেখিলেন; কিন্তু একখানি ও ভাল লাগিল না। পরিশেষে বাটীর সম্মুখস্থিত উদ্যানে, বেড়াইতে যাইলেন, তথায় মনের অস্থিরতা যাইল না। গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। বাড়ির চাকর ঘরে আলো দিয়া গেল। শরচ্চন্দ্র একখানি পালঙ্কের উপর বসিলেন, এমন সময়ে তাঁহার বন্ধু ললিতমোহন আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ললিত।—"কি হে শরত! একাকী এখানে বসিয়া কি ভাবিতেছ? ভগ্নির বাড়ি হইতে কবে আসিলে?

শরত।—"আজ ৪।৫ দিন হইল অসিয়াছি।"

ললিত।—"৪।৫ দিন হইল আসিয়াছ, কৈ আমিত তাহার কিছুই জানিনা। তোমার ভগ্নি আসিয়াছেন?"

শরত।—"না, কল্য আসিবেন।"

ললিত।—"তোমাকে আজ এত বিমর্ষ দেখিতেছি কেন?

শরত।—"বিমর্ষ কি? আমি কবেই বা আনন্দিত থাকি? বিধাতা আমাকে চির দিনের জন্য দুঃখী করিয়াছেন।"

ললিত।—"এইবার তোমাকে সুখী করিবেন। তোমার মাতুল মহাশয়ের নিকট শুনিলাম, তোমার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে।"

শরত।—"আমি কি বিবাহের জন্য পাগল হইয়াছি। আমার যদি বিবাহ করিবার ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে এতদিন বিবাহ করিতাম।"

ললিত।—"কেন বিবাহে দোষ কি?"

শরত।—"বিবাহে দোষ কি গুণ কি তাহা বলিতেছি না। আমাদিগের বিবাহ না করাই উচিত।"

ললিত।—"কেন?"

শরত।—"যখন আমাদিগের বিবাহে স্বাধীনতা নাই। তখন আমাদিগের বিবাহ কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। যাহাকে লইয়া চিরজীবন কাটাইতে হইবে তাহাকে বিবাহের পূর্ব্বে দেখিবার যো পর্য্যন্ত নাই, আরও আমাদিগের স্ত্রীলোক

দিগের এত অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া হয় যে, তখন বিবাহ কাহাকে বলে জানেনা।”

ললিত।—“সে যাহা হউক, তুমি এখন বিবাহ করিবে কি না?”

শরত।—“আমি ত বিবাহ করিব না পূর্ব্বে বলিয়াছি—তবে—যদি—কি—র—”এই দুইটি অক্ষর বলিয়াই শরচ্চন্দ্র মনের ভাব গোপন করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। ললিত শরতচন্দ্রকে মনের ভাব গোপন করিতে দেখিয়া হাস্য বদনে কহিলেন—“শরত! আমি বড় দুঃখিত হইলাম যে তুমি আমার নিকট মনের ভাব গোপন করিলে।”

শরত কিঞ্চিৎ লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—“আমি তোমার নিকট মনের ভাব গোপন করি নাই।”

ললিত।—“গোপন কর নাই, ভালই কিন্তু যদি করিয়া থাক তাহা হইলে বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করা হয় নাই।”

শরৎচন্দ্র ললিতের কথা শুনিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। কিরণ মালার বিষয় আনুপূর্ব্বিক বলিলেন, এবং কিরণমালা কল্য এবাটীতে আসিবেন তাহাও বলিলেন। ললিত মোহন বলিলেন “তবে আর ভাবনা কি? কনে নিজেই তোমার বাড়িতে আসিতেছেন।”

শরৎ।—“তুমি কনে কনে বলিতেছ আমার সহিত কি তাহার বিবাহ হইবে”?

ললিত।—“হবেনা কেন, তোমার সহিত বিবাহ দিবার

জন্য বোধ হয় তোমার ভগিনী তাহাকে এখানে আনিতেছেন। আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ বিবাহ হবে।"

এই রূপে কথোপকথনে রাত্রি অধিক হইল; ললিত মোহন বিদায় লইলেন। শরৎচন্দ্র শয়ন করিলেন। শয়ন করিলেন বটে কিন্তু নিদ্রা হইল না—হৃদয়ে চিন্তার লহরি বেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কখন নৈরাশ্যের বায়ু হৃদয়ে প্রবাহিত—কখন আশার প্রদীপ হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত,—কখন কিরণমালার সহিত বিবাহ হইয়াছে, তাহার সহিত কথোপকথন হইতেছে—কখন বা কিরণ মালা—অন্যের হস্তে পতিত হইয়াছেন এবং সতৃষ্ণ নয়নে অনুরাগ ভরে শরৎচন্দ্রের দিকে তাকাইতেছেন এবং বলিতেছেন—"ছিলাম তোমারই আমি, তুমিই আমার স্বামী, ফিরে জন্মে প্রাণনাথ! পাই যেন তোমারে"। এরূপ নানাবিধ ভাবনায় যামিনী প্রভাত হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

——**——

শ্মশানে।

" কালমূলমিদং সর্ব্বং ভাবাভাবৌ সুখাসুখে।
কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ।
কালঃসুপ্তেষু জাগর্তি কালোহি দুরতিক্রমঃ।"

রাত্রি প্রায় এক প্রহর,—অমাবস্যার প্রগাঢ় তিমিরে নিজ শরীর দৃষ্টি গোচর হয় না, রজনী বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিল, জগত সশঙ্কিত—তাহে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে—এসময়ে প্রাণী মাত্রও অনাশ্রিত নাই,—সকলেই নিজ নিজ গৃহে, কুটিরে, পশু সকল গিরি-গহ্বরে, পক্ষীগণ লতা মণ্ডপে, তরু শাখায় আশ্রয় লইয়াছে, কেবল মর্ম্মবেদনা যাহার হৃদয়, যাবজ্জীবনের জন্য অধিকার করিয়াছে,—বার বার গত সূচনার মন্থন দণ্ডে দুঃখার্ণব মন্থনে ধিক্‌কার গরলোত্থিত হইয়া জীবন সন্তাপিত করিতেছে—সেই ব্যক্তি আশ্রয়হীন হইয়া, নগরে, পথে, পর্ব্বতে, শ্মশানে দিবা রাত্র ভ্রমণ করিতেছেন—তাহারই চরণ অবিশ্রান্ত চলিতেছে—কোন পথ নির্ণয় নাই,—আপন মনে চলিতেছেন—ইতি মধ্যে পথিক পথ-পার্শ্বে একটি মনুষ্য কণ্ঠস্বর শুনিতে

পাইলেন, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দৃষ্টি হইতেছে না,—পুনর্ব্বার "উঃ!!" এই শব্দটি পথিকের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, পথিক দাঁড়াইলেন, বালিকা কণ্ঠে বলিল—"মা!" আমাদিগের অপেক্ষা যাহারা গরিব, তাহারা কি গায়ে দিয়া শীত নিবারণ করে?" অপর স্ত্রী কণ্ঠে উত্তর করিল, "মা! আমাদের মতই বা কে এমন চিরদুঃখিনী আছে! তবে নাই বলিতে পারিনা, জগতে এমন কোন বিষয় বা বস্তু নাই, যাহার উচ্চ নীচ নাই; আমরা ছিন্ন বস্ত্র গাত্রে দিয়া আছি, আমাদের অপেক্ষা যাহারা দুঃখী, তাহারা অনাবৃত গায়ে শীত কষ্ট ভোগকরে।" এই বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নীরব হইল।

পথিক জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ রাত্রে কে গা তোমরা?" উত্তর নাই—

পুনশ্চ। "ভয় নাই আমি ও এক জন অনাশ্রয়, তোমরা কে?" (নিরুত্তর) পথিক উত্তর প্রত্যাশায় অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, উত্তর পাইলেন না, আবার চলিলেন—ক্রমে শ্মশান ভূমির নিকটবর্ত্তী,—এক এক খণ্ড মড়ার হাড় চরণে স্পর্শ হইতেছে, শৃগাল, কুক্কুরের চিৎকার শব্দে কর্ণে তালা লাগিতেছে—পথিক শ্মশান মধ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন অদূরে একটা শবদাহ হইতেছে—চুল্লির অগ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জলিতেছে; পবন শন্ শন্ শব্দে বহিতেছে, গঙ্গা কুল কুল রবে মানবগণের বৈরাগ্য ভাব উদ্দীপন করিতেছে—

এই অন্ধকারে গভীর রজনীতে পথিক নির্ভয়ে গিয়া উপবেশ করিলেন,—নীরবে গঙ্গার লহরী লীলা দর্শন করিতে লাগি লেন। এই সময়ে বামদিকে “মা গো, মা গো” রে রোদন ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল,—সেই দিকে চাহিয়া দেখি লেন একটি আলোক জলিতেছে—আর অর্দ্ধ জলমগ্ন খট্টা শায়িত একটি মৃত শরীর রহিয়াছে—তাহার নিকটে বসিয় একটি স্ত্রীলোক রোদন করিতেছে—একে ভীষণ তিমিরাবৃ ঘোরা যামিনী, তাহে শূন্য শ্মশান ভূমি—আরো ভয়ঙ্কর বে ধারণ করিয়া মৃত্যু শঙ্কা বৃদ্ধি করিতেছে—আর সেই ক্রন্দন ধ্বনি দশদিক ভেদ করিয়া মাতৃবিয়োগ জনিতশোকের পরিচয় দিতেছে পথিক শুনিতেছেন আর ভাবিতেছেন—“উঃ! পৃথিবী বি দুঃখের আধার!! এত দিনে বুঝিলাম এ জগতে সুখ নাই।’ এই ভাবিতে ভাবিতে হৃদয়ে দুঃখ-তরঙ্গ উঠিল—ক্রমে দুইটি—তিনটি—চারিটি—পাঁচটী হইয়া হৃদয়-কূলে প্রতিঘাত করিতে লাগিল; নয়ন হইতে সবেগে বাষ্প বারি বর্ষণ হইতে লাগিল, তখন অসহ্য চিন্তা বেগ—ধৈর্য্য অন্তরের অন্তর—মর্ম্ম ভেদ করিতে লাগিল,—“জীবন! এখনও এ কলুষিত হৃদয়ে বাস করিতে বাসনা কর?” এই কথা বারম্বার উচ্চারিত হইতে লাগিল; সে সময় পথিকের খেদোক্তি কে শুনিল? কে সে বিষাদাশ্রু মোচন করিল? কে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিল? গভীর রজনী, জন শূন্য শ্মশান ভূমি—বৈরাগ্য ভাব প্রদায়িনী শ্মশান ভূমি—তরঙ্গ হৃদয়া সুরধুনী,—হৃদয়ে বুদ্ধি, বিচার, ধৈর্য্য—

এই সকল পান্থ হৃদয়ে প্রবোধ প্রদান করিতে লাগিল। পথিক আবার অশ্রু মোচন করিলেন—ভাবিলেন—"এই অস্থিময় শ্মশান—কালে সকলকেই একবার এই স্থলে শায়ী হইতে হইবে, ধনী, মানী, বিদ্বান, বুদ্ধিবান, রূপবান, গুণবান,—সকলেরই গৌরব এই স্থানে লয় পাইবে—অন্ধকারময় জীবন—তার এত গর্ব্ব কেন? সুবঙ্কিম রেখা ভ্রূযুগল, মৃগাক্ষীর কটাক্ষ, বাক পটুতা—চতুর রসাভাস, কবিত্ব,—লালিত্ব,—মধুর কণ্ঠস্বর—সুকুমার নয়ন আকর্ষণকারী রূপ লাবণ্য—অদ্য যাহা দেখিতে সুন্দর—কল্য সেই অঙ্গ সৌষ্টব অঙ্গারাবশিষ্ট হইয়া কুদৃশ্য হইবে—অদ্য তুমি পণ্ডিত হইয়া মূর্খের সহিত বাক্যালাপ করিতেছ না—কল্য হয়ত সেই রূপ শত শত মূর্খের চিতা ভস্মের উপর তোমার দেহ ভস্মসাৎ হইবে। অদ্য তুমি সৎকার্য্য করিতেছ—পুণ্যবান বলিয়া লোকে যশঃ গান করিতেছে—পাপীর সংশ্রবে থাকিতে শঙ্কুচিত হইতেছ—পরশ্ব হয়ত মহা পাতকী অপেক্ষা মৃত্যু যাতনা তোমার হৃদয় ব্যথিত করিবে—অতএব পাপীর হৃদয়েও পুণ্যের সঞ্চার হইয়া থাকে। অসাবধানতা কাহার নাই? দোষহীন কোন্ মনুষ্য? কুদৃশ্যে মুদিত কাহার নয়ন? অনুক্তক্লিববচন কাহার রসনা? কুকর্ম্মে বিরত কাহার কর? দুর্ভাগ্য কাহাকে না আক্রমণ করে? অশ্রুহীন কাহার নয়ন? কুটিরেও রোদন আছে, অট্টালিকায়ও রোদন আছে—ঐ আজ যাহারে দেখিতেছ—বিপুল ঐশর্য্যশালিনী—স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা—দ্বারে দীনহীনা কাঙ্গালিনী,

এক মুষ্টি অন্ন প্রতাশায় দাঁড়াইয়া আছে—তাহার প্রতি ভ্রূক্ষে
নাই,—দাসদাসীর উপর হুকুম জারী, চলিতেছে—সুন্দর পতি
বিদ্বান পুত্র, অট্টালিকা ভবন, এই ভাবিয়াই গর্ব্বে গদ্ গদ—
কিন্তু ভাবিয়া দেখ নয়ন মুদিলে—এ সকল কোথায় রহিবে
সুন্দরি! পতি সোহাগিনী হও, বিদ্যাবতী হও, বুদ্ধিমতী হ
ধনিনী মানিনী সর্ব্ব সুখভোগিনী হও—রোদনের পথ রো
করিতে পারিবে না, দুঃখ কাহাকে না সন্তাপিত করে? অনুতা
কাহার হৃদয়ে নাই? চিন্তা কাহার অন্তরে নাই? ব্যা
কাহার শরীরকে না আক্রমণ করে? মৃত্যু কাহাকে ন
গ্রাস করে? কাষ্ঠ নির্ম্মিত চিতার কাহার দেহ না শায়ি
হইবে? মরিলে অগ্নি কাহার দেহ না ভস্ম করিবে? এ
দিন—এ শ্মশানে কাহাকে না আসিতে হবে? তবে
সংসারে কিসের গর্ব্ব! যখন সকল প্রাণীই কালের অধীন,—
কি রাজা, কি দরিদ্র, কি ধার্ম্মিক, কি অধার্ম্মিক,—তখন স্ব
নরকের প্রমাণ কোথা? মনুষ্য মনের দোষ গুণে ও নিজ নি
কর্ম্ম নিয়োগে সুখ দুঃখ ভোগ করে! পরের অনিষ্ঠ বাসনা
পাপ, আত্মগ্লানিই পাপের ভোগ—অসৎ সঙ্গই নরক, সজ্জ
সহবাস-সন্তোষই স্বর্গ! অন্য প্রকার পাপ পুণ্য ভোগাভো
নৈবিদ্য ভোজীদিগের প্ররচনা বাক্য মাত্র। তাহার যথা
প্রমাণ এই শ্মশান আর জাহ্নবীর হৃদয়—লক্ষকর দেখিতে
পাইবে—বীচিমালিনী জাহ্নবীর হৃদয়ে—প্রায় সকলকে
ভাসমান হইতে হইবে; এই পবিত্র সলিলে বিষ্ঠাও ভাসিতেছে

আবার দেবতা পূজ্য পুষ্পমালাও ভাসিতেছে—নানা জাতী পশু পক্ষীর ও মনুষ্যাদির মৃত দেহও ভাসিতেছে—কিন্তু এই পবিত্র বারি—ভুবন বিখ্যাত দেবতা-পূজ্য নরারাধ্য, চিরকাল অধমতারিণী পতিতপাবনী নামে বিদিত আছেন ও থাকিবেন। মহতের মহত্ব নির্ব্বোধ মনুষ্য কি জানিবে? পাপ পুণ্য কোথা? স্বর্গ নরক কোথা? অন্ধকারময় জঠর নরকে এক সময়ে সকল কেই বাস করিতে হইয়াছে। কি রাজাধিরাজ রামচন্দ্র, কি মহামুনি বেদব্যাস, কি তপোধন বাল্মীকী, কি কবিকুল রত্ন কালীদাস,—আমি, তুমি, পশু পক্ষী ইত্যাদি সকল কেই সেই মাতৃগর্ভে থাকিতে হইয়াছে। যেমন এক জাতীয় বীজ ভূমিরসের তারতম্যানুসারে সতেজ বা নিস্তেজ বৃক্ষ উৎপন্ন করে সেইরূপ বুদ্ধি প্রদীপে সুশিক্ষা তৈল দানে বিদ্যা-যশ-মান্যে উজ্জ্বল শিখায়—হৃদয়, গৃহ, দেশ বিদেশ আলোকিত করিবে। ধনির গৃহে কি মূর্খ নাই? দরিদ্রের গৃহে কি পণ্ডিত নাই? খুঁজিয়া দেখ, শত শত মিলিবে। পুস্তক অধ্যয়ন কর, বিদ্বান হইবে, ধর্ম্মালোচনা কর, ধার্ম্মিক হইবে,—নচেৎ নহে। তবে কেন আমরা প্রবাদ বাক্যের বশবর্ত্তী হইয়া সকলই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করি? যাহা দৃষ্ট হয় না, তাহার দোষ গুণ বর্ণনা করি? পাপ পুণ্য সুখদুঃখ মনের অধীন। অদৃষ্টের দোষারোপ বৃথা, তবে ললাট লিখন কি? ভৌতিক কারণে ও ইন্দ্রিয় ভোগে আমরা শোক দুঃখ ও পীড়া ভোগ করি—তবে কেন এদুঃখ ভার বহন করিয়া হৃদয়কে

সন্তাপিত করি ? এমন পুণ্য সলিলা সুরধুনী—
জাহ্নবী জলে আমি ঝাঁপদিয়া এ দুঃখের অবসান ক
সুখের তরঙ্গে ভাসি, আর প্রবাদ বাক্যের বশবর্ত্তী হই
হৃদয়ে দুঃখের ভার বাঁধিব না।”—এই ভাবিয়া গঙ্গ
ঝাঁপ দিবেন কৃতসংকল্প হইলেন, পাপ পুণ্য যে প্রবাদ বা
ইহাই তাহার মনে স্থির সিদ্ধান্ত। আর ভয় নাই—আ
মনে অভিমান আসিয়া কহিল—“ছি! ওকি! লোকে
বলিবে—কি জ্ঞানহীন, মূর্খ, আত্মঘাতী হইয়া মরিল।”
কি ভাল ? আবার বিচার আসিয়া কহিল—একটা ক
কি হইবে! শব্দে কি কখন পাপ পুণ্য স্পর্শ করে!—ন
এইরূপ নানামত ভাবিতে ভাবিতে মন ক্রমে বিচলিত হই
লাগিল। পথিক একবার উঠিলেন আবার বসিলেন, মনে ম
কতই চিন্তা করিলেন আবার ভাবিলেন—“দূর হউক, আমি
পাগল হইলাম ?” বিচার যেন বলিল “এ কর্ম্মক্ষেত্রে যাতনাবে
সকলই এরূপ উন্মাদাবস্থা প্রাপ্ত হয়; অতএব তুমি পাগল নহ
এইরূপে পথিকের মন আপনাপনি তর্ক করিতেছে, আপ
মীমাংসা করিতেছে ;—ভাবিতেছেন,—“সুখের পর দুঃখ অ
বটে—কিন্তু পরিমাণে ন্যূনাধিক আছে। ধন্য জগৎ স্র
কৌশল! বলিহারি যাই!! আমি একদিন রত্ন পা
সুখ ভোগ করিয়াছি—তাহার প্রতি ফল স্বরূপ এই অন্তরে
যাতনা! হৃদয় জ্বলিয়া যায়।” পথিক অধৈর্য্য হইয়া উচ্চৈঃস
এই বলিতে বলিতে গাত্রোত্থান করিলেন—“যাহা হউক,

আর না আর সহ্য হয় না এখন সন্তাপহারিনী জাহ্নবীর বিশাল বক্ষে আশ্রয় লইয়া এ যন্ত্রণার শান্ত করিব। সতী পতিব্রতার হৃদয়ে আমি যেরূপ গুরুতর বেদনা দিয়াছি; সজ্জন বন্ধু সত্যকুমারের সরল হৃদয়ে নিরাপরাধে যে অবিশ্বাস রূপ খড়্গাঘাৎ করিয়াছি—সেই পাপের প্রতিফল এই আত্ম হত্যা!—এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে লম্ফ দিয়া গঙ্গাজলে পড়িলেন। এমন সময় তাহার কর্ণ কুহরে এই শব্দ প্রবিষ্ট হইল।—"যদি পাপের প্রতিফল ফলে, তবে আবার প্রবাদকি? এত অধৈর্য্য—যে একেবারে আত্মহত্যা!!" পান্থ সবিস্ময়ে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, অন্ধ কারে কিছুই দৃষ্ট হইল না। অদৃষ্টব্যক্তি আবার কহিল—"এত যদি তবে অগ্রে বুঝা উচিৎছিল।" পথিক কণ্ঠস্বরে ব্যক্তি পরিচিত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। সে স্বর যেন তাঁহার অন্তরে বাজিয়া উঠিল। অদৃষ্ট ব্যক্তি পথিকের হস্ত ধরিয়া তীরে উঠাইলেন—কহিলেন—"বিজয়! ধৈর্য্য ধর" পথিক বহুদিনের পর বিজয় নামে সম্বোধন করিতে শুনিয়া তাঁহার পাদমূলে পতিত হইয়া গদ্‌গদ্ স্বরে কহিলেন—"সখে! সত্য কুমার! আমাকে ক্ষমা কর—আমি বড় পা—পা—ম—র—" বলিতে বালিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সত্যকুমার ব্যগ্রভাবে ডাকিতে লাগিলেন—"ও কি? বিজয়! বিজয়—বিজয়!!!—

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

দুঃখই মিত্র।

"উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্র বিপ্লবে।
রাজদ্বারে শ্মাশানে চ যস্তিষ্ঠতি সঃবান্ধবঃ॥"

এদিকে নিশা অবসান—চৈতন্যদায়িনী উষা ধীরে ধী
আগমন করিতেছেন। প্রাচী সতি আনন্দে মগ্না;—প্রক্
সুন্দরী কল্য অপরাহ্ণে যে মনোহর-বেশ বিন্যাসের পারিপা
ভাবুকের চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন,—রাত্রিবাসে যদি ও
শোভা নিষ্প্রভ,—তথাপি সে মাধুর্য্য অতুলনা। আমার ক্ষু
হৃদয় তাহা বর্ণনায় অক্ষম; অতএব এ ব্যক্তব্যে ক্ষান্ত দি
বিজয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

বিজয়কুমার রামনগর নিবাসী একজন ঐশ্বর্য্যশালী, সম্ভ্রা
ব্যক্তি, জাতিতে ব্রাহ্মণ,—সদ্‌বংশোদ্ভব,—সত্যকুমার ইহঁ
একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু।—মনুষ্যের অদৃষ্ট-চক্র নিয়ত সুখ দুঃ
পরিভ্রমণ করিতেছে—কখন যে কি ঘটনা হয়, তাহা বে
বলিতে পারেন না। সেই ঘটনা চক্রে বিজয়কুমার এতদি
গৃহত্যাগী,—সন্ন্যাসী—শ্মশান বাসী; ও এক্ষণে নিজের অবিমৃ
কারিতা দোষের পরিচয় দিয়া সকলকে উপদেশ দিবার জ

এত দিন পথে পথে সন্ন্যাসী নামে পরিচিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। এস্থলে যদি পাঠিকা ভগ্নি জিজ্ঞাসা করেন, যে, তিনি নিজে দোষী হইয়া পরকে কি উপদেশ দিবেন। তাহার উত্তর এই যে, কণ্টকময় পথগমনকারী যদি কণ্টকাকীর্ণ পথের বিষয় অপরকে না জ্ঞাত করান, তবে পশ্চাৎগামীর শরীর কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হয়; এই জন্য দোষী ব্যক্তিও উপদেশ প্রদান করিতে পারেন।

এক্ষণে বিজয়কুমারের চৈতন্য হইয়াছে—নয়ন উন্মীলন করিয়া ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে সত্যকুমার কহিলেন—"সখে! বিজয়! দেখ দেখি উষার কি মনোহারিণী মূর্ত্তি—গঙ্গা সলিলের কি অপূর্ব্ব—প্রশান্ত—শোভা! সকলেই প্রাতঃকৃত্য কার্য্যানুষ্ঠানে রত,—কত কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রাতঃস্নান করিতে আসিতেছেন—কত ইষ্ট নিষ্ট ব্যক্তি প্রাতঃসন্ধ্যা, দেব বন্দনাদি করিতেছেন,—সকল দেবালয়েই মাঙ্গল্য আরতীর শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি হইতেছে—এসময়ে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই সুখে জগদীশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতেছে; কিন্তু তুমি এ সময়ে আত্মহত্যা রূপ মহাপাতকে কেন নিমগ্ন হইতে উদ্যত হইয়াছিলে? এই যে গঙ্গার মনোহারিনী মূর্ত্তি,—এমন পবিত্র ভাব দেখিলে কাহার না সন্তাপিত হৃদয়ে শান্তি হয়? এ শোভা দর্শনে কাহার না মন পুলকিত হয়? উষাকালে জাহ্নবীর চিত্তবিনোদিনী শোভা যে না দেখিল, তাহার নয়ন বৃথা!"

বিজয়কুমার কহিলেন—" বন্ধো! সত্যকুমার! যাহা বলিলে সকলই সত্য—কিন্তু অধৈর্য্যকে আমি পরাস্ত করিতে পারক নাহি সেই জন্যই এত কষ্ট পাইতেছি, তবে যে আমার প্রতি ঈশ্বরের অনুকম্পা আছে, তাহা আমি এখন বুঝিলাম। কারণ সজ্জন বন্ধু জগতে অতি দুর্ল্লভ, তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটেনা, তাহাই আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। তবে সখে! আমি মূঢ়, তোমার বন্ধুত্ব অমূল্য রত্নের যত্ন করিতে পারি নাই, এজন্য আমি বিশেষ অনুতাপিত, ও তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থী। সখে! আমাকে ক্ষমা কর—" এই বলিয়া সত্যকুমারের যুগল কর ধারণ করিলেন।—সত্যকুমার কহিলেন—" বন্ধো! বিজয়! তুমি একা নহ,--উভয়েই উভয়ের নিকট ক্ষমনীয়; কারণ একের দোষে কখন এমন বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই।"

বিজয়।—" না সখে, তুমি নির্দোষী—এখন তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। আমি নরাধম, পাপিষ্ঠ, তাই তোমাকে নিরপরাধে অপমান করিয়াছি। তুমি যে কি নিধি, তাহা আমি জানিতে পারি নাই—বলিয়া বিধি তোমাধনে দিয়া ও বিড়ম্বনা করিলেন। জগতে সজ্জন বন্ধু,—সুস্ত্রী আর সদ্‌গুরু দুর্ল্লভ; সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটেনা। যিনি এই সংসারে সেই ধন পাইয়াছেন, তিনিই ধন্য এবং সুখী। আমি পাইয়াও বঞ্চিৎ হইয়াছি—আমি অলীক ঐশ্বর্য্যসুখে মত্ত হইয়া নারায়ণকে শীলাজ্ঞানে হতাদর করতঃ নিজ অমঙ্গল আহ্বান করিয়াছি। বুঝিলাম—" সম্পদঃ পদমাপদাম্ " সুখ শত্রু,

দুঃখ তাহা মিত্র ভাবে বলিয়া দিতেছে—যে সম্পদে, বিপদে সমান সুখ দুঃখ ভোগী সেই যথার্থ—বন্ধু।"

সত্যকুমার আপনার প্রশংসা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া কহিলেন "সখে, বিজয়! ও সকল কথা পরিত্যাগ কর, চল, আমারা গুরুদর্শনে গমন করি। তাঁহার অভয় মূর্ত্তি দর্শন করিলে, অনেক পরিমাণে মন সুস্থতা প্রাপ্ত হইবে।" উভয়েই গুরুদর্শন মানসে গাত্রোত্থান করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

—**—

সপত্নী দ্বেষ—ভগ্ন মন্দিরে।

" জয়ন্তি সূরয়ঃ সর্ব্বে ধর্ম্মোরক্ষতি ধার্ম্মিকং।"

রজনী তমসাচ্ছন্ন—নিস্তব্ধ, বন্যকীটের ঝিল্লীরব শ্রবণগতি রোধ করিতেছে। গ্রামের প্রান্তদেশে বন মধ্যে বহু কালের একটি ভগ্ন শিব মন্দির আছে। সুবর্ণপুর একটী গণ্ড

গ্রাম,—বহু সংখ্যক ভদ্র লোকের আবাস ভূমি। কিন্তু প্রা
জঙ্গল বেষ্টিত। নন্দবাটী হইতে ২ ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত
গ্রামে প্রবাদ আছে যে, তথায় ভূত, প্রেত, ব্রহ্মদৈ
প্রভৃতি বাস করে; এই নিমিত্ত ভয়ে কেহ সে স্থা
যায় না অথবা নিকট দিয়াও গমনাগমন করেনা। অদ্য কে
কার্য্যোপলক্ষে একব্যক্তি যুবা সেই স্থান দিয়া গমন করিত
ছিলেন। ইতিমধ্যে বোধ হইল কাহারা কি পরামর্শ করিতেছে
যুবা শ্রবণ মানসে পথিমধ্যে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইলেন। একজ
কহিল "দেখ্‌লেত আমি যা বলিয়াছিলাম সত্যি কি না ?"

অপর জন কহিল "তা আমি জানি, তাই জন্যই তো'কে ডাকা, কিন্তু একটা বিষয়ে বড় ভয় হচ্ছে।"

প্র।—"কি বিষয় আবার ভয় ?"

দ্বি।—"অন্য কিছু নয়, পাছে তিনি বলেন এরা কোথায় গিয়াছিলে ?"

প্র।—"তা তুমি বল্‌বে যে সুরমার কাছে ঔষধ আন্‌
গিয়াছিলাম ; তবে যদি বলেন, রাত্রে কেন ? তুমি বল্‌বে
শনিবার রাত্রে আন্‌তে হয় ; আজ শনিবার, তাই গিয়াছিলাম

দ্বি। "আচ্ছা (ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া) সুরম
ছুঁড়ি মর্‌বে ত ?"

প্র।—"মর্‌বে না! হুঁ বল কি? সে যে যায়
রেখে এসেছি, সদ্য যমের বাড়ি বল্লেও হয়। (সহাে
তা বেশ হয়েছে।"

ঝি। "যেমন আমার সুখের পথে কাঁটা দিবেন মনে করিয়াছিলেন, তেম্নি হয়েছে।"

প্র। "তা হয়েছে, ধর্ম্ম আছেন কি না? তা ত হবেই, আর আমি তোমার কত কালের দাসী, তোমার সতীন্ হবে তা কি আমি কখন দেখ্‌তে পাত্তুম্। বাপরে, প্রাণ থাক্‌তে না।"

আগন্তুক কণ্ঠস্বরে স্ত্রীলোক বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু তাহারা ক্রমে দূরগামিনী হইল। যুবা মন্দির উদ্দেশে যাইতে-ছেন, এমন সময় কোথা হইতে বিকটধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। যুবার হস্তে আলোক ছিল, তদ্দ্বারা চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না। মন মধ্যে কিঞ্চিৎ ভয়-সঞ্চার হইল; তাহাও অসম্ভব নহে; প্রথমত নিবিড় বন, দ্বিতীয়তঃ; তিমিরের ভীষণতা—কিছুই দৃষ্টি গোচর হয় না। রাত্রি অধিক হইয়াছে, এসকলই আশঙ্কার কারণ। তথাপি সাহসে ভর-করিয়া ক্রমে ক্রমে মন্দির সন্নিকটে যাইলেন। আবার একটি শব্দ হইল। শব্দটি অতি ভয়ানক, কোন মনুষ্যের কণ্ঠরোধ করিলে যেরূপ শব্দ হয়, সেইরূপ বোধ হইল। কিন্তু যুবা ভয়ের বশীভূত না হইয়া ধীরে ধীরে মন্দির-সোপানোপরি আরোহণ করিলেন, দেখিলেন, দ্বার উদ্‌ঘাটিত,—প্রবেশ করিয়া অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শন করিলেন। যুবা নিস্তব্ধ হইলেন—দেখিলেন। একজন জটা ধারিণী উপবিষ্টা, তাঁহার ক্রোড়ে একটি মৃতবৎ নারী শয়ানা, চক্ষুঃদ্বয় মুদিত—জিহ্বার

অগ্রভাগ বাহির হইয়া পড়িয়াছে—গলদেশে রজ্জু বাঁধা। আর মন্দিরের কোনে একটি চতুর্দশ কি পঞ্চদশ বর্ষিয়া বালিকা চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় উপবিষ্টা আছেন। বোধ হইল, আলোক পাইয়া নয়ন উন্মীলন করিল। ব্যাধ আহত মৃগশাবক যেমন পরিত্রাণ আশয়ে কোন পথিকের উপর সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, সেই রূপ চাহিয়া আছে। যুবা এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, ব্যস্ত সমস্তে মুমূর্ষার নিকটে যাইলেন, নাসিকায় হস্ত দিয়া দেখিলেন, এখনও শ্বাস বহিতেছে, গলার রশ্মি খুলিয়া দিলেন। ইতস্ততঃ অন্বেষণে দেখিলেন যে শিব পূজার মৃণ্ময় ঘটে—জল আছে সেই গঙ্গা জল তাহার সর্ব্বাঙ্গে সেচন করিতে লাগিলেন সরোদনা সন্ন্যাসিনী কিঞ্চিৎ আশ্বাসিতা হইলেন। ইনিই পূর্ব্ব দর্শিতা সন্ন্যাসিনী—শরচ্চন্দ্রের জননী। সন্ন্যাসিনী শরচ্চন্দ্রকে চিনিতে পারিলেন,—যুবার নাম শরচ্চন্দ্র। সন্ন্যাসিনী কাতর হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন—"হায়। মধুমূর্ত্তি তুমি কনিষ্ঠা হইয়াজ্যেষ্ঠার কোলে জীবন ত্যাগ করিবে আমি ইহা চক্ষে দেখিব। কখনই না। বাবা শরচ্চন্দ্র! তোমা এই স্নেহ শূন্যা পাপিনী জননীর অন্তিম কালে মুখে অগ্নি দান করিয়া পুত্রের কার্য্য করিও। আমি আর এজীবন রাখিব না এই বলিতে বলিতে ভূতলে পতিত হইলেন। শরচ্চ সজল নেত্রে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিত্রার্পিত প্রায় দাঁড়াইয় রহিলেন। তাহার যুগপৎ হরিষ ও বিষাদ উপস্থিত,—এ

দিনের পর অমুদ্দেশা জননীর সাক্ষাৎ পাইলেন, ইহা কত আনন্দের বিষয় কিন্তু বিপদ সে আনন্দের প্রতিবাদী, শরচ্চন্দ্র কি যে করিবেন কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। শেষে "বিপদি ধৈর্য্যম্" এই কথাটি স্মরণ করিয়া সুধীর শরচ্চন্দ্র, জননীর হস্ত ধরিয়া উঠাইয়া কহিলেন—মা! ধৈর্য্য ধরুন, উনি এখনও জীবিত আছেন, আপনার এ অধম সন্তান সাধ্যমতে মাসীমার জীবন রক্ষার্থে চেষ্টা করিবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র ও ত্রুটি হইবে না। সাবিত্রী শরচ্চন্দ্রের আশ্বাস বাক্য শুনিয়া কিঞ্চিৎ শান্ত হইলেন, পুত্রের শিরশ্চুম্বন করিলেন। শরচ্চন্দ্র সমূহ যত্ন সহকারে আত্মঘাতিনীর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। যখন দেখিলেন অনেক পরিমাণে জীবন পাইবার আশা হইল, তখন সকলকে বাটী লইয়া যাইবার জন্য উপক্রম করিতে লাগিলেন।

পাঠিকাকে এখন বালিকার পরিচয় দিতে পারিলাম না, কিন্তু আত্মঘাতিনীর পরিচয় দিব। সে কে? সে দুর্ভাগিনী মধুমতি। পোড়া লৌকিকের উৎকট উৎপীড়নে মধুমতি মরিতে আসিয়াছেন; তাই বলিয়া কি মরিতে পারিবে? তবে সে যত্নে স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন কেন? ধর্ম্ম কি তাহাকে রক্ষা করিবেন না? অবশ্যই করিবেন। ধর্ম্ম ত আর লৌকিকের বশীভূত নহেন। ধর্ম্ম আপনি আসিয়া তাহাকে রক্ষা করিলেন। যে ধর্ম্মকে রক্ষা করে, ধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করিবেনই। মধুমতি! তুমি নির্দ্দোষী কিন্তু নির্ব্বোধ, কারণ

অদ্য পাপীর কথায় অপমান বোধ করিয়া জীবন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ। যাহার যেরূপ স্বভাব, সে পরকেও সেই রূপ ভাবে; তাই বলিয়া কি সজ্জন তাহার কথায় আস্থা করিবে? কখনই না। প্রশংসা মহতে করুক, নিন্দা কুজনে করুক, অসতের মতানুযায়ী কার্য্য না করিলেই সে নিন্দা করিবে; অতএব দুষ্টের অপ্রিয় হওয়াই ভাল।

এক্ষণে মধুমতি! আর দোষগ্রাহী দুষ্টের কথায় অভিমান করো না, গুণ গ্রাহী মহতের আশ্রয় লও; মহতের অনেক গুণ যথা :— "দোষ দৃষ্টে তবু সংরাখেন গোপনে।
অদৃষ্ট তথাপি দুষ্ট রটায় যতনে॥"

মধুমতী রাত্রিতে যে মৃতবৎসা সুষমার সহিত বাটীর বাহিরে গমন করিয়া ছিলেন, সে দুষ্টা নিজের দোষ গোপন করিবার জন্য বলিয়াছে—"মধুমতী আমাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে। মধুমতী ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিত্য রাত্রে এই ভগ্ন মন্দিরে আসিতেন, লোকে এই গুপ্ত বিবরণ না জানিয়াই ভাবিত, হয়ত সে দুষ্টাভিপ্রায়ে যায়। অদ্য সেই ঘৃণায় মধুমতী মরিতে আসিয়াছিল, আসিবার কালীন শরচ্চন্দ্রকে বলিয়া আসিয়াছিল যে,—"তুমি ঐ শিবমন্দিরে যাইও তোমার মাতার সাক্ষাৎ পাইবে।" সেই জন্য শরচ্চন্দ্র আসিয়াছিলেন। এক্ষণে তিন জনকেই সমভিব্যাহারে ভবনাভিমুখে গমন করিলেন। সুবর্ণপুর শরচ্চন্দ্রের মাতুলালয়।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—**—

দয়ারাম দাসের গণনা।

" শস্যবৃক্ষ শুষ্ক প্রায় হ'লে হলজীবী,
হেরি ঘন ঘন, হয় আনন্দিত যথা।"

এদিকে সুভাষিণী অতিশয় চিন্তিতা, সপ্তম দিবস অতীত হইল, কিরণমালার অনুসন্ধান পাইলেন না। কিরণমালা কোথায় গেল, এই চিন্তাতেই অহোরাত্র নিবিষ্ট,—সে সুবিমল মুখকান্তি নাই—কাতরতা-কালিমা পড়িয়াছে; একবার ভাবিতেছেন,—হয়ত তাহাকে কেহ মারিয়া ফেলিয়াছে; নাহয় কেহ হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে—এই ভাবিতেছেন, আর নয়নজলে ভাসিতেছেন—শিরে করলগ্ন—অধিক রোদনে লোচনদ্বয় আরক্ত, কেশ রুক্ষ—অর্দ্ধ আলুলায়িত—পৃষ্ঠদেশে পতিত, মলিন বসন,—অধোমুখে বসিয়া আছেন। কিরণমালা সুভাষিণীর গর্ভজাতা কন্যা নহেন মাত্র নতুবা সমস্তই মাতার ন্যায়, স্নেহময়ী—লালন পালন রক্ষণাবেক্ষণ যত্ন কারিণী। যাহাহউক পাঠিকার স্মরণ থাকিতে পারে, সপ্তদশ পরিচ্ছেদে যে দুইজন

নারীকে কথোপকথন করিতে শুনিয়াছ, তাহার একজন সেই গ্রামের জমীদার উপেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়ের বনিতা নাম বিলাসিনী,—দাসী সঙ্গে পরামর্শ করিতেছিল। এক্ষণে সে গোপনীয় দ্বেষ প্রকাশ হইয়াছে,—উপেন্দ্র কুমার সকল জানিয়াছেন,—ক্রোধান্বিত হইয়া মাতৃসম্বোধনে ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল"—এত হিংসা! যে ভবিষ্যৎ ভাবিলে না, একজন নিরাশ্রয়া—দোষশূন্যা বালিকাকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত!! এখন দুশ্চারিণি! দেখ, পরের অনিষ্ট কামনা করিলে আপনার আগে হয়। তুমি যাহা ভাবিয়াছিলে, ঈশ্বর তাহার বিপরীত ভাবিয়াছেন। তাহার প্রত্যক্ষ ঐ দেখ কিরণমালা কেমন হাসিতেছে, তোমার মুখ খানি কেমন মলিন হইতেছে। কেন? নিজ কর্ম্ম দোষে।

শরচ্চন্দ্র এই সময়ে কিরণমালাকে পাল্কী করিয়া লইয়া ভগিনী সুভাষিনীর বাটীতে আসিতেছেন,--বাটীতে প্রবেশ কালীন দেখিলেন বহির্ব্বাটীতে কতক গুলি বালক বালিকা গোল করিতেছে, তাহাদের মধ্যস্থিত একব্যক্তি বিরক্তিভাবে বলিতেছে—"অ্যাঁ, ছোঁড়া গুল বড় ত্যক্ত কল্লে,—আমি যাহা গণিতে বসিলাম, তাহার কিছুই হইল না।" এই সময়ে একটি শিশু হাসিতে হাসিতে আসিয়া, বদ্ধমুষ্টি করিয়া উক্ত ব্যক্তিকে বলিল—"আচ্ছা, বল দেখি দয়ারাম হাতে কি?" দয়ারাম কিঞ্চিৎ গণিতে জানে বলিয়া কিরণমালার মঙ্গলামঙ্গল সংবাদ গণনা করিতেছিল। কিন্তু শিশু সকল মহা গোলযোগ

আরম্ভ করিয়াছে। কেহ হাসিতেছে, কেহ করতালি দিতেছে, কেহ বলিতেছে আমার হাত দেখ আমি কবে চাকরি করিব কেহ বলিতেছে আমার কতদিন আর পড়িতে হইবে, কেহ বলিতেছে কাল রাত্রে কি দিয়া ভাত খাইয়াছি বল ইত্যাদি। দয়ারাম দাস অগ্রে মুষ্টি-হস্ত শিশুকে শান্ত করিবার জন্য খড়ি-দিয়া দুর্য্যোধনের ঘর আঁকিল বিভীষণের ঘর আঁকিল, এঘরে ও ঘরে অঙ্গুলি দিয়া চুপে চুপে কি বলিল শেষে ভাবিয়া কহিল—"দ্রব্যটি গোলাকার, মধ্যস্থলে একটি ছিদ্র আছে—পাথর—রত্ন-বিশেষ। পরে বালককে কহিল "ও সুশীল তোমার হাতের ভিতর একখানা জাঁতা; ইহা শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল, সুশীল হাসিয়া কহিল "দূর্ পাগল—হাতের ভিতর কখন জাঁতা থাকে?" দয়ারাম বলিল "হাসিতেছ যে! তোমার হাতের ভিতর নিশ্চয় জাঁতা" তথায় একটি পঞ্চদশ বর্ষীয়া স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি রহস্য ব্যঞ্জক মৃদু হাসিয়া কহিলেন "নির্ব্বোধ! যদিও কিঞ্চিত বিদ্যা হইয়াছে বটে কিন্তু ঘটে বুদ্ধিনাই" বলিয়া সুশীলের হস্তের ভিতর হইতে একখানি চুনি লইয়া বলিলেন "এইটিই জাঁতা, এইটি যদি পাথর হইল—আবার রত্ন হইল এবং মধ্য স্থলে ছিদ্র আছে যখন বলিল তখন এটি চুনি এই আর বুঝিতে পারিলে না?" এমত সময়ে কিরণমালা পাল্‌কি হইতে অবতরণ করিলেন তদ্দর্শনে সকলেই আশ্চর্য্যভাবে আনন্দিত হইয়া "কি, কিরণমালা!" বলিয়া উঠিল। দয়ারামের আর আনন্দের

পরিসীমা নাই। তাহার সম্মুখে নিশাদিনী বসিয়া ছিলেন আহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন " এস এস আমাদের হৃদয়ের মালা কিরণমালা, তুমি কোথায় ছিলে দিদি ?

শরৎবাবু কিরণমালাকে কোথায় পাইলেন।" শরচ্চন্দ্র বলিলেন " লোকে রত্ন কোথায় পায় " নিশাদিনী বলিলেন " সমুদ্রের ভিতর আর বনে।" শরৎ বলিলেন—তবে তাহাই।

সুভাষিণী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কিরণমালাকে লইয়া গেলেন দয়ারাম কিরণমালা আসিতেছে শুনিয়া আহ্লাদে গণনা পরিত্যাগ করিয়া " কৈ কিরণ ? কৈ কিরণ ?"—বলিতে বলিতে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিল।

ঊনবিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

——**——

মনের কথা।

" ন হি প্রফুল্লং সহকারমেত্য বৃক্ষান্তরং কাঙ্ক্ষতিষট্পদালী

হয় ত অনেক পাঠক পাঠিকা মনে করিতে পারেন। শরচ্চন্দ্রের কিরণমালার প্রতি এত অনুরাগ হইল যে, শয়নে স্বপ্নে, কথোপকথনে কেবল কিরণমালা—কিরণমালা, কি

মালার কি শরতচন্দ্রের প্রতি কিছু মাত্র অনুরাগ নাই? আছে। অনুরাগ এমন জিনিষ নহে। কিরণমালাকে দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, কিরণমালা শরতচন্দ্রকে কতদূর ভালবাসেন। তবে রমণীর ভালবাসা গভীর—নিশব্দ ও অনন্ত, আর পুরুষের ভালবাসা চঞ্চল—ক্ষণস্থায়ী। রমণী হৃদয়ে ভাল বাসে, পুরুষ মুখে ভালবাসে, রমণী পুরুষের খেলনা—পুরুষ রমণীর জীবন সর্ব্বস্বধন। প্রচীন গ্রন্থ দেখ রমণীর অনুরাগ, রমণীর ভালবাসা কতদূর প্রগাঢ়। দময়ন্তী, সীতা, সাবিত্রী পতির প্রেমে আবদ্ধ হইয়া রাজভোগ সুখে জলাঞ্জলি দিয়া পতিসহ বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। আর নলরাজা, রামচন্দ্র সেই পতি-সোহাগিনী সতীদিগকে কি নিষ্ঠুর ভাবেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাই বলি রমণীর ভালবাসা, রমণীর প্রেম, রমণীর অনুরাগ অতুলনা—পবিত্র।

এক্ষণে পাঠিকা ভগিনি, এস একবার কিরণমালার সংবাদ লওয়া যাক। কিরণমালা এখন কি করিতেছেন, চল গিয়া দেখি। তিনি এখন একটি নির্জ্জন কক্ষে একাকিনী বসিয়া আছেন; তাঁহার করজলতায় গণ্ডদেশ ন্যস্ত—বদন অধোভাগে নত—কুটিল ভ্রূযুগল—মৃগনয়ন যেন কাহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী—দৃষ্টি চঞ্চল—ক্ষণে গৃহদ্বারে—ক্ষণে গবাক্ষে, ক্ষণে ক্ষিতিতলে—নিমেষ শূন্য—বিকশিত;—নাসা দীর্ঘ নিশ্বাসে রত,—নিবিড় কুঞ্চিত কেশ পাশ ঘন ঘন আলোড়িত করিতেছে; কেশ ভূমি বিলুণ্ঠিত। দেখিলেই স্পষ্ট বোধ হয়, তাঁহার চিত্ত যেন কোন গূঢ় চিন্তায়

নিমগ্ন—এক একবার চকিত ভাবে মনের ভাব গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু নয়ন তাহার বিপক্ষ, হৃদয়ের সমস্ত ভাব প্রকাশ করিতেছে। কিরণমালা! তুমি লুকাইবে কি? যদি লুকাও সে সামান্য লোকের কাছে। কবির—ভাবুক কবির—প্রেমিক কবির নিকট লুকাইতে পারিবে না। কারণ কবির লেখনীর কাছে কিছুই গোপন থাকে না। তোমার ঐ ঈষৎ বিস্ফারিত নয়ন ভঙ্গিমায় প্রকাশ পাইতেছে—তুমি প্রণয়—সুখ-সরসীর—আশা-তটে গিয়াছ। তাহাতেই এত চিন্তা—এত কৃশা—এত মলিনা; কিন্তু এ কিশোর বয়সে এ বিষম চিন্তা-বিপিনে ভ্রমিতে কেন এলে? আসিয়াছ আর ফিরিতে পারিবে না; যাও ধীরে ধীরে যাও—ক্রমে যাও দেখিবে, যতই যাও, ততই যাওয়া যায়, ইহার অন্তঃ নাই; ভ্রমণে সুখ নাই—শান্তিনাই—দুঃখময়—বিলাপপূর্ণ—প্রলোভন পূর্ণ; দেখিতেছ পথ কত চক্র বক্র; আশালতা তোমার চরণে ধরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইবার প্রতিবন্ধক হইবে। অতএব সাবধান, তুমি যে প্রেমামৃত ফলাভিলাষিণী হইয়া, প্রণয়-সুখ-তরু উদ্দেশে যাইতেছ সে তরুর মূলে মহা ভয়ঙ্কর বিচ্ছেদ-ভুজঙ্গ বাস করে তাহার বিষম দংশনে অদ্যাপিও কত কত লোক জ্বলিতেছে, তুমিও কি এই কিশোর বয়সে সেই বিষের জ্বালায় জ্বলিবে? জান না এ ভাল বাসা অমৃতে কত গরল?

এখনও কিরণমালা তদবস্থ। এমন সময় চিত্তমালা, সেই ঘরে আসিয়া কিরণমালাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

"ভাই! মনের কথা! কি ভাবিতেছ?" কিরণমালা সচকিতে কহিলেন—"কৈ, না, কিছুই ভাবি নাই।"

চিত্ত।—"ভাব নাই, তবে এক দৃষ্টে কি দেখিতেছিলে?"

কিরণমালা ঈষৎ হাস্য বদনে কহিলেন—"ঐ ফুলটি কেমন ফুটিয়াছে; তাই দেখিতে ছিলাম।"

চিত্তমালা ব্যঙ্গচ্ছলে কহিলেন—"তাই ত দেখি কৈ, কোন ফুলটি তোমার বিবাহের ফুল?"

কিরণ।—"(সলজ্জভাবে) তোমার কেবল ঐ কথা।"

চিত্তমালা—নরেশের পিস্‌তুতা ভগিনী—কিরণমালা সমবয়স্কা বলিয়া তাহার সহিত 'মনের কথা' পাতাইয়াছিল।

চিত্তমালা বলিল—"আচ্ছা, ভাই! বল দেখি, বৌ যে আমাদিগকে 'মনের কথা' পাতাইয়া দিয়াছেন; সে কেবল উভয়ে উভয়ের মনের কথা বলিবার জন্য; কিন্তু ভাই তুমি ত আমারি সাক্ষাতে কোন দিন কোন কথাই বল নাই।"

কিরণ।—"বলি—বৈ—কি।"

চিত্ত।—"কৈ বল?"

কিরণ মালা নীরবে নখ দিয়া ভূমে লিখিতে লাগিলেন।

চিত্তমালা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা ভাই! বল দেখি, কা'কে তুমি অধিক ভাল বাস?"

কিরণ।—"কা'কে আর ভাল—বাসি।"

চিত্ত।—"কেন তুমি কাহাকেও ভাল বাস না?"

কিরণ।—(মৃদুস্বরে) "বাসি—বৈ—কি।"

চিত্ত।—" তবে কাহাকে?"

কিরণ।—" কা—হা—কে —ও—না।"

চিত্ত।—"এটি ভাই ! তোমার মিথ্যা কথা।"

কিরণ।—(নিরুত্তর)

চিত্ত।—" তুমি কি কিছুই ভাল বাসনা? (ঈষৎ হাস্য মুখে) আর যদি আমি বলিতে পরি।"

কিরণ।—" কি?"

চিত্ত।—" কি বলিব? তুমি শরত ভালবাস।"

কিরণমালা অনেকক্ষণ তাহার মুখ প্রতি চাহিয়া রহিলেন পরে কিঞ্চিৎ রাগত ভাবে মৃদুহাস্যাননে কহিলেন—যাও ভাই তুমি বড়—।"

সুচতুরা চিত্তমালা বলিলেন—" না না, তা যা হ' আর তুমি বৌকেও ভাল বাস; তাত বাসিবেই, তিনি তোমা মার মত।" ক্ষণেক পরে—"ওকি? তুমি কাঁদিতেছ যে?

কিরণ।—" কৈ না।"

চিত্ত।—"হাঁ, কাঁদিতেছ বৈকি?"—বলিয়া অঞ্চল দি তাহার অশ্রুজল মুছাইয়া দিলেন। কিরণমালার নেত্রাস আরো শতধারে বহিতে লাগিল। পরে চিত্তমালা কহিলে " তবে আর কিছু বলিব না।"

কিরণ।—"কেন?"

চিত্ত।—"তুমি যে কাঁদ।"

কিরণ।—"কে জানে, ঐ কথা—টায়—কেমন—"

চিত্তমালা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি কথা ?"

কিরণ।—"ঐ কথা।"

চিত্তমালা বুঝিলেন যে, কিরণমালার কাছে 'মা' নাম করিলে তাহার কান্না পায়, এ ভাবিয়া তাহাকে অন্যমনা করিবার জন্য বলিলেন—'ভাই! মনের কথা! সে দিন যে উপেন্দ্র বাবুর বৌ তোমাকে ভাঙ্গা মন্দিরে লইয়া গিয়াছিল; সে কেমন ক'রে ?"

কিরণমালা কহিলেন—"সেই সে দিন, আমাকে জল খাওয়াইবে বলিয়া লইয়া গেল, তার পরে আমাকে যাহা খাইতে দিয়াছিল, তাহার পর আমার নেশা হয়। এখন বুঝিতে পারিতেছি তাহাতে কি মিশ্রিত ছিল, তাই অচৈতন্য হইয়াছিলাম। কি রূপে মন্দিরে গিয়াছিলাম, তাহা আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। এই বলিয়া কিরণমালা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

চিত্তমালা বলিলেন—"উঃ! পাপিনীর কি সাহস! একটুও ভয় হলো না। কি—সর্ব্বনাশ! পাপেরও কি ভয় নাই ?"

কিরণমালা বলিলেন।—"ভয় হবে কি ? আমার প্রাণ বধে তার আনন্দ হয়।"

চিত্তমালা।—"কি বলিলে? তোমার প্রাণ নাশে তার আনন্দ হয় ? সে দুষ্টা, দুশ্চারিনীর!"

কিরণমালা বলিলেন—"তাহার দোষ কি? আমারই অদৃষ্টের দোষ। বেশ ত তিনি যদি আমার উপর দ্বেষ করিয়া

সন্তুষ্ট হন ভালই।" কিরণমালা কোন পুস্তকে এই কবিতাটি পড়িয়াছিলেন, আবৃত্তি করিলেন।—

"মম নিন্দা করে যদি, কেহ হয় তুষ্ট।
আমিও তাহাতে তুষ্ট, কভু নহি রুষ্ট॥
শ্রম ব্যয় করে লোক তুষ্টি জন্য কত।
অমনি হইবে তুষ্ট আরো ভাল এত॥"

কেমন মনে পড়ে ত? চিত্তমালা প্রফুল্ল বদনে বলিলেন—"তুমি ধন্য! অন্যে কি ইহা মনে করিতে পারে?" কিরণমালা আপনার প্রশংসা শুনিয়া, লজ্জিত হইয়া সে কথা চাপা দিবার জন্য বলিলেন। হঁ্যা ভাই, সে ভিখারিণী কি নিত্য আসে?'

চিত্তমালা বলিলেন।—"কেন?"

কিরণ।—"না তাই বলছি; সে বেশ গায় না?"

চিত্ত।—"কেন তোমার কি বড় ভাল লাগিয়াছে?"

চিত্তমালা।—"হঁা, যা তোমাকে বলিতে আসিলাম, তাই কথায়২ ভুলিয়া গিয়াছি। শুনিলাম দাদা নাকি ঐ বিবাহ,—ঐ উপেন বাবুর সহিত—স্থির করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু ভাই যদিও তুমি রাজরাণী হইয়া স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হও, তথাপি এ পরিণয়ে সুখ নাই।" কিরণমালা শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে কহিলেন—"মা কি বলেন? (কিরণমালা সুভাষিণীকে মা বলিত) চিত্তমালা বলিলেন--তিনি প্রায় সম্মত।"

এমন সময় কক্ষান্তর হইতে কে ডাকিল, চিত্তমালা 'আসি' বলিয়া উঠিয়া গেল।

কিরণমালা একাকিনী নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন। এত দিন আশা ছিল, সে আশা কতবার স্বর্গ সুখ দেখাইয়া সন্তোষ-সলিলে ভাসাইয়াছিল। সে চিন্তা এখন অনেক দূরগামী—সেই আশাই এক্ষণে নৈরাশ্য রূপে তাহাকে পাতালগামিনী করিবার চেষ্টা করিতেছে। তথাপি কিরণমালা আশা সর্ব্ব-নাশীর বশীভূতা—আশাকে অন্তর ছাড়ে না—আশা অন্তরকে ছাড়ে না। এক একবার মৃত্যু যেন বলিতেছে—বৎসে! তোমার এ মনস্তাপ অপেক্ষা আমার কোমলকর ভাল, প্রলোভন প্রদর্শিনী আশা বলিতেছে ধৈর্য্য ধর, বাসনা পূর্ণ হবে। কিরণমালা আর উপায়ন্তর না দেখিয়া পরিশেষে প্রাণ ত্যাগই উপায়ন্তর স্থির করিলেন॥

বিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

——**——

পিতৃ অন্বেষণে।

"—কেন লোকে বিষময়মমৃতং ধর্ম্মনাশয়ে সৃষ্টং।"

হেমন্ত গিয়াছে—শীতের প্রাচুর্ভাব হইয়াছে—রজনী জ্যোৎস্নময়ী—আকাশে নীল জলদ-জালের মাঝে তারকারাজি পরিবেষ্টিত পূর্ণ শশি সুবিমল সিতকিরণে, সহস্র ধারে সুধা বিতরণ করিতেছেন। নীলাম্বুময়ী তরঙ্গিনী, বিশাল বক্ষেঃ অনন্ত হৃদয়নভোমণ্ডল সহিত অগণন নক্ষত্র মালা পরিশোভিত চন্দ্রকে ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব শোভা বৃদ্ধি করিতেছেন। ক্রমে যামিনী গভীরমূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। পথ, প্রান্তর, তট, ঘাট, জনবিহীন, কেবল একজন—একটি যুবা সোপানোপরি উপবিষ্ট—বাম করতলে গণ্ডন্যস্ত—স্থির নেত্রে উর্ম্মিমালিনী কল্লোলিনীর লহরী লীলা দেখিতেছেন, দুরন্ত শীত পড়িয়াছে; কিন্তু যুবকের অঙ্গাচ্ছাদন নাই—মস্তক হিমানীসিক্ত—শরীর কণ্টকিত, কিন্তু ললাটে বিন্দু বিন্দু শ্রমনীর দেখা দিতেছে। এ কি? শরতচন্দ্র ঘামিতেছ কেন? পাঠিকা! এখন

উত্তর-আশা পরিত্যাগ কর। যে উত্তর দিবে, তাহার হৃদয় শূন্য—চৈতন্য হীন, থাকিবে কিসে? এক প্রেমেই যে জগজ্জনের সর্ব্বনাশ করিয়াছে!! যে নয়ন এই মর্ত্তলোকে নন্দন কানন দেখিতেছিল, আবার এখন সেই নয়ন এই মর্ত্তে নাগ-নিবাস-ভূমি পাতাল পুরী দেখিতেছে। এখন চক্ষুঃ অন্ধ—যাহার চেতনা নাই, সে অন্ধ—বধির—অষাঢ়। শরতচন্দ্র আপন হৃদয় ভূমিতে যত্নবারি সেচনে একটি আশা লতার অঙ্কুর রোপণ করিয়াছিলেন। কালসহকারে ভাল বাসার-নবপল্লবে সুশোভিত হইয়াছিল। কিন্তু সে আশালতা অমৃতফল দিবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিল, এক্ষণে নৈরাশ্য প্রতিবাদী হইয়া সে লতিকা সমূলে উৎপাটন করিয়াছে। শরতচন্দ্রের হৃদয়ে নানা ভাবের তরঙ্গমালা উঠিতেছে—পড়িতেছে। আত্মাভিমান বলিতেছে—"তোমার কোন অভাব, যে সামান্য একজন নারীর জন্য এত খেদ করিতেছ?"। বিষাদ বলিতেছে—"সে কি স্বেচ্ছায় তোমাকে ত্যাগ করিল? না। তাহার তেমন ভাব নহে।" বিবেক বলিতেছে—"দূরকর সে বিষময়—অমৃত ধর্ম্ম কর্ম্ম নাশের একমাত্র কারণ।" ধিক্‌কার বলিতেছে—ছি! জঘন্য প্রেমের অধীন যে তাহার পৌরষ কোথায়?" শরতচন্দ্র মনে মনে কতই ভাবিতেছেন—মনে করিতেছেন—"দূরহউক এত দিনের পর যদি মাতা ঠাকুরাণীকে, কত কষ্টে পাইলাম—ভাবিলাম দুঃখ নিশা অবসান হইল, কোথায় সুখী হইব—না, সঙ্গে সঙ্গে এক জঞ্জাল!! দশমবর্ষাবধি

পিতা মাতা নাই বলিয়াই জানিতাম। পরে জ্ঞান হইলে জানিতে পারিলাম পিতামাতা উভয়েই নিরুদ্দিষ্ট,—কিকারণে তাহা অদ্যাপি জানিতে পারিলাম না। আমার মত হতভাগ্য আর কে? যদিও মাতার অনুসন্ধান পাইলাম, পিতার অনুসন্ধানে প্রাণপণে চেষ্টা করিব। কিন্তু এদুর্ভাবনা আমার সঙ্গ ছাড়ে না। হায়! কেনই বা আমি পত্র পাঠ করিলাম।"

শরতচন্দ্র সেদিন অপরাহ্নে একখানি পত্র পাইয়া ছিলে সে পত্র খানিতে এই কএকটি কথা লেখা ছিল।—

পরম কল্যাণমস্তু—দীর্ঘায়ুরস্তু

নিরাপদেষুঃ।——

ভ্রাতঃ! শরচ্চন্দ্র! অনেক দিবসাবধি তোমার সহি সাক্ষাৎ হয় নাই। তাহাতে বিশেষ দুঃখিত আছি। শুনিয়া নিরুদ্দেশা পিতৃস্বসার সাক্ষাৎ পাইয়াছ; তাহা শ্রবণে কিপর্য্য আহ্লাদিত হইয়াছি, তাহা সামান্য লেখনীতে প্রকাশ করিতে পারেনা। এক্ষণে কিরণমালার শুভ বিবাহ দিব মন করিয়াছি;—কিন্তু ইহাতে সুখ নাই। কারণ তোমার ক কিরণমালা অর্পণ করিব মানস ছিল—তাহাতে বিধি প্রতিবাদী উপেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিতান্ত জিদ্‌ অগত্যা বাটী কর্ত্তা সম্মত হইয়াছেন অতএব তুমি না আসিলে এ বিবা

সুখী হইব না। যাহাতে আসা হয় এমত করিবে। ইতি ১০ই বৈশাখ।

তোমার শুভানুকাঙ্ক্ষীনী
শ্রীমতি সুভাষিণী।

শরতচন্দ্র প্রতি পংক্তিই বিষকণা জ্ঞান করিলেন। চিঠি মুড়িলেন—কিছুই ভাল লাগিল না। কল্য পিতৃঅন্বেষণে যাত্রা করিবেন মনে মনে স্থির করিলেন।

একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

চির বিদায়।

"—নসুখমিতি বা দুঃখমিতি বা"

দিবা অবসান—কমলিনী নায়ক অস্তাচল শিখরে আরোহণ করিলেন। পক্ষীগণ কমলিনীর দুঃখে রোদন করিতে করিতে স্ব কুলায় গমন করিল। মন্দ সমীরণ তরু পল্লবে, লতামণ্ডপে

জগতবাসীর কর্ণকুহরে, দিবা সতীর বিরহ সমাচার ঘোষণা করিতেছে। গগণে চন্দ্র উদয় হইয়া তটিনী নীরে প্রতিবিম্বিত হইয়া ঝিকিমিকি করিতেছে। সপত্নীসহবাস বিরোধিনী পশ্চিমার প্রিয়সখী কুসুম বল্লরী সকল প্রফুল্লিতা—দিবাদুঃখে সমদুঃখিনী সরোজিনী অবগুণ্ঠনবতী।—আর ঐ যে নারী ঐ সাবগুণ্ঠনে দণ্ডায়মানা মলিম বদনা—সাশ্রুনয়ন ঐ যে? পাঠিকা! উহাকে চিনিতে পার? ঐ যাহা নয়ন ঐ পথিকের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিতেছে। পথিক ক্রমে নিকটবর্ত্তী—তবু যেন দেখিয়াও দেখে নাই কিরণমালা! পান্থ কি তোমার পরিচিত? নচে আঁখি নির্নিমেষ কেন? ইহার ভাব কি? ভাল, তু যে নিমেষ শূন্য নয়নে চাহিয়া আছ, কৈ উনিত একব তোমার প্রতি চাহিলেন না? আত্মীয়ের কি এই কাজ তবে বুঝি উনি নির্দয়! তাহাই হইবে, নির্দয়। ফিরি চাও, একবার দেখ, অবলা তোমারি জন্য জীবনে জীবনান্ত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন? দেখ, একবার দেখ, ঐ—ঐ— মর্ম্মপীড়িতা ঐ নদী বক্ষে ঝাঁপ দিলে। তোমার পাষাণ হৃ তুমি অকাতরে দেখিলে। আর এখন দৌড়াইয়া আসি কি হইবে? তবে, উঠাও শীঘ্র উঠাও—যদি বাঁচে—ব যায়না। শরতচন্দ্র অকুল বিপদ সাগরে পড়িলেন—একা নির্জ্জন পথমধ্যে মহাশঙ্কটে পড়িলেন—অ ক কষ্টে তুলিবে কিরণমালা অচৈতন্য—কিছুক্ষণ পরে বিরক্ত ভাবে বলিলেন

আঃ! "কি কুক্ষণেই পাদক্ষেপ করিয়াছিলাম।" অনেকক্ষণ পরে তাঁহার জ্ঞান হইল। শরতচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরণ! জলে ডুবিলে কেন?" কিরণমালা নয়ন উন্মীলন করিয়া শরতচন্দ্রকে নিকটে দেখিয়া আনন্দাশ্রু বিগলিত নয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। শরতচন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। কিরণমালা মৃদুস্বরে কহিলেন—"আজ সেইদিন!!" শরতচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন্ দিন?"

কিরণ।—"বি—বা—হের।"

শরত।—"তা হইবে না?।"

কিরণ।—"কিরণমালা দ্বিচারিণী নহে। প্রথমে যাহাকে হৃদয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে—যাহার পূজার প্রয়াসিনী—যাহার সাধনে সমাধি নিষ্ঠা, তাহাকেই চাহে। অন্য কণিকে মন-মণি দিবে না, স্বর্গ সুখ দেখিবে না, ইন্দ্রাণী হইতেও চায় না। সে শরতচন্দ্রকে পাইলে কৌপিন পরিয়া কুটীরে বাস করিতে পারে। সে আপন সতীত্ব রত্ন যত্নে রক্ষা করিতে চায়।"

শরতচন্দ্র শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। কিন্তু কপটতা ছাড়িলেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরণ! বাড়ি যাইবে না?" কিরণমালা বলিলেন—"তোমাকে ছেড়ে?" শরত নিরুত্তর। কিরণমালা শরতচন্দ্রকে নীরব দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শরতচন্দ্র আর কপটতা রাখিতে পারিলেন না, কহিলেন—"কেন? তোমার কি ও বিবাহে মত নাই?"

কিরণমালা মস্তক নাড়িয়া কহিলেন "না"। সে 'না
শব্দটি শরতচন্দ্রের হৃদয়ে বাজিল। শরতচন্দ্র প্রফুল্ল হৃদয়ে
বলিলেন—"কিরণ! তবে তুমি আমারই।" শরতচন্দ্রের চরণে
কিরণমালা মস্তক লুটাইয়া কহিলেন—"দাসী ঐ চরণেই।"
শরতচন্দ্র কহিলেন—"যদি ইহা জান তবে মরিতে আসিলে
কেন? আমি না আসিলে ত মারা পড়িতে?" কিরণমালা বলি
লেন—"তুমি এই পথে আসিবে জানিয়া তোমার নিকট চির বিদায়
লইয়া মরিব ভাবিয়াই আসিলাম।" শরতচন্দ্র আর নয়নের জল
রাখিতে পারিলেন না, গদ্ গদ্ বচনে কহিলেন—"আজ হইতে
তুমি আমার কণ্ঠের ভূষণ হইলে" এই বলিয়া হস্ত ধরিয়া উঠা
ইয়া বলিলেন—"চল বাড়ি চল।" কিরণমালা শরতচন্দ্রে
অনুগামিনী হইলেন। কিরণমালা সুখের মুখ দেখিলেন বটে
কিন্তু সুখ পাইলেন না। শতরচন্দ্র কিরণমালাকে বাটীতে
রাখিয়া পিতৃ-অন্বেষণে গমন করিলেন।

দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

—**—

গুরু সন্নিধানে।

"জাতঃ সূর্য্যকুলে পিতা দশরথঃ ক্ষৌণী ভুজামগ্রণীঃ।
সীতা সত্যপরায়ণা প্রণয়িনী যস্যানুজ লক্ষ্মণঃ॥
দোর্দ্দণ্ডেন সমো ন চাস্তি ভুবনে প্রত্যক্ষ বিষ্ণুঃ।
স্বয়ং রামো যেন বিড়ম্বিতোপি বিধিনা চান্যেপরে কা কথা॥"

বেলা আন্দাজ ৪॥০ ঘটিকা—আনন্দময়ী অপরাহ্ন আগমন-সজ্জায় সুসজ্জিত—বায়ু ক্রমে শীতল ভাব ধারণ করিতেছে। মৃদু বায়ু হিল্লোলে নির্ঝরিণী চঞ্চল ভাবে প্রবাহিতা—প্রান্তর হরিৎ বর্ণ দৃশ্যমান—গাভীগণ তৃণ ভক্ষণে রত—চঞ্চল গোবৎসগণ মুখ ব্যাদান করিতে করিতে এক একবার মাতৃ স্তনানুসরণে ব্যস্ত—এক একবার নবতৃণে বদন ন্যস্ত করিতেছে। কৃষকেরা বেলা অবসান দেখিয়া নিজ কার্য্যে অলসতা প্রকাশ করিতেছে;—কুল-কামিনীগণ গাত্র ধৌত করনাভিলাষে সরোবরাভিমুখে গমন করিতেছে। কেহ কেহ বা বেশবিন্যাসে নিবেশমনা,—বালকেরা স্কুলের ছুটি পাইয়া মহানন্দে স্ব স্ব বাটী গমন করিতেছে,—আফিসের বাবুরা মসীলেখনী রণে ভঙ্গ দিয়া স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ভবনাভিমুখে চলিতেছে। সময় অতি মধুর!—

মন! নগরের শোভা ত দেখিলে, কিন্তু কৈ যাহা অন্বেষণ করিতেছ, তাহা ত পাইলে না? তবে চল, নগর পরিত্যাগ করিয়া গিরি কন্দর ভ্রমণ করি। মন! চল, ঐ ক্ষুদ্রাচলে প্রকৃতির সায়ংকালীন শোভা দর্শন করি। আহা! কি মনোরম স্থান! বায়ুরমৃদু হিল্লোলে, পার্ব্বতীয় অযত্নজাত ফুলের সৌরভে শরীর স্নিগ্ধ হইতেছে।— কিন্তু হায়! দুঃখ! এ সময়েও কি মানব হৃদয়ে বাস করিতে সঙ্কুচিত হইতেছ না? উঃ! তোমার হৃদয় কি কঠিন! ঐ যে ক্ষুদ্রাচলের অনুচ্চ শিখরোপরে তিন জন পুরুষ বসিয়া আছেন—এক জন বৃদ্ধ, যোগীর বেশ,—মস্তকে জটাভার, গলদেশে রুদ্রাক্ষের মালা, বয়স আন্দাজ ৬০।৭০; কুশাসনে উপবিষ্ট—ঐ সৌম্যমূর্ত্তি দেখিলে হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়। দ্বিতীয় যুবা,—মলিন ভাব, মলিন পরিচ্ছদ, দেহের কান্তি মলিন, যুগল কর ললাটদেশে ন্যস্ত করিয়া অধোবদনে বসিয়া আছেন—আর ক্ষণে দীর্ঘ নিশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে।—গদ্গদশ্রু বসুধারার ন্যায় হৃদয়কে সিক্ত করিতেছে—শরীর নিস্পন্দ-স্থির। অপর ব্যক্তিও তদবস্থ—কেবল নেত্রে জল নাই। পাঠক! দেখ, ঐ রোদন পরায়ণ ব্যক্তি কি অবস্থায় বসিয়া আছেন। আহা! না জানি কি যাতনাই উহাঁর হৃদয় অধীকার করিয়াছে! কোন্ চিন্তাই বা উহাঁর চিত্তের চৈতন্য হরিয়াছে! এখন যদি কেহ উহাঁর মস্তকোপরি শানিতখড়্গোত্তলন করে, তাহা হইলে ও বোধ হয় ইনি ভীত হন না। এক্ষণে তিন জনেই নীরব। কিঞ্চিৎ বিলম্বে বৃদ্ধ কহিলেন—

"বৎস! বিজয়! ধৈর্য্য ধর, রোদন পরিত্যাগ কর, সংসারী হইলেই এরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে—'চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ'—সুখ দুঃখ চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল, তাহা বলিয়া কি বুদ্ধিমানের শোক করা উচিত?" বিজয় কাতর স্বরে উত্তর করিলেন—"গুরো! আমি নির্ব্বোধ, পাষণ্ড—নির্ব্বোধের শোক করা অনুচিত নহে—আমি বুদ্ধিমান হইলে রত্ন চিনিতাম যত্ন করিতাম, সুখীও হইতাম। এরূপ কুবুদ্ধির কোদণ্ডে হৃদয় দলিত করিতাম না। আমা অপেক্ষা কি মূঢ় পাপী আর আছে?"

যোগী।—"সহস্র সহস্র আছে।"

বিজয়।—"না, মহাশয়।"

যোগী।—"বৎস! সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মা পরম পুরুষ ভিন্ন সুখ দুঃখে, দোষ গুণে জগতে কেহই অদ্বিতীয় নহে। কত কত লোক তোমা অপেক্ষা অধিকতর কষ্টভোগ করিতেছে।"

বিজয়।—"আমা হইতে? বোধহয় না, আমি বড় পাপাত্মা, আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে?"

যোগী।—"অবশ্য আছে।"

বিজয়।—"কি প্রকারে?"

যোগী।—"অন্য কিছুই নহে, অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। ফকির বয়েজিদ্ বলিয়াছেন—"পাপের জন্য এক অনুতাপ সহস্র তপস্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর আত্মাভিমান যুক্ত তপস্যা অপেক্ষা পাপানুষ্ঠান শ্রেষ্ঠ।"

বিজয়।—" সত্য, কিন্তু আমি নির্ব্বোধ, আমার হৃদয় কপটতাপূর্ণ, স্বভাব কুটিল; আমার কি তেমন অকপট হৃদয়ে অনুতাপ করিবার ক্ষমতা আছে? তাহা যদি থাকিত তবে এত দুঃখ পাইতাম না।"

যোগী।—" বৎস! তুমি নির্ব্বোধ নহ। তবে, অবিশ্বাসীর কথায় বিশ্বাস করিয়া নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য করিয়াছ, তাই এত কষ্ট পাইতেছ। অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস করা সে কেবল আপনার সর্ব্বনাশ কামনা মাত্র। অসজ্জনকে ভাল বাসিলে, অপাত্রে দান করিলে, দুঃখভিন্ন সুখ নাই, পাপ ব্যতিরেকে পুণ্য নাই। এজন্য মহাত্মারা বলিয়াছেন যে, পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া দান করিবে। অসতের মায়ায় মুগ্ধ হইবে না, শঠের পরামর্শ শুনিবে না। আপন কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে।"

বিজয়।—" গুরুদেব! আমার ঐ সকলই ঘটিয়াছে, আমি আপন কর্য্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া অসাবধান বশতঃ সর্ব্বস্ব হারাইলাম।"

যোগী।—" সত্য তুমি অসাবধান, আপনার কার্য্যে লক্ষ্য কর না। কিন্তু সেই অসাবধানের কার্য্যই সাবধানের মূল। অসাবধানতা মনুষ্য মাত্রেই আছে, তাই বলিয়া কি একবারে অসাবধানদোষে মহতের মহত্ব যায়? কারণ এক দিনের তপন তাপে কি জলাশয় শুষ্ক হয়? না একদিনের বৃষ্টি জলে তাহা পূর্ণ সলিলা হয়? না, কখনই নয়।"

বিজয়।—"তাতঃ! আপনি যাহা বলিলেন, সকলই যথার্থ, কিন্তু আমি যে কেবল অসাবধান দোষে দোষী তাহা নহে। অধৈর্য্যও আমার সকল কষ্টের মূল। যদি ধৈর্য্যশালী হইতাম তাহা হইলে এরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিত না। সংসারীর দোষেই সংসারে বিশৃঙ্খলা ও সুশৃঙ্খলা ঘটে, আমি ইহা জানিয়াও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া অবুঝের মত কাজ করিয়াছি।"—এই বলিয়া মস্তকাবনত করিলেন।

যোগী।—"অকস্মাৎ কোন কর্ম্মই করিতে নাই। কারণ জগতে যত প্রকার পদার্থ আছে, সকলেই ভিন্ন ভিন্ন গুণবিশিষ্ট। কাহাকে ও বিশ্বাস করিতে নাই। এমন কি বিদ্বান আত্মজ যদি খল হয় তাহাকেও বিশ্বাস করিবে না 'মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ'। বৎস! তুমি সেই খলচক্রে পড়িয়াছ। যেমন পয়ঃরাশি বিন্দুমাত্র গোমূত্র স্পর্শে নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ খলের চক্রে পড়িয়া ধার্ম্মিক—উদার চরিত্রের মতিভ্রংশ হয়। কিন্তু অধিক কাল স্থায়ী নহে। চন্দ্র যেমন রাহুগ্রস্ত হইয়া পুনর্মুক্তি লাভ করে, সেইরূপ যে নিজে সৎ, যাহার মনে ধর্ম্মের ভাব হইয়াছে; সে কখন একেবারে নষ্ট হয় না। ঈশ্বরের দয়া থাকিলে অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ করিলে,—যেমন সেই নষ্ট দুগ্ধ অম্লরসে মিশ্রিত হইয়া ও শর্করাযোগে উত্তম সুখাদ্য প্রস্তুত হয়;—সেইরূপ, পুনর্মুক্তি লাভ হয়। কিন্তু যত্ন তাহার মূল, লক্ষ্য ও সাবধানতা তাহার শাখা প্রশাখা। তাহার প্রমাণ দেখ, অনেকে সমুদ্র তলে রত্ন প্রত্যাশায় প্রবেশ-

করে। কেহ রত্ন পায়, কেহ অসাধানে জীবন হারায়। এই ভব ভাণ্ডারে কিছুরই অভাব নাই। তাঁহার দয়া সকলের প্রতি সমান; যেমন প্রভাকর কিরণ সর্ব্বত্র সমভাবে ব্যাপৃত সেইমত তাঁহার দয়া সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। যে যেরূপ মর্ম্মগ্রাহী সে সেইরূপ ফলভোগ করে। যেমন উদ্যান পালক সকল মালাকারই পুষ্প চয়ন করে, তন্মধ্যে কেহ বা পুষ্প চয়ন করিয়াই অবকাশ পায়, কেহবা বুদ্ধি তাৎপর্য্যে বিচিত্র মাল্য রচনা করিয়া লোকের মনরঞ্জন করে। বুদ্ধি সকলেরই আছে কিন্তু সুবুদ্ধি অল্প লোকেরই আছে। সুমতি—অমূল্য মরকত মণি মহতের হৃদয়েই থাকে, সেই মহানুভবেরাই এই বিশ্বভাব অনুভব ও উপলব্ধি করিতে পারেন। সামান্য লোক ঈশ্বরের করুণা বুঝিতে পারে না। যেরূপ মাতা আপন কন্যাকে তিরস্কার করিয়া পরকন্যা পুত্রবধুকে শিক্ষা দেন, সেইরূপ সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর সহিষ্ণু ও ধার্ম্মিককে দুঃখ দিয়া অন্যকে শিক্ষাদেন। বিজয়! এদুঃখে দুঃখিত হইও না। কষ্টই ধর্ম্ম উপার্জ্জনের সোপান; দেখ, দুঃখে পতিত না হইলে কেহ ভগবানের নাম স্মরণ করে না। দেখ, অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র—যাঁহার কোন সুখের অভাব ছিল না, স্বয়ং লক্ষ্মী সীতা যাঁরভার্য্যা—লক্ষ্মণ যাঁর অনুজ—যিনি স্বয়ং ভগবান তিনিই বিধি বিড়ম্বনায় দুঃখ ভোগ করিয়াছেন কেন? তিনি কি বিধি লিপির বশম্বদ? যিনি বিধি তাঁর আবার বিধাতা কি? তাহা নহে, তবে মানব গণকে শিক্ষা দিবার জন্য বিপদে পতিত

হইয়া শ্রীদুর্গার আরাধনা করিয়া, সেতু বন্ধন রূপ অসাধ্য সাধনে যত্ন ও ক্ষমতাবিহীন হইয়াও ঈশ্বরের আরাধনা করিলে মুক্তি হয় তাই শিক্ষা দিয়াছেন।"

বিজয়।—"দেব! আমি নিশ্চয় বুঝিলাম যে, সৎগুরু, সদুপদেশক, সৎসঙ্গ স্বর্গের দ্বার স্বরূপ। কারণ আপনার উপদেশ পূর্ণ অমৃতময় বাক্য গুলি শ্রবণে এতদিনে মনের মালিন্য দূরীভূত হইল। দেব! আমি আপনার উপযুক্ত শিষ্য নাহি। অতি পাপী,—কৃতঘ্ন—আপনি নিজ ক্ষমা গুণে সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। দোষীব্যক্তি ঈশ্বর চরণে ও মহতের নিকট ক্ষমনীয়। যাহার ক্ষমগুণ আছে সেই মহত।"

যোগী।—"বৎস! না,—না,—ওকথা বলিও না। আমি অজ্ঞান অধম। তুমি ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি তোমাকে ক্ষমা করিবেন, আমার কি ক্ষমতা?"

বিজয়।—(ঈষৎহাস্য করিয়া) "যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য নবেদচসঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানাং বিজ্ঞাতমবিজ্ঞান তাম।" যিনি জানেন, তিনি বলেন আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম জানি না। আর যিনি কিছুই জানেন না তিনি বলেন আমি সব জানি।" আপনি যথার্থ মহাত্মা, আমি জ্ঞানহীন; আপনার গুণের পূজা করিতে পারিলাম না।

"গুণাঃ পূজা স্থান গুনাষু নচলিঙ্গ নচধয়ঃ।"

পূজাই জানিনা, কি প্রকারে পূজা করিব?"

যোগী।—বৎস! বিজয়কুমার! পূজার কিছুই জানিতে

হয় না, মনগত বিশ্বাস একান্তচিত্ত থাকিলেই যথেষ্ঠ হয়। তিনি পরমাত্মা, কেবল হৃদয়ের বাসনা কি তাহাই দেখেন। বিশ্বাস তাহাঁর শরীর—প্রেম তাঁহার শোণিত, জ্ঞান তাঁহার শক্তি, আনন্দ তাহার সৌন্দর্য্য, ধর্ম্ম তাহাঁর. ভূষণ, যোগ তাঁহার জীবন। তাঁহার পূজা বাগাড়াম্বর বা বনফুলে হয় না। ভক্তিরূপ পবিত্র জলে, প্রত্যয় বিল্বদলে প্রীতিরূপ পুষ্পে মানসোপচারে, প্রযত্ন নৈবেদ্য, নিষ্কাম মন্ত্রে, অকপট হৃদয়ে তাঁহার পূজা করিতে হয়। এইরূপ পূজাই তাঁহার গ্রাহ্য।” এইরূপ বলিতে বলিতে যোগীবর গাত্রোত্থান করিয়া পূজার আসনে উপবেশন করিলেন।

“ সংসার বিষবৃক্ষস্য দ্বে অত্ররসবৎফলে।
কাব্যামৃত রসাস্বাদ সঙ্গম সুজনৈ সহ॥”

ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদ।
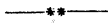
বহুদিনের পর।

" যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি র্ভবিতি তাদৃশী।"

বেলা আন্দাজ ১০টা, জাহ্নবীতীরে সকলেই স্নান আহ্নিক করিতে রত। বিজয় কুমার গুরুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া সত্যকুমারের সহিত ত্রিবেণীর ঘাটে উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামের জন্য উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সত্যকুমার কহিলেন—" বিজয়! তুমি কি একমুহূর্ত্ত ও ভাবনা হইতে অন্তরকে অবকাশ দিবে না? একেত অতীত চিন্তাই বিফল, তাহাতে পরাৎপর ইষ্টদেব এত সান্তনা বাক্যে উপদেশ প্রদান করিলেন, সে সকল কি বিস্মৃত হইলে?"

বিজয়কুমার ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—" সখে! ভুলিনাই, তাঁহার মঙ্গলপ্রদ বাক্য সকল আমার হৃদয়ে জাগরুক আছে। তবে আজ সেইদিন! যে দিন সাবিত্রীকে তিরস্কার করিয়াছিলাম—সেই দিন!!"

মন মত্ত মাতঙ্গ,—অঙ্কুশাঘাত আর মানে না। বিজয়কুমারের সেই মন-মত্ত-মাতঙ্গ নিবারণ নিগড় ভাঙ্গিয়া বিষম বিচ্ছেদ

বিজন বিপিনে ভ্রমণ করিতেছে। যে চিত্ত এত অশান্ত সে ধৈর্য্য ধরিবে কি? এখন জগতে আলো কি অন্ধকার তাহা জ্ঞান নাই; শূন্যে কি ধরণীতে তাহা অনুভবে অক্ষম;—চক্ষুর্নিমেষ শূন্য—অশ্রুপূর্ণ—দেখিতেছে অথচ কি দেখিতেছে জ্ঞান নাই, দেখিতেছে সাবিত্রীর সেই সজল নয়ন,—বিরসবদন, বিনম্র বিষণ্ণ মুখ। সেই মুখ খানি কতদিন হইল দেখেন নাই,—দ্বাদশ বৎসর! সাবিত্রীর সেই বাক্যগুলি হৃদয় তন্ত্রিতে বাজিয়া উঠিল।—"একবার দেখা দাও, একবার ফিরে চাও, প্রাণনাথ! অধীনী তোমার"—হৃদয়ে বাজিল, বিজয়কুমার ভাবিলেন আমি কি নিষ্ঠুর, শুনিয়া ও শুনিলাম না, চক্ষেও দেখিলাম না। যে হৃদয় নবনীত অপেক্ষা ও কোমল ছিল, সেই হৃদয় বজ্র অপেক্ষা ও কঠিন। কি নির্দয় ব্যবহার করিয়াছি! উঃ! ক্রোধ! তোর কি এত পরাক্রম!—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সত্যকুমারের ক্রোড়ে শয়ন করিলেন, পরিধেয় বস্ত্রে মুখাচ্ছাদন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সত্যকুমার কহিলেন—"ছি! বিজয়! তুমি নিতান্ত পাগল! উঠ, দেখ, কি হয়, খুজিয়া দেখ যাহাহয়। শাস্ত্রকথা কি মিথ্যা হইবে? 'যে ব্যক্তি যেরূপ ভাবনা করে, তাহার সেই মতই সিদ্ধ হয়,' যদি না সিদ্ধ হইত তবে লোকে শাস্ত্র মানিবে কেন?" বিজয় বলিলেন,—"ভাই! অভাগার ললাটে শাস্ত্র ও মিথ্যা, নতুবা এতদিন সন্ধান লইলাম, কৈ সন্ধান ত পাইলাম না।" সত্যকুমার কহিলেন—"তুমি ভাল করিয়া অনুসন্ধান

কর নাই ? আমি এবার দেখিব।” বিজয়কুমার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন--“আর দেখিবে কি, সে না—”বলিয়া সত্যকুমারের কোলে মুখ লুকাইলেন।

সত্যকুমার ভাবিয়া অস্থির, কিরূপে বিজয়কে শান্তনা করিবেন। যদি ও তাঁহার দুঃখে দুঃখিত তবু কেমনে প্রবোধ দিবেন তাহাই ভাবিতেছেন। প্রবোধই বা দিবেন কি ?প্রবোধ বাক্য শেষ—আর প্রবোধে এ দুঃখ শাম্য হয়না। সত্য-কুমার বিজয়কে অন্যমনা করিবার জন্য মিথ্যাভাণ করিয়া চকিতভাবে উঠিয়া বলিলেন—“ বিজয়! বিজয়! উঠ, দেখ ঐ কে, ঐ ব্যক্তি ? ঐ নৌকা করিয়া আসিতেছে, এই দিকেই আ-সিতেছে। উহাকে যেন আমি কোথায় দেখিয়াছি, বোধ হইতেছে, কিন্তু ভাল স্মরণ হইতেছে না, দেখ দেখি যদি তুমি চিনিতে পার।” বিজয় উঠিলেন বটে কিন্তু সে নর কি বানর তাহা জ্ঞান নাই। এক দৃষ্টে চকিতের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন।

নৌকাখানি ক্রমে নিকটে আসিল। তদুপরে এক জন অল্প বয়স্ক যুবা বসিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যে সত্যকুমার মিথ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এব্যক্তি আমার পরিচিত, কিন্তু নৌকা নিকটে আসিলে, সত্যকুমারের সে কথা সত্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে তরি ঘাটে আসিয়া লাগিল। যুবা একজন নাবিকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অবতরণ করিলেন। হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিতে করিতে একজন নাবিককে একখানি শিবিকার জন্য বলিলেন।

সত্যকুমার কহিলেন—"মহাশয়! কোথা হইতে আসিতেছেন?"

যুবা।—"রামনগর হইতে।"

সত্যকুমার রামনগরের নাম শুনিয়া আগ্রহাতিশয্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—"যাইবে কোথা?"

যুবা।—"কাশী, আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন"?

সত্যকুমার।—"কাশী হইতে।"

যুবা।—(আগ্রহ পূর্ব্বক) "মহাশয়, আপনারা কাশীতে ছিলেন, কাশীশ্বর স্বামীকে জানেন?"

সত্য।—"বিলক্ষণ জানি। তিনি তোমার কে?"

যুবা।—"তিনি আমার মাতৃদেবীর দীক্ষাদাতা, তাঁহার দর্শন-নিমিত্ত মাতাঠাকুরাণী যাইবেন। কিন্তু তিনি যে কোথায় অবস্থিতি করেন, আমি বিশেষ জানি না।"

সত্য।—"তিনি গত কল্য উড়িষ্যা যাত্রা করিয়াছেন।"

যুবা।—"আপনারা কি তাঁহার নিকটেই থাকিতেন?"

সত্য।—"হাঁ, নিকটেই থাকিতাম।"

যুবা।—"আচ্ছা, মহাশয়! তাঁহার নিকট বিজয়কুমার নামক কোন ব্রাহ্মণ থাকেন কি জানেন?"

এইকথা শুনিয়া সত্যকুমার ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? তিনি তোমার কে?"

যুবা।—"তিনি আমার পিতা—"

সত্যকুমার এইকথা শুনিয়া বিজয়কে প্রদর্শন করিয়া বলিলেন—"উনিই তোমার পিতা, বিজয়কুমার।"

বিজয়কুমার।—(অমনি ব্যস্তভাবে)—"আমিই তোমার সেই অধম পিতা"—বলিয়াই ভূপতিত হইলেন। সত্যকুমার তাঁহাকে সান্তনা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বিজয় শান্ত্যতা প্রাপ্ত হইলেন। পরে পুত্রের শিরশ্চুম্বন করিয়া "বৎস!"—বলিয়াই নীরব হইলেন, কণ্ঠ রোধ হইল। তখন সত্যকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৎস! শরত,! তোমার জননীর কি কোন সন্ধান পাইয়াছ?" শরতচন্দ্র বলিলেন—"আজ্ঞা, হঁা, তিনি ঐ নৌকায় আছেন।" ইহা শুনিয়া বিজয়কুমার ব্যস্ত সমস্ত হইয়া—"কৈ, কৈ, সাবিত্রী কৈ?" বলিয়া উঠিলেন। এমন সময়ে পালকী বেহারা আসিল, শরতচন্দ্র সমস্ত বিষয় মাতার নিকট জ্ঞাত করাইলেন। সাবিত্রী আনন্দভরে অশ্রু পূর্ণ লোচনে শিবিকায় আরোহণ করিলেন। বিজয়কুমার সাবিত্রীর দর্শনমাত্র সাশ্রু নয়নে ধরণীতলে পতিত হইলেন।" সাবিত্রি! আমি তোমার নিকট বিস্তর অপরাধী, না বুঝিয়াই তোমার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিয়া তিরস্কার করিয়াছি, সাবিত্রি! এক্ষণে আমাকে ক্ষমাকর।"—বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সময়ে একজন বাহক দৌড়িয়া আসিয়া সাবিত্রীর পাদমূলে পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"আর্য্যে! আমি সেই নরাধম বসন্ত। মাতঃ! আমি যেমন আপনার নির্ম্মল চরিত্রে দোষারোপ করিয়াছিলাম। তেমনি আমার পাপের প্রতিফল ফলিয়াছে। মাতঃ! আমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করুন।" সাবিত্রী সস্নেহ

বচনে কহিলেন—"বৎস! তোমার কোন দোষ নাই, সকল অদৃষ্টের দোষ।"--বলিয়া বসন্ত কুমারের হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন। বিজয় কুমার বহু দিনের পর স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা প্রভৃতিকে পাইয়া আনন্দনীরে মগ্ন হইলেন—সে আনন্দের আর সীমা নাই। প্রাণাধিক পুত্র শরতচন্দ্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন— "বৎস! শরত! চল, তবে, আমরা স্বদেশ গমন করি, বিধি অনুকুল হইয়াছেন, বিলম্বে প্রয়োজন নাই।" সত্য কুমার আশু স্বদেশাভিমুখে যাইবার অয়োজন করিতে লাগিলেন। আনন্দের আর সীমা নাই।

এত দিনের পর পিতা পুত্রকে, স্বামী স্ত্রীকে, পুত্র পিতা পিতৃব্যকে, স্ত্রী স্বামীকে, পাইলেন। সকলের দুঃখ নিশি অবসান। পথি মধ্যে যে যেরূপে কালযাপন করিয়াছিলেন, সকলে নিজ নিজ ঘটনা বিবৃত করিতে লাগিলেন। বিজয় কুমারের সন্ন্যাসী বেশে বনে২ ভ্রমণ, সাবিত্রীর সন্ন্যাসিনী রূপে বন ভ্রমণ, বসন্তকুমারের জঠরালন নিবৃতির জন্য শিবিকা বহন ও তদুপলক্ষে সাবিত্রীর অন্বেষণ, ইত্যাদি গল্পে সকলে বহু দিনের বিচ্ছেদ কষ্ট লাঘব করিতে করিতে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সমাপ্তঃ।

পরিশিষ্ট।

শুভ পরিণয়ে।

"পরস্পরেণ স্পৃহণীয়শোভং নচেদিদং দ্বন্দ্বমযোজয়িষ্যৎ।
অস্মিন্ দ্বয়ে রূপ বিধানযত্নঃ পত্যুঃ প্রজানাং বিতথোঽভবিষ্যৎ।"

বিজয়কুমার রামনগরে প্রত্যাগমন করতঃ রমাকান্তের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সাক্ষাতে সকলেরই মহানন্দ। এ দিকে সুভাষিণী, শরতচন্দ্র পিতামাতার সহিত প্রত্যাগমন করিয়াছেন শুনিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া শরত চন্দ্রের সহিত কিরণমালার বিবাহ দিবার উৎযোগ করিতে লাগিলেন।

আয়লো আলি, সবে মিলি, সাজাই বরণ ডালা,
শরতে অর্পিব আজি সখি কিরণমালা।

গীত।

" সবে মিলে সম স্বরে,
গাও প্রফুল্ল অন্তরে,
প্রিয় সখি পাবে আজি, নবীন নাগরে।
হেরিয়ে নাগর মুখ, দূরে যাবে সব দুঃখ,
হইবে অপার সুখ, সখীর অন্তরে॥
পরকাশে সুখ ভানু, পোহাবে দুঃখ যামিনী,—
আনন্দে দম্পতি দ্বয়ে ভাসিবে সুখ সাগরে॥"